পুণ্য ব্রহ্মর্ষি গ্রন্থাবলী
৪র্থ গ্রন্থ।

হিত-গ্রন্থাবলী।

(সচিত্র)

প্রথম খণ্ড।

স্বর্গীয় হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রণীত।

শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কলিকাতা ঃ
৬।১ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, "পুণ্য যন্ত্রে
এবাদত আলি খাঁ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীপরেশনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১৩১৮ সাল।

মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।



হিতেন্দ্র জীবনী।

১২৭৪ সালে ১৫ই অগ্রহায়ণ যখন হিতেন্দ্র নাথের জন্ম হয়, তখন কর্ত্তাদিদিমার খুব আহ্লাদ। স্বর্গীয় হেমেন্দ্র নাথ ঠাকুরের ইনিই প্রথম পুত্র। দিদিমা মোহর দিয়া পুত্রের মুখ দেখিলেন। তাঁহার রং শ্যামবর্ণ, কিন্তু তাহার মধ্যেও ঔজ্জ্বল্য ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাই মাসিমা আদর করিয়া নাম দিয়াছিলেন "সুন্দুরে কালাচাঁদ"। তাঁহার শুকনাসার ন্যায় নাসিকা ও উন্নত ললাট প্রতিভা ও প্রশস্ত চরিত্রের লক্ষণ প্রকাশ করিতেছিল। পিতৃদেব মঙ্গলসূচক নাম রাখিলেন—হিতেন্দ্র। যদিও সুস্থ শরীর লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তৃতীয় বৎসর হইতে সহসা তাঁহার শারীরিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল—ভীষণ হাঁপানি আসিয়া সুস্থকায় শিশুকে রোগে জীর্ণ করিয়া দিল। আচার্য্যেরা গণনা করিয়া বলিল ১৩ বৎসর পর্য্যন্ত এই হাঁপানি তাঁহাকে যন্ত্রণা দিবে। পিতৃদেব জলপথে কাশীযাত্রার যে উদ্যোগ করিয়াছিলেন দাদার হাঁপানি তাহার অন্যতম কারণ। তাহাতে তাঁহার হাঁপানির কতকটা উপশম হইয়াছিল বটে কিন্তু একেবারে যায় নাই। তাঁহার ধাত বদলাইয়া দিল কবিরাজের ঔষধ চ্যবনপ্রাশ।

শৈশব হইতেই কাব্য চিত্র ও সঙ্গীত এই তিনটী প্রধান কলাবিদ্যায় তাঁহার অত্যন্ত আসক্তি ও প্রতিভা দেখা দিয়াছিল। এই তিনটী বিষয়ে প্রতিভা ক্রমশ তাঁহার জীবনে বিকাশ পাইতে লাগিল। কাশীযাত্রাকালে বোটে যখন প্রথম সাহেবগঞ্জের পাহাড় দেখিলেন তখন একখানা কাগজের উপর কালী দিয়া তাহা আঁকিতে বসিয়া গেলেন। বার তের বৎসর বয়সে ছোট ছোট সুন্দর গান রচনা করিয়া নিজেই তাহাতে সুর বসাইতেন। বাল্যবয়সের এই সকল কার্য্য দেখিয়া পিতামাতা সহজেই বুঝিয়া লইয়াছিলেন যে এই বালকের প্রতিভার গতি কোন্‌দিকে যাইবে। পিতৃদেব তাঁহার সকল ছেলে মেয়েদের গান শিখাইবার জন্য সে সময়ের প্রসিদ্ধ ওস্তাদ যদু

ভট্ট ও আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রধান গায়ক বিষ্ণু চক্রবর্ত্তীকে নিযুক্ত করেন। সকল ছেলে মেয়েদের মধ্যে যদিও দাদার সুর ও তাললয় বোধ অসাধারণ ছিল কিন্তু তথাপি হাঁপানির কারণে ষোল সতের বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ভালরূপ গান গাওয়া তাঁহার চলে নাই। যখন তাঁহার ন্যূনাধিক ১৮ বৎসর বয়ঃক্রম তখন একদিন হঠাৎ গলা ছাড়িয়া গাহিতে আরম্ভ করিলেন—তিনি নিজে বুঝিতে পারিলেন তাঁহার গলার জোর বড় কম নয়। সেই দিন হইতে বিষ্ণুর কাছে রীতিমত গান গাওয়া আরম্ভ করিলেন। সঙ্গীতে তাঁহার এমনি আশ্চর্য্য মাথা ছিল যে বিষ্ণু বলিত এত সাক্রেদ আমার হইয়াছে কিন্তু হিতু বাবুর মত সাক্রেদ আমি কাহাকেও পাই নাই। বিষ্ণু হাসিতে হাসিতে একদিন স্বেচ্ছায় তাঁহাকে সঙ্গীতানন্দ উপাধি দিয়া মহা আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিষ্ণুর সমস্ত ওস্তাদীগান, তানসেন সদারঙ্গ বৈজুবাওরা গোপালনায়ক প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গায়কদিগের বিস্তর গান তিনি স্বরলিপি করিয়া লইয়াছেন। গানটী একবার শুনিলেই হইত—স্বরলিপি করিয়া লইতেন পাঁচ মিনিটে। সঙ্গীতের সুর ও তাললয়বোধ এ প্রকার অল্প লোকেরই দেখা যায়। তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী শ্রীমতী প্রতিভা দেবী যখন 'বালক' ও অন্যান্য মাসিকপত্রে গানের স্বরলিপি বাহির করিতে প্রবৃত্ত হয়েন * তখন তাঁহার তাললয় সম্বন্ধে যেখানে কোন খটকা বা সন্দেহ লাগিত অথবা যেখানে কোন সমস্যায় পড়িতেন সেখানে হিতেন্দ্রনাথের সাহায্যে তাহার মীমাংসা করিয়া লইতেন—সেইকালে পরিবারের আর কাহারও দ্বারা সেরূপ হওয়া সম্ভব ছিল না। ইংরাজী বাজনা ও নোটেষন তাঁহার এমনই করায়ত্ত ছিল যে যখন তাঁহার বয়ঃক্রম তের চৌদ্দ বৎসর মাত্র তখন য়ুরোপীয় ধরণে একটী 'পীস' রচনা করিয়া ইংরাজী নোটেষনে নিজেই তাহা লিপিবদ্ধ করেন। সেই পীস্‌টীতে এমন ঔদাস্য ভাবের সুর মাখা ছিল যে উহার শিরোনাম দিয়াছিলেন—"সব অসার"। কিন্তু পাছে কেহ জানিতে পারে যে উহা বালক হিতেন্দ্রের রচনা এবং সেই কারণে পাছে কেহ অনাদর প্রকাশ করে সেই কারণে পিস্‌এর নাম 'সব অসার'কে বাঁকাইয়া ইটালীয় নামের অনুকরণে 'Soveasura' নাম দিয়া

---

* মহিলাদিগের মধ্যে গানের স্বরলিপি প্রথম প্রতিভা দেবীই করিতে প্রবৃত্ত হয়েন।

নিজের নাম H. N. Tagore কে উল্টাইয়া H. N. Carriot লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। একদিন এই পিস্‌টী প্রতিভা দেবী পূজনীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখকে তেতালার ঘরে বাজাইয়া শুনাইতেছিলেন, জ্যোতিকাকা খুব মাথা দোলাইয়া দোলাইয়া তাহার মিষ্ট সুর লয়ে মুগ্ধ হইয়া তাহা উপভোগ করিতেছিলেন। তিনি মুগ্ধচিত্তে প্রতিভা দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রতিভা এই বাজনার পিস্‌টী কাহার রচনা ?" দিদি বাজনার কভারিং পৃষ্ঠাটী উল্টাইয়া দেখাইয়া দিলেন। তাহাতে লেখা ছিল—Saveasura by H. N. Carriot, ইহা দেখিয়া জ্যোতিকাকা মনে করিলেন পীসটী কোন বড় বাজিয়ের রচনা। সমস্ত পীসটী হিতেন্দ্রনাথ Copy করিয়া ছাপার মত লিখিয়াছিলেন যে কেহ ঘুণাক্ষরে সন্দেহ করিতে না পারে। কিন্তু জ্যোতি কাকাকে এই বাজনার অত প্রশংসা করিতে দেখিয়া দিদির এতদূর আনন্দ হইল যে বিষয়টী গোপনে আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না।—খুব ফ্যাঁক করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। প্রতিভার এরূপ হাস্য দেখিয়া জ্যোতিকাকা কিছু বুঝিতে পারিলেন না যে কেন এত হাসিতেছে। তখন রহস্য বুঝিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া জ্যোতিকাকা জিজ্ঞাসা করিলে দিদি খুব হাসিয়া বলিয়া ফেলিলেন—"এ হিতুর রচনা"। ইহা শুনিয়া জ্যোতিকাকা একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিলেন—'অ্যাঁ এ হিতুর রচনা !' ইহার পরে হিতেন্দ্র নাথ আরও দুই তিনটী 'পীস' রচনা করেন। 'হিতার্চনা' নামক একটী Duet পীসও রচনা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে 'বন্দে মাতরং' গানটীকে ইংরাজী পীস আকারে রচনা করেন। পীসটী যেরূপ গম্ভীর ও সুমিষ্ট উচ্চদরের হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যেন পীসটী য়ুরোপীয় বাজিয়ের রচনা। হিতেন্দ্রনাথের অসাধারণ সুর ও তাললয় বোধ থাকাতে বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতে তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইত। যখন তাঁহার বয়স বার তের বৎসর মাত্র তখন হিন্দুস্থানী ওস্তাদের নিকট প্রতিভা দেবীর সঙ্গে সেতার শিক্ষা করিতেন। ওস্তাদে যখন তাঁহাকে গতের একটী উপজ শিখাইয়া অভ্যাস করিতে বলিয়া যাইত দাদা তার পরদিন ওস্তাদের উপজের সঙ্গে সঙ্গে আরও দুই তিনটী উপজ নিজে রচনা করিয়া ওস্তাদজীকে শুনাইতেন। তাঁহার গলার স্বর বামা-কণ্ঠ ছিল না—সুমিষ্ট অথচ

ছিল। বিশুদ্ধ তাললয়ে ধ্রুপদ ও খেয়াল প্রভৃতি হিন্দি গান তাঁহার কণ্ঠে বড়ই মধুর শুনাইত। স্বর্গীয় বৃদ্ধ ত্রিপুরার মহারাজা * তাঁহার গান শুনিতে বড়ই ভালবাসিতেন। বালীগঞ্জে তাঁহার ভগ্নীপতি মিঃ এ. চৌধুরীর ভবনে সময়ে সময়ে প্রায়ই দেশের গণ্যমান্য লোকেরা নিমন্ত্রিত হইতেন। রবীন্দ্রনাথের বাঙ্গলা সঙ্গীত হইত। সে সময়ে কালোয়াতী হিন্দি ধ্রুপদ ও খেয়াল গান গাহিবার জন্য দাদাও আহূত হইতেন। দাদা কিন্তু সহজে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিতেন না—ইহা তাঁহার দোষ বা গুণ যাহাই হউক না কেন—ইহা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। অনেক বলা কহার পর তিনি গাহিতে প্রবৃত্ত হইতেন। কিন্তু যখন গাহিতে আরম্ভ করিতেন লোকে স্তব্ধ হইয়া শুনিত ও প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিত না। শুধু হিন্দুস্থানী গান যে গাহিতেন তাহা নয়। নূতন নূতন সুরে হিন্দুস্থানী তেরেনা ও চতুরঙ্গ গান নিজে রচনাও করিতেন। একবার চৌধুরীভবনেই Father Lafont তাঁহার গম্ভীর কণ্ঠে হিন্দী তেরেনা গান শুনিয়া বলিয়াছিলেন যেন Gregorian Chant। জয়দেবের সংস্কৃত গানগুলি যখন তিনি বিশুদ্ধ সুরলয়ে গাহিতে থাকিতেন তখন তাহা শুনিয়া কে না মুগ্ধ হইত? জয়দেবের কয়েকটী গান প্রাচীন রাগ রাগিণী বজায় রাখিয়া এমনি সুমিষ্ট সুরে নিজে বসাইয়া গিয়াছেন যে যিনি শুনিবেন তাঁহার মনে হইবে যে জয়দেবের গীতগুলি বুঝি মূর্ত্তিমান হইয়া উপস্থিত হইয়াছে। সঙ্গীতে তিনি কেবল গান গাহিয়া বা গানে সুর বসাইয়া অথবা নব নব গীত রচনা করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন না সেগুলিকে স্থায়ী আকার দিবার জন্য স্বরলিপিবদ্ধ করিতে অবহেলা করিতেন না। দুই তিনটী স্বরলিপি-প্রণালী তৎকর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হইলেও সংখ্যামাত্রিক বা সাংখ্যস্বরলিপিই সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টি লাভ করিয়াছিল—এমন কি এই স্বরলিপিতে ইংরাজী পীস পর্য্যন্ত হার্মনির সহিত সকল গান লিপিবদ্ধ করা যায়।

বিশুদ্ধ সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে হিতেন্দ্রনাথের সঙ্গীতের ইতিহাসেও বড়ই অনুরাগ ছিল। হিন্দুসঙ্গীতের ইতিহাস উদ্ধারের জন্য তিনি

* বর্ত্তমান ত্রিপুরারাজের পিতামহ।

আজীবন যত্ন ও উদ্যোগ করিয়া গিয়াছেন। এই কারণে সাহিত্য, নব্য-ভারত, পুণ্য, সমীরণ ও তত্ত্ববোধিনী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকাসমূহে প্রায়ই ভারত-সঙ্গীতের ইতিহাস কথা প্রকাশ করিতেন। জীবনের শেষ ভাগে "সঙ্গীত-কথাসরিত" নামে এক সুবৃহৎ ভারতসঙ্গীতের ইতিহাস সংকলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

বঙ্গসাহিত্যের পরিপুষ্টির জন্য তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহা বড় অল্প নয়। তৎকৃত তিনখানি কি চারখানি গ্রন্থমাত্র প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু অধিকাংশ গ্রন্থই হস্তযন্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়া আলমারির মধ্যে অবস্থান করিতেছে। সেগুলি বড় অল্পসংখ্যক গ্রন্থ নয়। তিন চারখানি নাটক, আট দশখানি কাব্য গ্রন্থ, এতদ্ভিন্ন নানা বিষয়ক প্রবন্ধসমূহ বিভিন্ন নামে সজ্জিত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিবার জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। ১৯ বৎসর বয়সে তাঁহার 'শতদল' নামে একখানি কবিতা পুস্তক প্রকাশ করেন। তাঁহার বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহার সঙ্কল্প ছিল একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া তবে বিবাহ করিবেন। ভাবী বধূর নাম ছিল সরোজিনী দেবী, তাই একার্থবাচক শতদল নামটী তাঁহার বড়ই পছন্দ হইয়াছিল। শতদল গ্রন্থে তাঁহার হৃদয়ের প্রথম প্রভাতচ্ছবি বস্তুতই যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের পৌত্রদিগের মধ্যে হিতেন্দ্রনাথই এই শতদলখানি প্রথম প্রকাশ করেন। সে সময়ের সম্বাদপত্রে ও সাময়িকপত্রে ইহার যথেষ্ট প্রশংসা বাহির হয়। ইহার দুই তিন বৎসর পরে আর একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন—তাহার নাম 'ত্রিশূল'। ত্রিশূলে ও শতদলে কিন্তু মহান পার্থক্য। যেমন সময়ে সময়ে এক পিতার দুই পুত্র সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির হয়, ত্রিশূল ও শতদলে সেইরূপ বিপরীত সম্বন্ধ। কোথায় সৌন্দর্য্যে ঢল ঢল প্রস্ফুটিত শতদল, আর কোথায় শ্মশানবাসী শিবের ভীষণ দণ্ড ত্রিশূল। যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে শতদল পাঠ করিয়াছিলেন তাঁহারা হতজ্ঞান হইয়া বুঝিতে সমর্থ হন নাই যে এমন কোমল শতদল যিনি ফুটাইতে পারিয়াছেন সেই কবির হস্ত হইতে কঠোর শাণিত ত্রিশূল কথনো বাহির হইতে পারে। কিন্তু কবিরা বর্ত্তমান কালের জন্য জন্মগ্রহণ করেন না—তাঁহারা ভবিষ্যৎ গঠন করেন। কবির সমসাময়িক কালে আমাদের সমাজে ও পরিবারে যে দোষসমূহ সঞ্চিত হইতেছিল, ত্রিশূল-

কবি দূরদর্শিতার বলে তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন। দূর পশ্চিমাকাশে মেঘের রেখা দেখিয়া যেমন বলিতে পারা যায় যে শীঘ্রই ভীষণ ঝটিকা দেখা দিবে সেইরূপ সমাজে ও পরিবারে অন্যায় মিথ্যা অধর্ম্মের রেখা পাত দেখিয়া বিপ্লবের সূচনা বুঝিতে বাকী থাকে না। আজ প্রায় ২৫ বৎসর অতীত হইতে চলিল ত্রিশূলকবি বঙ্গীয় সমাজে ও পরিবারে অন্যায় অধর্ম্মজনিত ঝটিকার পূর্ব্বাভাস দেখিয়া পূর্ব্ব হইতেই তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পশ্চাৎপদ হন নাই। কিসে সমাজ ও পরিবার তপস্যা, আত্মনির্ভর ও ধর্ম্মে উজ্জ্বল হইয়া উঠে তজ্জন্য কবির মর্ম্মবেদনা ত্রিশূলের অক্ষরে অক্ষরে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। তাই ত্রিশূলের প্রথম গান—

আমি আমার প্রধান সহায় ;
তবে কেন খুঁজিতে চাই অন্যের কাছে সহায়তা।
নিজের সাহায্যে সুন্দর হইব মহান হইব।
পরসহায়তা সাধ্য রহিতে লবনা লবনা।

কি কঠোর আত্মনির্ভরের ভাব। ত্রিশূলের পূর্ব্বে কোন্ কবি এমন ভাবে আত্মনির্ভর শিক্ষা দিয়াছেন। সরলস্বভাব হিতেন্দ্রনাথ সারল্যের অভাব এক তিল সহ্য করিতে পারিতেন না—বিষকুম্ভ পয়োমুখ তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। তাই কবি বলিতেছেন—

মুখে নাই সরলতা,
চলি ক্রূর পদক্ষেপে পড়ে' যাই পরাজয়ে ;
মরণের গরলতা
করাল ব্যাদান তুলি জেঁকে উঠে নিরদয়ে।

ত্রিশূলের আদর হইবার সময় এখনো আসে নাই। যদিও স্থানে স্থানে উহার মধ্যে বালচাপল্য দোষ স্থান পাইয়াছে তথাপি উহার অন্যান্য গুণসন্নিপাতে সে দোষ মার্জ্জনীয়। ত্রিশূলের কবিতাগুলি ন্যূনাধিক ২৫ বৎসর পূর্ব্বের রচনা, কিন্তু কবি হিতেন্দ্র যে সুরে কবিতাতন্ত্রী বাঁধিয়াছিলেন সে সুর সে সময়ের উপযোগী হয় নাই তাই তাহা অনাদৃত অবস্থায় রহিয়াছে। বর্ত্তমান কালে নির্ধন হইলেও গুণের বশে সমাজ তাহাকে আদর করিতে শিক্ষা করিতেছে। কিন্তু ২৫ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয় সমাজে ধনীদিগের এতই

গর্ব্ব এতই ধনের মত্ততা ছিল যে কবি দরিদ্রদিগের মর্ম্মবেদনা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া সকল গর্ব্বিত ধনীদিগের বিরুদ্ধে লিখিতে সাহস করিলেন—

জানি তোমাদের জানি
মহাধনী তোমরা
জগৎ দেখিতে গিয়ে
জগৎ বসেছ নিয়ে,
তোমরা নয়গো মরা—
জীবন্ত সবার স্বামী
মহাধনী তোমরা।
তোমাদের পাওয়া ভার
তোমাদের দাওয়া সার,
এই রঙ্গ-ভূমি মাঝে
তোমাদেরি কথা সাজে
দরিদ্র আমরা ছার
মোরা কি লাগিব কাজে ?

এ বড় কম সাহস নয়।

ত্রিশূলধারী শিব যেমন সুগভীর জ্ঞানযোগে বিভোর ছিলেন—ত্রিশূল-কবির কাব্য হইতে বুঝা যায় যে বাল্যবয়স অবধি তিনি উক্ত দার্শনিকতা ও জ্ঞানযোগের অধিকারী হইয়াছিলেন। ত্রিশূলের "ত্রিকালজ্ঞ" "বিচার" "দর্পণ" এই সকল কবিতাগুলি যোগী ভিন্ন সাধারণের পক্ষে মর্ম্মজ্ঞ হওয়া সম্ভবপর নয়। যোগ তপস্যা নিদ্রাজয় যোগীর এই সকল লক্ষণ তাঁহার জীবনে ও রচনায় পরিস্ফুট। নিদ্রাজয়ের জন্য হিতেন্দ্রনাথ কত না উদ্যোগ করিতেন। তাঁহার মতে তিন ঘণ্টা নিদ্রা যাওয়া মানুষের পক্ষে যথেষ্ট। তাই তিনি কবিতায় গাহিয়াছেন—'ঘুম তাড়াও',

এল এল ঘুম এল,
প্রাণ শ্লথ হয়ে এল,
দাঁড়াও পায়ের জোরে দাঁড়াও নিজের ভরে
তন্দ্রাবেশ ভেঙ্গে ফেল।

ঘুম এলে, রুদ্ধদ্বার
ভেঙ্গে ফেলো গৃহ তার ;
ঘুমের আলস-রসে ডুবিওনা মৃত্যুবশে
প্রাণে রহিবে না সার।

রক্ত কমে' থাকে যদি
বহুক রক্তের নদী,
অন্তরে রুধির জপ প্রাণতরে প্রাণ সঁপ'
কর্ম্মে লাগ নিরবধি।

নাচ কর্ম্ম-উন্মাদে,
ছিঁড়িয়া নিদ্রার ফাঁদে
উড়ে যাও মুক্ত পথে— কে রুধিবে মনোরথে
কেন পড়ে' প্রাণ কাঁদে।

এল এল ঘুম এল,
ঘুমে আঁখি ঢুলে এল—
এখনি শিথিল প্রাণ রচিবে মৃত্যুর স্থান-
ফেল ঘুম ভেঙ্গে ফেল।

ঘুমেরে প্রশ্রয় দিলে
শরীর হইবে ঢিলে,
সকলি হইবে নাশ হারাইবে ধনরাশ
মরে যাবে তিলে তিলে।

আগে হইতেই দাও,

ঘুম ভেঙ্গে ফেলে দাও—
ঘুম আসিবার আগে উঠে পড় কাজে লেগে
ঘুমের ঘোর তাড়াও ;
সোজা হইয়া দাঁড়াও।

ত্রিশূল যখন তিনি প্রকাশ করেন তখন তিনি ২১ বৎসরের বালক মাত্র। ইহারও তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে এগুলি রচিত হইয়াছিল। হিত-গ্রন্থাবলীর ১ম খণ্ডে শতদল, ত্রিশূল, পারিজাত, সমীরণ ও তারকা প্রভৃতি তৎরচিত প্রায় সমসাময়িক প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই স্থান পাইয়াছে। কবিতাগুলি পাঠ করিলেই আমাদের কথার যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিবেন। দ্বিতীয় সংস্করণে যে কবিতাগুলি ঈষৎ পরিবর্ত্তিতাকারে প্রকাশ করিতেন হিত-গ্রন্থাবলীর স্থানে স্থানে সেই পরিবর্ত্তিত আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আমার কলিকাতায় অনুপস্থিতি নিবন্ধন ও অন্যান্য কারণে ঐসকল গ্রন্থের কয়েকটী কবিতা ভ্রমবশতঃ ছাপা হয় নাই। সেগুলি দ্বিতীয় খণ্ডে স্থান পাইবে। এই সঙ্গে তাঁহার অঙ্কিত কতকগুলি চিত্রের process block সাহায্যে প্রতিলিপি করাইয়া গ্রন্থনিবদ্ধ করা হইল।

ধনুরাশি ও ধনুলগ্নে হিতেন্দ্রনাথের জন্ম। তাঁহার জন্মকোষ্ঠিতে বর্ণ লেখা ছিল ক্ষত্রিয়বর্ণ। একে ধনুরাশি তাহাতে ক্ষত্রিয়বর্ণ, বস্তুতঃ ধনুর্ধারী ক্ষত্রিয়ের ন্যায় তাঁহার জীবনে বিক্রম লক্ষিত হইত। তাঁহার কাব্যেও অনেক স্থলে ক্ষত্রিয়বিক্রমের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। হিত অর্থে মঙ্গল, তাঁহার জীবনে ও কার্য্যে সর্ব্বদা মঙ্গল ইচ্ছা প্রকাশ পাইত। "হিতম্মনোহারি চ দুর্ল্ভং বচঃ" হয়ত সময়ে সময়ে তাঁহার বাক্য হিতকারী হইলেও মনোহারী হইত না। আমি তাঁহার উদ্যোগ ও জীবনের কার্য্য আলোচনা করিয়া তাঁহার নামের সহিত কোন্ গ্রহের সম্বন্ধ তাহা বলিয়াছিলাম। দাদাকে বলিতাম "তোমার নাম মঙ্গলবাচক ; তোমার জীবনে ও কাব্যে মঙ্গলগ্রহ Marsএর প্রভাব যেন কতকটা পড়িয়াছে।" ক্ষত্রিয়গ্রহ Marsএর প্রভাবে যেন জীবনে যখন যেটী তিনি লক্ষ্য করিতেন, সহজেই সেই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইতেন। যেটী মনে করিতেন করিব, শত বাধাবিঘ্ন কাটিয়া তাহা সিদ্ধ করিতেন। ত্রিশূলের কোন কবিতায় তাই ক্ষাত্রবিক্রমের সহিত লিখিয়াছেন—

যেটা বল পারিব না
সেইটা আগে যাইব করিতে ;
তা' হইলে হারিব না
তা' হইলে কভু হবেনা মরিতে।

জ্যোতি কাকা Phrenology মস্তিষ্ক বিদ্যার সাহায্যে বালক হিতেন্দ্রের মাথা দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, কি তাঁহার গুরুজন, কি সমবয়স্ক পরিবারভুক্ত বালকগণ কাহারও মাথায় এত ডিগ্রী energy বা কার্য্য করিবার শক্তি লক্ষিত হয় নাই, অধিকাংশেরই ৩ বা ৩॥ ডিগ্রী energy ছিল কিন্তু হিতেন্দ্রের energy সকলের উপরে ৫ ডিগ্রী ছিল। এই ৫ ডিগ্রী অত্যধিক energy দেখিয়া জ্যোতিকাকা ইহাও বলিয়াছিলেন বুঝি বা এত energy বিক্ষিপ্ত হইয়া ধ্বংসোন্মুখ হইয়া পড়িবে।

হিতেন্দ্রনাথের উপবীত হয় ১২৯০ সালে যখন তাঁহার সতের বৎসর বয়স। হিতেন্দ্র, নীতীন্দ্র, সুধীন্দ্র, ক্ষিতীন্দ্র, বলেন্দ্র, ঋতেন্দ্র, সুরেন্দ্র ও জ্যোৎস্নানাথ পরিবারভুক্ত এই কয়জন বালকের উপনয়নের পর এক সঙ্গে দীক্ষা হয়। ইহাদের মধ্যে হিতেন্দ্রই সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। পিতামহদেব উপনয়নের পর কাহার কিরূপ জ্ঞান হইয়াছে দেখিবার জন্য আমাদের সকলকেই ধর্ম্মসংক্রান্ত এক একটী প্রবন্ধ লিখিতে আদেশ দিলেন। আমরা সকলেই লিখিলাম, কিন্তু হিতেন্দ্রের প্রবন্ধই সকলের অপেক্ষা ভাল হইয়াছিল বলিয়া মহর্ষি তাহা তত্ত্ববোধিনীতে ছাপাইতে আদেশ দিয়াছিলেন। ধর্ম্ম, ঈশ্বর ও পরকাল তৎরচিত এই তিনটী প্রবন্ধই তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি হিতেন্দ্রের বিবাহ হয় ন্যূনাধিক বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে—শতদল গ্রন্থ প্রকাশ করিবার পর। বিবাহকালে তাঁহার কেশকলাপ প্রলম্বিত ছিল। বিবাহরাত্রিতে বরযাত্রাকালে একটী বৃদ্ধা তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠিয়াছিল যে, "এ যে শিবঠাকুরের বিয়ে"। বস্তুতই তাঁহার গাম্ভীর্য্য ও প্রলম্বিত কেশকলাপে তাঁহার মুখমণ্ডল এমনি একটী ভাব ধারণ করিয়াছিল তাহাতে যেন শিবের মতই দেখাইতেছিল। হিতেন্দ্রনাথের এই বিবাহ আমাদের পরিবারের ইতিহাসে একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য

ঘটনা। স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী প্রতিভা দেবীর বিবাহের দ্বারা যেমন রাঢ়ীবারেন্দ্রের মিলন সাধিত হইয়া বঙ্গে এক পবিত্র যোগস্রোত প্রবাহিত হইল—গঙ্গাযমুনার সঙ্গম সাধিত হইল, সেইরূপ হিতেন্দ্রনাথের বিবাহের দ্বারাও যেন এক অন্তঃসলিলা স্রোতস্বিনী মিলিত হইয়া সমগ্র পরিবারকে সিক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। যখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার দ্বিতীয় কন্যার ব্রাহ্ম-অনুষ্ঠানপদ্ধতি অনুসারে বিবাহ দিলেন সে সময়ে তাঁহার পিতৃব্য গোষ্ঠীপতি রমানাথ ঠাকুরপ্রমুখ পরিবারভুক্ত অনেকে দেবেন্দ্রনাথের সে কার্য্যে যোগ দিতে পরাঙ্মুখ হইলেন। তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু নবীন ব্রাহ্মবিবাহ-অনুষ্ঠানপদ্ধতি অনুসারে বিবাহে যোগদান করিতে তাঁহারা সকলেই বিমুখ। সে সময়ে রাজা রমানাথ ঠাকুর গোষ্ঠীর মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, অন্যান্য আত্মীয়েরা তাঁহারই অনুসরণ করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ একাকী। সে অবধি দেবেন্দ্রপরিবার ও অন্যান্য ঠাকুর গোষ্ঠীর মধ্যে চলাচল ও নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ বন্ধ হইয়া গেল। তাহার অনেককাল পরে যখন সে সকল কথা কতকটা ইতিহাসে পরিণত হইয়াছে তখন স্বর্গীয় রমানাথ ঠাকুরের দৌহিত্র অমিয়নাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সরোজিনী দেবীর সহিত হিতেন্দ্রের বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। হিতেন্দ্রের সচ্চরিত্র ও সারল্য ও নানা গুণের সমাবেশ অমিয়-নাথকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। তাঁহার পরিবারের অনেক আত্মীয় স্বজনদিগের অমত সত্বেও আদি ব্রাহ্মসমাজের সংস্কৃত মতে তাঁহার কন্যার বিবাহ দিতে পশ্চাৎপদ হইলেন না। ইহাতে অমিয়নাথ কিছুদিনের জন্য যুথভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সে অবস্থায় তাঁহাকে বেশীদিন থাকিতে হয় নাই। কিয়ৎকাল মধ্যেই অমিয়নাথ তাঁহার পুত্রদিগের বিবাহ মহামনা কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের দৌহিত্রীদিগের সহিত ঠিক করিয়া ফেলিলেন। স্বর্গীয় কালীকৃষ্ণ ঠাকুর উদারচেতা ছিলেন। তিনি দেবেন্দ্রনাথের কার্য্যকলাপ শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্তে দেখিতেন তিনি দেবেন্দ্রনাথকে যথোচিত ভক্তি করিতেন। স্বর্গীয় কালীকৃষ্ণ ঠাকুর তাঁহাকে স্বদলে গ্রহণ করাতে বিরোধী দলের লোকেরা সকলেই শেষে অমিয়নাথকে সমাদর পূর্ব্বক ডাকিতে লাগিলেন। এইরূপে হিতেন্দ্রনাথের বিবাহ পরিবারের মধ্যে এক মহামিলন সাধন করিল।

হিতেন্দ্রের বিবাহের পর হইতে ঠাকুর গোষ্ঠীর মধ্যে আদি ব্রাহ্মসমাজের সংস্কৃত হিন্দু অনুষ্ঠান ও হিন্দুদিগের প্রচলিত অনুষ্ঠান উভয়ই চলিতে লাগিল, তাহাতে আর কাহারও আপত্তি রহিল না।

পিতৃদেবের জীবিতকালে হিতেন্দ্রনাথের শিক্ষা হয় প্রধানতঃ সংস্কৃত কালেজে, পরে চতুর্থ শ্রেণী হইতে তৃতীয় শ্রেণীতে উঠিলে তিনি St. Xavier collegeএ প্রেরিত হয়েন। St. Xavier collegeএ তিনি বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার অতিরিক্ত ফাদার শাইটের নিকট গ্রীক ও জর্ম্মন ভাষা শিক্ষা করিতেন। এতদ্ভিন্ন সপ্তাহের কয়েকদিন ফাদার হিপ এর নিকট ইংরাজী বাজনা ও চিত্রাঙ্কন শিক্ষা করিতেন। ফাদার শাইট তাঁহাকে বলিতেন—"তুমি কি করিতেছ একেবারে এত বিষয় লইয়াছ, তুমি যে মারা যাইবে।" শাইটের সঙ্গে পাঠের সময়ে বালক হিতেন্দ্রের ভাষাতত্ত্ব লইয়া প্রায়ই তর্কবিতর্ক ও আলোচনা হইত। শাইট বলিতেন সংস্কৃত, লাটিন, জর্ম্মন এই সকল ভাষার মধ্যে ভ্রাতাভগ্নীর সম্বন্ধ—উহারা এক পিতৃ-আর্য্য-ভাষার সন্তান। দাদা তাহা স্বীকার করিতেন না, যথাসাধ্য প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া বলিতেন যে "তাহা নয়—সংস্কৃতই সকল আর্য্যভাষার মূলভাষা তাহার সন্তান সন্ততি হইতেছে লাটিন, জর্ম্মন ইত্যাদি।" ফাদার শাইট বালকের সহিত এই সকল গুরুতর বিষয়ের আলোচনায় বিরক্ত হওয়া দূরে থাক বড়ই তৃপ্ত হইতেন। শাইটের সংস্কৃত ভাষায় অত্যন্ত আসক্তি দেখিয়া পিতৃদেব তাঁহাকে দাদার হাত দিয়া একখানি মূল্যবান জর্ম্মণ ভাষায় লিখিত সংস্কৃত ব্যাকরণ উপহার পাঠাইয়া দেন। শাইট সেই গ্রন্থটী পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন।

St. Xavier College এর অধ্যক্ষ বা অধ্যাপকেরা সকলেই হিতেন্দ্র-নাথকে ভাল বাসিতেন ও তাঁহার গুণে ও সারল্যে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার সহপাঠী কতকগুলি ইউরেশিয় ফিরিঙ্গির গাত্রজ্বালা হইয়াছিল। একদিন বেলা ৪টার সময় ইস্কুল ছুটির পরে সেই ফিরিঙ্গিরা বিনা কারণে দশ বার জনে মিলিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল এবং গুপ্তভাবে আসিয়া সহসা পৃষ্ঠে মুষ্ট্যাঘাত বর্ষণ করিতে লাগিল। তিনি তাহাতে বিস্ময়ে ও ক্রোধে অভিভূত হইয়া একটী ফিরিঙ্গিকে জাপটাইয়া ধরিলেন। তখন

তাহারা উল্টা চাপ দিয়া বলিতে লাগিল যে 'আজ আমরা রেক্টরকে বলিয়া দিব যে তুমি আমাদের মারিয়াছ।' তখন তিনি ফিরিঙ্গিবৎসকে ধরিয়া বলিলেন 'আর আমি ছাড়িতেছি না আমিও তোমাদের নামে নালিশ করিব।' তখন তাহারা বেগতিক দেখিয়া ভীতচিত্তে বলিতে লাগিল—'ঠাকুর আমি তোমাকে মারিয়াছি?' 'আমি তোমাকে মারি নাই', 'উহাকে ছাড়িয়া দাও', 'ও আর এরূপ করিবে না,' ইত্যাদি। তখন হিতেন্দ্রনাথ ফিরিঙ্গী-যুবকদিগের ঐরূপ বিনম্র ভাব দেখিয়া সেই বালকটীকে ছাড়িয়া দিলেন। তারপরে যেমন একটী ডাকাত ধরা পড়িলে অন্যান্য ডাকাতরা পলায়ন করে তাহারাও সেইরূপ কে কোথায় পলাইয়া গেল। হিতেন্দ্রনাথ সবলকায় ছিলেন; তাঁহার মাংসপেশীতে রীতিমত বল ছিল। বাড়ীর সকল ছেলেদের মধ্যে তাঁহাকে দেখিলেই লোকে বলিত হিতেন্দ্রই অনেকটা তাঁহার বাপের মত হইয়াছে। পশ্চিমী পালোয়ান ব্রজলালের কাছে আমাদের তিন ভাইয়ের পিতৃ-আজ্ঞানুসারে ভোর ৪টার সময় কুস্তী করিতে যাইতে হইত, আমরা কিন্তু কোন প্রকারে পিতৃ-আজ্ঞা রক্ষা করিয়া চলিয়া আসিতাম, কিন্তু হিতেন্দ্রনাথই প্রাণের সহিত কুস্তী করিতে যাইতেন; কুস্তীর যত প্যাঁচ ও কৌশল আছে শীঘ্রই সকলই আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন। হিতেন্দ্রনাথ ও অরুণেন্দ্র এই দুইজনই বাড়ীর ছেলেদের মধ্যে সবলকায় ও কুস্তী লড়িতে বিশেষ পটু ছিলেন।

মাসিক পত্রে তিনি সর্ব্বপ্রথম আবির্ভূত হয়েন "অষ্ট্রেলিয়া" লইয়া। তাঁহার অষ্ট্রেলিয়া প্রবন্ধ প্রায় ৩।৪ মাস ধরিয়া ধারাবাহিক ভাবে আর্য্যদর্শনে প্রকাশিত হয়। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম মাত্র ১৫ বৎসর। 'অষ্ট্রেলিয়া'র সরল ভাষা ও সরল বর্ণনা দেখিয়া সে সময়ে সকল কৃতবিদ্য ব্যক্তি তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। আর্য্যদর্শনে প্রকাশ হইবার ১৫ দিন পূর্ব্বে পিতৃদেব হেমেন্দ্রনাথ স্বর্গগত হয়েন। সে সময়ে পিতৃহীন বালক হিতেন্দ্রনাথ ও তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়ের স্কন্ধে বলিতে গেলে সংসারের সকল ভার পড়িল—আটটী ভগ্নীর উপযুক্ত শিক্ষা ও যথোচিত পাত্রে তাহাদের বিবাহ দেওয়া এই এক মহা কর্ত্তব্যরূপ গুরুভার তাঁহাদিগের স্কন্ধে আসিয়া পড়িল। সংসারের সকলেই নিজ নিজ স্বার্থের চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত। হেমেন্দ্র নাথের

পরলোকগমনে সন্তানেরা পিতৃহীন হইয়া এক মহাসঙ্কট অবস্থায় পড়িল—কেহ তাহাদের দেখিবার নাই। পিতৃকর্ত্তব্য পালনে যে কষ্ট সহ্য, যে তপস্যা করিতে হইয়াছে তাহা বলিবার নয়। অবশ্য প্রাক্তন কর্ম্মফল স্বীকার করিলে বলিতে হয় যে তাহাদেরই কর্ম্মফলে তাহারা শৈশবে পিতৃহারা হইয়াছিল। ঈশ্বর যাহা করেন মঙ্গলের জন্য। হয়ত কোন মহান শুভ উদ্দেশে এই অগ্নি-পরীক্ষার মধ্যে এই নাবালক পুত্রগণকে ফেলিয়াছিলেন।

প্রতিভা সাধারণের অনুসরণ করে না—প্রতিভা একটা নূতন কিছু করিতে চায়; জীবনের শেষ পর্য্যন্ত হিতেন্দ্রনাথের নূতনত্বের দিকে লক্ষ্য ছিল। যাহা কিছু করিবেন দেশে একটা নূতন কিছু করিয়া যাইবেন—যাহার জন্য বঙ্গদেশ জগতের ইতিহাসে অক্ষয় নাম খোদিত করিয়া যাইতে পারে। তাঁহার জীবনের দু একটী ঘটনার উল্লেখ করিলেই আমাদের কথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে। বঙ্গীয় মাসিকপত্রে রংএর ছবি বাহির হইত না। সর্ব্বপ্রথমে পুণ্য মাসিক পত্রে হিতেন্দ্রনাথই নিজ চেষ্টায় রং দেওয়া ছবি বাহির করেন। তাই পুণ্যের সমালোচনায় তৎকালের Education Gazette বলিয়াছিলেন "রং দেওয়া ছবি নূতন ধরণের"। প্রথম দুই এক সংখ্যায় ৫০০ খণ্ড চিত্র তুলিকাদ্বারা রংএ চিত্রিত করেন, পরে দেখিলেন যে এরূপ রঞ্জিত চিত্র মাসিকপত্রে প্রকাশ করা অনেক সময় ও শ্রমসাপেক্ষ। তখন তিনি মনে মনে স্থির করিলেন ক্রোমোলিথোর সাহায্যে করিলে সহজেই কার্য্য সিদ্ধ হইবে। কিন্তু তখন তিনি ক্রোমোলিথোর কোনই ধার ধারিতেন না। ক্রোমোলিথো শিখিবার জন্য Art Schoolএ ভর্ত্তি হইলেন, সে সময়ে Havell সাহেব প্রিন্সিপাল পদে অধিষ্ঠিত। স্কুলের নিয়মাবলীতে ক্রোমোলিথো, ফোটো তোলা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল কিন্তু তাহা কখনও কার্য্যে পরিণত হয় নাই। বিশেষতঃ হ্যাবেল সাহেব আসিবার পর স্কুলের পূর্ব্বনিয়মা-বলী আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। মিঃ হ্যাবেলের মত পরিবর্ত্তনে painting classও নখদন্তহীন হইয়া পড়িল। সকল ছাত্রেরা চিত্রাঙ্কনের এইরূপ মৃতাবস্থা দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়া পড়িয়াছে। হিতেন্দ্রনাথ ইহাতে বিফলমনোরথ হইয়া স্কুল ছাড়িয়া দিলেন, এবং বাড়ীতে ক্রোমোলিথোর পুস্তকের সাহায্যে নিজে পাথর আনিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে কৃতকার্য্য

হইলে "পুণ্য" মাসিক পত্রে ক্রমান্বয়ে অনেকগুলি ক্রোমোলিথো চিত্র বাহির করিতে লাগিলেন। সে সময়ে একখানি মাসিক পত্রেও এরূপ সুন্দর রঙ্গিন ছবি বাহির হয় নাই, বর্ত্তমান কালে তিন বর্ণের process block ছবির সাহায্যে রঙ্গিল ছবি বাহির করা সহজসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। যে সময়ে অন্যান্য আর্টিষ্ট বা শিল্পীরা বলিতে সুরু করিয়াছেন যে এদেশে প্রায়ই ক্রোমোলিথো চিত্র হয় না বা হইতে পারে না, সে সময়ে হিতেন্দ্রনাথ কার্য্যের দ্বারা দেখাইয়া দিলেন যে এই দেশে থাকিয়া নিজের যত্ন চেষ্টার বলে উৎকৃষ্ট ক্রোমোলিথো চিত্র উৎপাদন করা যাইতে পারে। এ উদ্যোগ স্বদেশী উদ্যোগের বহু পূর্ব্বে।

আর দুই একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমরা উপসংহার করিব। হ্যাবেল সাহেবের শুভাগমনের পূর্ব্বে যখন লক ও জবিন্স প্রমুখ সাহেবেরা প্রিন্সিপাল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তখন শেডিংএর (Shading) শ্রেণীতে যে সকল সাধারণ চিত্র ছাত্রেরা অঙ্কিত করিত সেগুলি দক্ষতার সহিত শেড মিলাইয়া আঁকিতে পারিলে তাহারা পাশ হইত। কিন্তু হিতেন্দ্রনাথ শেডিং এর ক্লাসে উঠিয়াই অধ্যক্ষকে বলিলেন গ্রীসীয় 'Laocoon' এর চিত্রটী অঙ্কিত করিব। যাহা চিরকাল সকলে অঙ্কিত করিয়া আসিতেছে হিতেন্দ্রনাথ তদপেক্ষা অনেক জটিল ও বৃহৎ চিত্রটী আঁকিবার জন্য নূতন পথে গমন করিলেন, ইতিপূর্ব্বে কখনও কেহ তাহা করে নাই। সকল ছাত্রেরা তাহাতে বিরক্ত হইল। তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল যে, 'ঠাকুর Laocoon এর ছবি নিচ্ছেন, নিন্ না কেন কেমন পারেন দেখিব।' কিন্তু হিতেন্দ্র অতি সুচারুরূপে তাহাতে কৃতকার্য্য হইলে সকলে বিস্মিত হইল। সেই চিত্রটী আদর্শরূপে কপি করিবার জন্য স্কুলে জবিন্স সাহেব রাখিয়াছিলেন। পূর্ব্বে এইরূপ নিয়ম ছিল যে ছাত্রদের হস্তাঙ্কিত ছবি সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইলে সেইগুলি স্কুলে আদর্শরূপে রক্ষিত হইত, হ্যাবেল সাহেব আসিয়া সে প্রথা উঠাইয়া দিলেন; ফলে সেই আদর্শ চিত্রগুলি কতক নষ্ট করা হইল এবং কতক কে কোথায় লইয়া গেল। ইহাতে কত ছাত্রের যে পরিশ্রম পণ্ড হইল তাহা ঈশ্বরই জানেন।

নিম্নে আরেকটী ঘটনার উল্লেখ করি—

একবার মহামান্য নাটোরাধিপতি মহারাজ জগদিন্দ্রনাথের সঙ্গে হিতেন্দ্র-

নাথ পশ্চিম ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। মহারাজা জগদিন্দ্র তাঁহাকে সোদর ভ্রাতার মত ভালবাসিতেন, হিতেন্দ্রের সরলতার গুণেই তিনি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। যখন রেল আসিয়া কাশীর ওপারে উপস্থিত হইল তখন এই এক বিষয় আলোচনার জন্য সহযাত্রীদিগের মধ্যে একজন উত্থাপিত করিলেন, যে ব্যাসকাশীতে মরিলে গাধা হয় একথা বলে কেন? হিতেন্দ্রনাথ ইহার চারি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে হইতে 'গাজীপুর ও গাধিপুর' শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধে ইহার রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিলেন। হিতেন্দ্রনাথ যুক্তিপ্রদর্শন পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ বলিলেন, 'ইহা বিশ্বামিত্রের কাশী, বিশ্বামিত্রের আরেক নাম। গাধিসুত। শিবের কাশীতে মরিলে যেমন শিব হয় তেমনি গাধিসুতের কাশীতে মরিলে গাধিত্ব প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ বিশ্বামিত্রের কাশী বা বিশ্বকাশীর অপভ্রংশ হইয়া ব্যাসকাশীর এবং গাধি হইতে গাধার উৎপত্তি।' ইহা শুনিয়া মহারাজা প্রমুখ কৃতবিদ্য সহযাত্রীরা সকলেই তাঁহার ঐতিহাসিক গবেষণার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না এবং তাঁহার নূতন মতের সমর্থন করিতে লাগিলেন। ইহার পর অনেক দিন পর্য্যন্ত মহারাজা জগদিন্দ্রপ্রমুখ বন্ধুগণ তাঁহার 'গাজীপুর ও গাধিপুর' কবে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে সময়ে সময়ে তাহার সন্ধান লইতেন।

হিতেন্দ্রনাথ ১৩১৫ সালের ২১ বৈশাখে ৪১ বৎসর বয়সে জীবনের মধ্যাহ্নে পরলোকগমন করিয়াছেন কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যে তিনি বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গদেশের জন্য বড় কম করিয়া যান নাই। এই সংক্ষিপ্ত জীবনীতে সকল কথার আলোচনা অসম্ভব। মোটের উপরে এইটুকু দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছি যে কি সঙ্গীতে, কি সাহিত্যে, কি চিত্রে তিনি প্রতিভাবলে বঙ্গদেশকে অনেক বিষয়ে আলোকিত করিয়া গিয়াছেন. তিনি অনেক বিষয়ে নূতন পথ কাটিয়া সেই পথে সকলের যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। যে সকল প্রতিভাশালী মহারথগণের শুভ উদয়ে আজি বঙ্গদেশ ধন্য হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে হিতেন্দ্রনাথ অন্যতম। এই সকল মহাত্মাগণের স্বর্গীয়কিরণে বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল হইয়া অচিরে দিব্য আকার ধারণ করিবে সন্দেহ নাই।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সূচী পত্র

বিষয়।			পৃষ্ঠা।
সরস্বতী বন্দনা	...	...	১
ধর্ম্মের বল	...	...	৩
কামার	...	...	৩
কার এ কুটীর	...	...	৪
গঙ্গাবক্ষে	...	...	৫
চক্রবাকের প্রেম	...	...	৭
দেবীপ্রতিমা	...	...	৭
নদীতীরস্থ কাননে	...	...	৮
পার্ব্বতীয় পুরুষ	...	...	১১
রণক্ষেত্রে পৃথ্বীরাজ	...	...	১২
শরৎকাল	...	...	১৩
সান্ধ্য-স্বপ্ন	...	...	১৪
শান্তি	...	...	১৫
শিবের প্রতি	...	...	১৬
অতীতের স্বপ্ন	...	...	১৬
কেটে গেল বেলা	...	...	১৮
গৃহীর আশ্রম	...	...	১৮
মাঠে নিশীথ-চিত্র	...	...	১৯
শোরিমিয়া	...	...	২০
শ্যামাপূজা	...	...	২১
কল্যাণ প্রার্থনা	...	...	২২
মোক্ষ	...	...	২৩
রঞ্জনী	...	...	২৪

বাসনা	...	...	২৫
সখা	...	...	২৬
ঘুমঘোর	...	...	২৮
থাক কোথায়	...	...	৩০
একটী পোড়ো ঘাটের প্রতি	...	...	৩১
কল্লোলিনী	...	...	৩২
হাসি	...	...	৩৪
ঝাউবন	...	...	৩৫
ছুটীতে	...	...	৩৭
আরণ্য পাখীর বিষাদ-গীত	...	...	৩৯
তুমি	...	...	৪২
কোমলতা	...	...	৪৩
গঙ্গাযাত্রী	...	...	৪৫
সুন্দরী	...	...	৪৯
সন্ধ্যায়	...	...	৫১
মরম বাঁশরী	...	...	৫৩
বিজনে	...	...	৫৫
নূতন	...	...	৫৭
কানন-বালা	...	...	৫৯
উদাস পরাণ	...	...	৬২
আমার প্রতিবিম্ব	...	...	৬৪
তুমি কি বুঝিবে	...	...	৬৫
ক্ষমা	...	...	৬৫
জড়তা	...	...	৬৭
বসে' থাকিবার নয়	...	...	৬৮
মৌনব্রত	...	...	৬৯
বিচার	...	...	৭১
অর্পণ	...	...	৭২

ছায়া	...	...	৭৩
ওপারে	...	...	৭৫
গিরিপথে	...	...	৭৭
ভগ্ন মন্দির	...	...	৭৮
হাসি ও গান	...	...	৮০
ভাসান	...	...	৮১
নিরাশা	...	...	৮৩
এসো	...	...	৮৪
বিলাপ	...	...	৮৫
নিশীথে নদীতীরে	...	...	৮৭
কাহারে	...	...	৮৯
মধুপ ও ফুল	...	...	৯১
মিলন	...	...	৯৩
পথিক	...	...	৯৪
হতাশ পরাণ	...	...	৯৬
ত্রিকালজ্ঞ	...	...	৯৬
দিওনা বাধা	...	...	৮
জগতে আমি	...	...	৯৯
আপনার ছন্দে	...	...	৯৯
বিজনত্ব	...	...	১০১
রামায়ণ গান	...	...	১০১
খেলা	...	...	১০২
দারিদ্র্য	...	...	১০৪
আশা	...	...	১০৫
অশ্রুজল	...	...	১০৭
দিব্যলোক	...	...	১০৯
উদাসী	...	...	১১১
কমলিনী	..	..	১১২

স্মৃতিসুখ ১১৩
শ্মশান ১১৪
কোথা তারা ১১৫
বাণী ১১৬
মন্দাকিনী-যোগ ১১৭
নব বসন্তে ১১৮
রমণী ১১৯
হোম ১২১
সন্ধ্যা-আহ্নিক ১২২
গিরিমাঝে ১২৩
শৈশব ও যৌবন ১২৬
অন্তর্দ্ধান ১২৭
বটের ছায়ায় ১২৮
ঋতুরাজ ১২৯
দুই পক্ষ ১৩০
প্রেমদান ১৩১
পথিক ১৩২
ভয় কেন ১৩৩
নিশিশেষে উত্থান ১৩৪
চন্দ্রগ্রহণ ১৩৫
সে—মুখ নাই ১৩৭
নিশীথে ১৩৮
খেদ ১৩৯
প্রণয়ের অনুনয় ১৪১
পার্ব্বতীর তপস্যা ১৪১
ইন্দ্র ও কন্দর্প ১৪২
কি আবেশ ১৪৩
গৃহস্থ সন্ন্যাসী ১৪৪

দীর্ঘপথ	...	...	১৪৪
হতাশা	...	...	১৪৬
অঙ্ক কষা	...	...	১৪৮
শান্তিদাতা হরি	...	...	১৪৯
বরযাত্রা	...	...	১৪৯
বিলম্ব না	...	...	১৫০
পুর্ণিমায়	...	...	১৫২
মাঝি ও দাঁড়ি	...	..	১৫৩
শিবরাত্রি পালন	...	...	১৫৩
শিবরাত্রিতে হরিবোল	...	...	১৫৪
সাহিত্য-সাধন	...	...	১৫৫
পল্লীগ্রাম	...	...	১৫৬
পাহাড়ি কাঠুরিয়া	...	..	১৫৮
অতুলনা	...	...	১৫৮
সতী	...	...	১৫৯
ভিক্ষুকের খেদ	...	...	১৬০
কাহারে (একটী চিত্র)	...	...	১৬২
ব্রতসাধন	...	...	১৬৩
সেবাব্রত	...	...	১৬৪
তোমারে কি ভালবাসি	...	...	১৬৬
হর্ষ শোক	...	...	১৬৬
গতি-বিজ্ঞান	..	...	১৬৮
অসামর্থ্য	...	...	১৬৯
অতনু	...	...	১৭০
আজি সন্ধ্যাবেলা	...	...	১৭২
মিথ্যা সংশয়	...	...	১৭২
শীকারীর অশ্ব	...	...	১৭৩
গঙ্গাতীরে গান	...	...	১৭৪

লালসা	...	...	১৭৫
আত্মা ও মন	...	...	১৭৬
স্মৃতি	...	...	১৭৯
পরদ্রব্যে লোভ	...	...	১৭৯
দয়াল মহেশ	...	...	১৮০
প্রান্তরে একা	...	...	১৮১
বাজে কথা	...	...	১৮৩
মোহগ্রস্ত মন ও আত্মার বাণী	...	...	১৮৪
কানাকানি	...	...	১৮৭
বড় ও ছোট	...	...	১৮৮
ঝিলের ধারে	...	...	১৮৯
করিবই শেষ	...	...	১৯০
আমি	...	...	১৯১
সাহস	...	...	১৯২
গ্রীষ্ম ও শীত	...	...	১৯২
ফুলবনে	...	...	১৯৪
পল্লী-দৃশ্য	...	...	১৯৪
ফুল	...	...	১৯৫
আমি কি গো কিছুই না	...	...	১৯৬
তুমি মোর চির-স্বামী	...	...	১৯৮
কারো যেন হইনা অধীন	...	...	১৯৯
অনন্তের পুথি	...	...	২০০
পড়ি তাঁর কোলে	...	...	২০১
নেশা	...	...	২০২
কোলাহল	...	...	২০৩
কথা কহা	...	...	২০৪
আমুকনা	...	...	২০৫
বেশী কথা কহিব না	...	...	২০৫

আশা ২০৬
পার্ব্বতীর প্রতি ছদ্মবেশী মহাদেবের উক্তি ... ২০৭
পার্ব্বতীর সখিদের কথা ২০৭
ঝটিকা রাক্ষসী ২০৮
কত দিন দেখিয়াছি ২১১
রমণীর নেত্র ২১১
কূপ-মণ্ডূক ২১২
বালিকা সরল ২১৩
অবোধতা ২১৫
ধ্যান ব্যাকুলতা ২১৬
জীবন সংগ্রাম ২১৭
শীকারীর প্রতি ২১৮
সত্যের আলোক ২১৯
মিলন উচ্ছ্বাস ২২০
একঘরে ২২০
সত্য ২২২
ভালবাসা ২২৩
বরষা ২২৪
মা ২২৫
শক্তি ২২৬
ভণ্ড ২২৭
বৈরাগ্য ২২৯
সুন্দর ২২৯
তাঁহার আমি ২৩০
নদী কুলে ২৩১
সেথা যাই ২৩৩
বুলবুলি ২৩৫
কি দশা হবে ২৩৬

ঝটিকায়	... ...	২৩৮
বনে	... ...	২৩৯
ফুলরাণী	... ...	২৪০
সন্ধ্যার মাধুরী	... ...	২৪১
দুদিনের তরে	... ...	২৪১
শিবরাত্রে তপস্যা	... ...	২৪২
বৃথা কাল কাটে	... ...	২৪৩
কোথাকার যাত্রী	... ...	২৪৪
আকাশবাণী	... ...	২৪৪
নিরহঙ্কারী	... ...	২৪৫
কারে খুঁজিতেছ	... ...	২৪৬
কাতর হইয়া ডাকি	... ...	২৪৭
রমণী	... ...	২৪৭
প্রকৃতির শোভা	... ...	২৪৮
পরমার্থ	... ...	২৪৯
উৎসব	... ...	২৫০
কালক্ষেপ	... ...	২৫০
হেয়জ্ঞান	... ...	২৫১
হরিনাম	... ...	২৫২
ভরসা	... ...	২৫৩
স্তব	... ...	২৫৩
চরণ	... ...	২৫৪
ছবি	... ...	২৫৫
সংশয়	... ...	২৫৫
দয়াময় নাম	... ...	২৫৭
বাজিছে বাদল	... ...	২৫৮
দয়া ভিক্ষা	... ...	২৫৯
ক্ষমাই আশ্চর্য্য ক্ষমতা	... ...	২৬১

বনে	...	...	৬২২
যোগী	...	...	২৬২
শ্রম চাই	...	...	২৬৩
দমন	...	...	২৬৪
পুণ্য নাম	...	...	২৬৫
অর্থ	...	...	২৬৬
কার নাম	...	...	২৬৬
এক দিনে	...	...	২৬৭
সহজ ভাব	...	...	২৬৮
মুখখানি তার	...	...	২৬৯
হতাশ	...	...	২৭০
সৌন্দর্য্য	...	...	২৭১
যাও সব খেটে	...	...	২৭১
জাগাও	...	...	২৭৩
কদম্ব তলে	...	...	২৭৩
আর নয়	...	...	২৭৪
একবার দেখা দাও	...	...	২৭৫
কোথা বাঙ্গালীর প্রাণ	...	...	২৭৭
কি কথা	...	...	২৭৮
ভাব এই বেলা	...	...	২৭৯
বড় সুমধুর	...	...	২৭৯
হয়েছে কি ?	...	...	২৮০
কেন লইনা তোমার কোল ?	...	...	২৮১
কাজ	...	...	২৮২
কোথায় জননী তুমি	...	...	২৮৩
মেঘের অভিষেক	...	...	২৮৪
একান্ন	...	...	২৮৬
ঘন ঘোর ঘটা	...	...	২৮৭

ঘুম তাড়াও	...	...	২৮৮
গাহ গান	...	...	২৮৯
সব পা এক ঠাঁই	...	...	২৯০
তেহি নো দিবসা গতাঃ	...	...	২৯০
কঠোর ব্রত	...	...	২৯২
কে আসিবে এস	...	...	২৯৩
কোন প্রাণে দেখাইব মুখ	...	...	২৯৪
হৃদয়ের বাণী	...	...	২৯৫
অবাধা	...	...	২৯৬
আনন্দ দুয়ার	...	...	২৯৭
তোমরা করিছ কি ?	...	...	২৯৭
গুপ্ত মিলন	...	...	২৯৯
এ গান কোথা হতে শিখেছ ?	...	...	৩০০
গুপ্ত কথা	...	...	৩০১
কোথায় কে আছে	...	...	৩০২
প্রেম	...	...	৩০৩
কোন ফুলে লব তুলে	...	...	৩০৪
পরিচিত সুর	...	...	৩০৪
পরিপাক	...	...	৩০৫
জল যাত্রা	...	...	৩০৬
কে কোথা কোথায়	...	...	৩০৮
মিথ্যায় ভয়	...	...	৩০৯
কিছু ভয় করিও না	...	...	৩১০
কিছুতেই হারিব না	...	...	৩১১
কোন কথা কহিতে চাহি না	...	...	৩১২
ধ্যানবল	...	...	৩১৩
অভিমান	...	...	৩১৪
অসীমের মেলা	...	...	৩১৫

ঐক্যতান	...	...	৩১৬
প্রার্থনা	...	...	৩১৬
গোয়াল পাড়া	...	...	৩১৭
নিশীথ মাধুরী	...	...	৩২০
পথিক	...	...	৩২৩
ফটিক জল	...	...	৩২৪
ক্ষমা কর প্রভু	...	...	৩২৫
ঘাটে	...	...	৩২৬
পথে	...	...	৩২৮
ফুল ও মধুপ	...	...	৩২৯
বিরহীর খেদ	...	...	৩৩০
সামান্য ভাব	...	...	৩৩১
বীতরাগ	...	...	৩৩২
মুটে	...	...	৩৩২
সদারঙ্গ	...	...	৩৩৩
স্মরণ	...	...	৩৩৪
চতুর্দ্দশী	...	...	৩৩৫
কমল আঁখি	...	...	৩৩৫
মদ্যপায়ীর আক্ষেপ	...	...	৩৩৬
এণেক্ষণা	...	...	৩৩৭
সতীত্ব-মাধুরী	...	...	৩৩৮
তোমারে কি ব্যথা দিতে পারি	...	...	৩৩৮
আনন্দ	...	...	৩৪১
শুভ বুদ্ধির তরে প্রার্থনা	...	...	৩৪২
সার দৃশ্য	...	...	৩৪২
নববর্ষ	...	...	৩৪৩
হাস্নুহানা	...	...	৩৪৪
দিব্য লেখা	...	...	৩৪৫

কে	...	...	৩৪৫
জীবন কুসুম	...	...	৩৪৭
কেন	...	...	৩৪৯
মথুরায়	...	...	৩৫০
বিরহের গান	...	...	৩৫১
একা	...	...	৩৫২
প্রেম	...	...	৩৫২

হিত-গ্রন্থাবলী।

সরস্বতী বন্দনা

এস মা গো বীণাপাণি
এস একবার,
বস' আমার রচিত
শতদল আচ্ছাদিত
মধুর আসন পরে,
যাবে দুখ্ আমার
মানসের সরোবরে
ফুটিয়াছে স্তরে স্তরে
রাশি শতদল ;—
রচেছি যতন করে
ধীরে ধীরে তব তরে
আসন অমল।
ভানুর মুকুট পরি'
কনক বসন পরি'
বীণা হাতে নিয়া,
এস শতদল পরি'
বস' তুমি কৃপা করি'
মধু ঝঙ্কারিয়া।

তুমিই করুণা করি'
মোর হাতে ধীরে ধরি'
শুভ পরিণয়
দিয়াছ কবিতা সনে ;
তোমা হ'তে হীনজনে
পেয়েছে অভয়।
মোহিনী মূরতি তব
হৃদয়েতে অভিনব
যবে নাহি জাগে,
তরুণ আলোকরাশি
নিভে যায়—শুভ্রহাসি,
দেখি আঁধা আগে
এস মা এস মা ধীরে,
ভাসিতেছি আঁখিনীরে,
চাহি দরশন।
শুভ্র শতদল দিয়ে
রচিয়াছি মোর হিয়ে
মধুর আসন।
এস মা এস মা তুমি
হেরিব তোমায় নমি
জুড়াব জীবন ;
বীণাটী বাজালে পরে
ঝঙ্কারিবে মধুস্বরে
অনন্ত গগন।

ধর্ম্মের বল।

চারিধারে শুনি ওই গভীর প্রেমের গান,
জীবন্ত ধর্ম্মের বল লইয়া উদার প্রাণ
জগতের নরনারী তাঁরে আরাধনা করে ;
সকল সমাজ জাগে তাঁহারি কোলের পরে।
শোনো শোনো জনগণ চলিয়াছ কোথা সব
জাগাইতে চরাচরে স্বদেশের গৌরব.
ভেঙে ফেল কর দূর মলিনতা অন্ধকার,
অনন্ত আকাশতলে হোক্ চিত্ত একাকার,
পরব্রহ্ম একলক্ষ্য গান কর দেশে দেশে,
রহিতে হবে না আর—আর এ মলিন বেশে ;
তখন বুঝিবে বিশ্বে প্রাণে প্রাণে কি অভেদ,
তখন হিমাদ্রি মাঝে আবার ধ্বনিবে বেদ ;—
আবার উঠিবে ঋষি ভারতের নদীসিন্ধু
দেখিবে জাগিবে কিনা ভারতের এই হিন্দু।

কামার।

একদিন ছিল বটে এ সব আমার,
ছিল ছিল কি হইবে, এখন তো নাই—
এখন গিয়াছে সব ;   হয়েছি কামার,
লৌহ অগ্নি ল'য়ে প্রাণে পিটাই সদাই।
পিটায়ে পিটায়ে করি পরাণ ইস্পাত
সহিতে বিপ্লব ঘোর জগতের মাঝে,

অগ্নিফিনৃকি ঝরে যেন,—জ্বলন্ত শিশ্‌পাত্‌;
প্রাণে নব বল পাই নব দীপ্তি রাজে।
উঠিরে বলিষ্ঠ হয়ে যেন রে দানব,
সাথে, দিব্য প্রতিভায় হই প্রতিভাত ;—
সুরাসুর বাঁধি সুরে হইয়া মানব,
জাগেরে বর্ত্তমানের জীবন প্রভাত।
একদিন ছিল বলে কেন করি ক্ষোভ
এ জীবনে সে অতীতের কেন করি লোভ।

কার এ কুটীর।

উপবন হ'য়ে গেছে অরণ্য সমান,
লোকজন কেহ নাই, কার এ কুটীর ?
চৌদিক নিস্তব্ধ যেন বিজন শ্মশান ;
অদূরে কোথায় ওই ডাকিছে টিটীর ;—
শুনি তাহা কি ঔদাস্য প্রাণে উঠে জাগি ;
কাঁদিছে পবন সদা যেন কার লাগি।
সুন্দর কুটীরখানি ! কুটীর এ কার ?
বিরলে বিরহে যেন করে হাহাকার।
চারিদিকে গাছপালা তরু গুল্ম লতা,
তার মাঝে আছিল কে কোন্‌ কোমলতা ;—
একেলা গিয়াছে ফেলি, দশা তাই এই,
শ্রবণে আসিছে ধ্বনি যেন নেই নেই—
অতীতের স্বপ্নরেখা অনন্তের তান—
কুটীরের প্রাণখানি শূন্য অবসান।

গঙ্গাবক্ষে।

(হেমন্তে)

১

বসিয়া আছি নৌকায়,
ওপারে গঙ্গাতীরে জ্বলে চিতা ঘোর,
ওপারে গ্রামের মাঝে ডাকে শিবাদল ;—
চেয়ে দেখি তারকায়,
ঔদাস্য বহিয়া যায় মনোমাঝে মোর—
বিস্তৃত পড়িয়া আছে জাহ্নবীর জল।

২

প'ড়েছে হেমন্ত মাস,
কি এক কুয়াসাময় হ'য়েছে আকাশ,
এপারে বালির চর, ওপারে কাছাড়
ভাঙ্গা, উচ্চ চারিপাশ,
দূরে তরণীতে দীপ পাইছে প্রকাশ,
কাছে দুফকটী তরী ব'য়ে যায় দাঁড়।

৩

গেল চ'লে কতদূর,
মাঝি ছেড়ে দিল তান, আসে মৃদু সুর—
তাহাই মাধুরী হ'য়ে ছাইল হৃদয় ;
জোয়ারেতে ভরপূর,
কলকল উর্ম্মিরাশি খেলিছে মধুর,—
পূরবে পূর্ণিমা চাঁদ হ'য়েছে উদয়।

৪

আকাশে কি এক বাণী
শুনি শান্ত অনাহত গভীর কেমন,
অতীতের শূন্যপানে ছুটে যায় মন,
সুপ্ত চৌদিকের প্রাণী ;
গ্রামগুলি অন্ধকার গাছে গাছে বন
জোছনায় হইয়াছে স্বপন-কানন।

৫

গভীর গঙ্গার জল,
বাতাস বহিয়া যায় এপারে ওপারে,
প্রাণ তার হিমময় ও গ্রাম্য কেমন ;
ঝিল্পির বিহগদল
ঝাঁকে ঝাঁকে করে খেলা সৈকতের ধারে,
প্রকাণ্ড প'ড়েছে চরা কি শুভ্র বিজন।

৬

দেখ দেখে সাধ যায়
আরো দেখি চারিধারে নউকায় ব'সে.
জোয়ারে ভেটেলে থেকে তরী যায় ভেসে ;
কে কোথায়! কে কোথায়!
এ শূন্যে—উল্কারাশি কোথা প'ড়ে খ'সে,
কোথা কোথা এই শুধু পরিণাম শেষে,
হারা হ'য়ে যায় প্রাণ এ অনন্ত দেশে।

———

চক্রবাকের প্রেম।

পদ্মার বালুকাময় পুলিনে পুলকে,
দেখিছ খেলিছে আহা রাশি চক্রবাক।
দলে দলে খেলে জলে প্রভাত আলোকে,
নিশীথে তাদের ভাব দেখিয়া অবাক—
দুটীতে দুটীর যাবে বিপরীত দিকে,
তখন তাহারা দোঁহে রহে কি গো সুখে!
কি জানি কেমন ক'রে রহে তারা টিকে;
বিরহ বেদনা ভুলে রহে ফুল্লমুখে।
প্রভাতে জাগেরে পুন মিলন মাধুরী,
একি রে কৌশল প্রেমে কি আছে চাতুরী;
বিধি এ বিহগে হেন কেন গো করহ,—
প্রভাতে মিলন খেলা নিশীথে বিরহ!
বিধি! নারিগো বুঝিতে একি তব রীত,
নিশীথে করিলে তুমি দোঁহে বিপরীত।

দেবী-প্রতিমা।

১

তুমি রূপে নিরুপমা, মোহিয়া মোহিনী
মনের মন্দিরে এস হেরিব তোমায়,
পর তুমি ফুলমালা,
ফুলে ফুল্ল হও বালা.
তোমার আকার শোভে স্বর্গীয় প্রভায়।

২

মন্দারের মধুরিমা বয়ানে তোমার,
নন্দনের সুধা তব আঁখির পাতায়,
এস উপবনে আজি,
বসিবে দেবতা সাজি—
পূজিব তোমায় পুষ্পে লতায় পাতায়।

৩

কুঞ্জবনে গুঞ্জরিছে শত মধুকর,
ফলফুলে ভরা তরু, ডাকে পাখী কত,
ক্ষুদ্র নদী ব'হে যায়,
মধুর নীরব তায়,—
মনোমাঝে ব'স বন-দেবীটীর মত।

নদীতীরস্থ কাননে।

১

গাছপালা অন্ধকার,
ছায়াময় ধবলতা আকাশের মাঝে,
সন্ধ্যার চৌদিকে গৃহে শাঁখঘণ্টা বাজে,
যায় ঘরে যে যাহার।

২

ব'সে একাকী কুটীরে,
কাননের চারিধার ভরা ফুলবাসে,

ব'সে আছি মাঝে তার, কত ভাব আসে,-
কুলু কুলু নদীতীরে।

৩

থাকিয়া আকাশে চাহি,
একে একে ফোটে তারা নীল শুভ্রাকাশে,
হেরিতেছি নিরজনে কেহ নাহি পাশে ;
তরী যায় দাঁড় বাহি'।

৪

দাঁড় পড়ে ছন্দে ছন্দে,
দেখিতে দেখিতে তরী চ'লে যায় দূরে ;
ওপারে নদীর কোলে শতদীপ স্ফুরে,
হেরি শোভা কি আনন্দে।

৫

নদীতীরে কে পথিক
গাহিছে, ঔদাস্যময় জাগে ভাব তাহে,
মেশে তায় কলরব নদীর প্রবাহে ;
কোথা ডেকে উঠে পিক।

৬

সম্মুখে প্রকাণ্ড বট
দণ্ডায়মান বিস্তারি শাখা প্রশাখায়,
বায়সেরা থেকে ডাকে বটের মাথায়,
নিম্নে শিকড়ের জট।

৭

লয়ে রাশি রাশি মাল

দলে দলে ভেসে যায় কত পালোয়াল,
পাল ওঠে ফুলে, বেশ পাইয়াছে পাল,
চালে মাঝি ধরে হাল।

৮

কিছু পরে আর নাই,
সব ভেসে চ'লে গেল তাহারা কোথায়,—
দেখিতেছি ভাবিতেছি বসিয়া হেথায়
মনে হয় ভেসে যাই।

৯

ধীরে ভেসে যাই চ'লে,
সন্ধ্যাস্নিগ্ধ এ সলিলে যাই ভেসে দুলে,
মৃদুরবে ঊর্ম্মিগুলি উছলিছে কূলে,
স্তব্ধ কাননের কোলে।

১০

কুলু কুলু কুলু কুলু,
কি মধুর শুনিতে গো গীতধ্বনি এই,
প্রাণে স্বপ্ন জেগে ওঠে, কোলাহল নেই,
আঁখি করে ঢুলু ঢুলু।

১১

মলয় বহিয়া যায়,
ঝর ঝর ঝর ঝর করে পাতাগুলি,
লতাপাতা ফলফুলে করে কোলাকুলি,
সুমধুর কি শোভায়।

১২

ব'সে ব'সে এ সন্ধ্যায়
হেরি শোভা মনোলোভা, কত ফুলগন্ধ,
ব'সে ব'সে লভিতেছি আহা কি আনন্দ—
কি আনন্দে মন ধ্যায়
সেই অনন্ত অধ্যায়।

পার্ব্বতীয় পুরুষ।

১

দেখ কি বলিষ্ঠ দেহ মুক্তপ্রাণ ভীমকায়,
ভালরূপে একবার চেয়ে দেখ চেহারায়—
পার্ব্বতীয় আর্য্য শ্বেত,
উর্ব্বর শ্যামল ক্ষেত
দেখিতে পর্ব্বত হ'তে এসেছে নিম্ন ধরায়।

২

নিম্নদেশে এসে তার লাগিছে নূতন সব,
প্রশস্ত বয়ানে তার
কি শুভ্র রক্তিম ধার,
মৃদু মৃদু হাস্য করে করি কত অনুভব।

৩

কুন্তলিত কেশপাশ ঘনগুচ্ছ শোভা পায়,
কলেবরে কি বাঁধন,

করে কি শ্রমসাধন—
বিকশিত মাংসপেশী গ্রীবা করে বক্ষে পায়।

৪

কি ছন্দে দাঁড়ায়ে থাকে, পরাক্রম জাগে মুখে,
অগ্নি জল বায়ু শৈত্য,
করিয়াছে তারে দৈত্য,
শৈল হ'তে শৈলমাঝে ধায়রে সহজে সুখে।

রণক্ষেত্রে পৃথ্বীরাজ।

করিবারে নারি যদি এ রাজ্য শাসন
বৃথা মোর ক্ষাত্রতেজ, এই সিংহাসন;
প্রজা যদি মারা যায়, আমি তার হেতু;
যাই, যাই, যুদ্ধে যাই হ'য়ে ধূমকেতু,
উত্তর পশ্চিম হ'তে ভারতে যবন
আসে ঘোর ক'রে যেন ঝটিকা পবন;
যাই যুদ্ধে ল'য়ে আমি কোটি যোদ্ধৃবর্গ
সুশিক্ষিত বশীভূত সংগ্রামকুশল—
জগতে ভারত এই দিব্যধাম স্বর্গ
তাহায় লোলুপ রক্ষ যবনের দল!
বিলম্ব নয়রে আর যাই আমি রণে,
সেথা মোর মহাস্বর্গ জীবনে মরণে;
হইয়া ক্ষত্রিয়রাজ জানি ক্ষাত্রবল,
তুচ্ছ করি লোষ্ট্রবৎ কালের কবল।

শরৎকাল।

১

গিয়াছে বরষা, আকাশ ফরসা,
এসেছে শরতকাল ;
জলাশয় যত, আরসীর মত,
ঝলমলে বিলখাল।

২

রৌদ্র খট্ খট্, শূন্য অকপট
যেন আকাশ পাতাল ;
শুভ্র প্রৌঢ় হাস্য, কি এক ঔদাস্য
আনে গীত ছন্দ তাল।

৩

ক্ষেত ভরা ধান, বিধির বিধান,
এখন এ বঙ্গদেশে ;
ষোড়শোপচারে, পূজা চারিধারে,
আত্মীয় স্বজন এসে
হাসে খেলে মেলেমেশে।

৪

ঔদাস্য মাধুর্য্যে, বেণু ভেরী তূর্য্যে,
অপরূপ কলরব ;
এবে প্রাণ খোলা, এবে মন ভোলা,
কোলাকুলি অভিনব,
কি আনন্দ অনুভব !

সান্ধ্য-স্বপ্ন।

১

ওপারে বনের কোলে ডুবিছে তপন,
বহিছে সন্ধ্যাসমীর,
নীরব নদীর তীর,
জলে স্থলে শূন্যে এবে ঝরিছে স্বপন।

২

দু একটী তারা ওই উঁকি মারে ধীরে,
ঈশানে উঠিছে চন্দ্র,
গ্রামে শঙ্খধ্বনি মন্দ্র,
ছায়াময় উজ্জ্বলতা কাঁপিতেছে নীরে।

৩

অদূরে তরণী যায় ভেটেলে ভাসিয়া,
মাঝি গো অলস স্বরে,
গাহে গান তরীপরে,
দাঁড়িরা কহিছে কথা হাসিয়া হাসিয়া।

৪

দেখিতে দেখিতে যায় ভাসিয়া কোথায়,
মিশে যায় হাসি গান,
শ্রান্ত দিবা অবসান,
দিবসের পাখি ধায় আপন বাসায়।

৫

ধীরে ধীরে চারিধারে জাগে অন্ধকার,
রাত্রি আসে যায় দিবা,

দূরে গ্রামে ডাকে শিবা,
সন্ধিসূত্রে শান্ত হেরি বিশ্বের আকার,
সন্ধিক্ষণে ব'সে একা ভাবি বিশ্ব কা'র।

শান্তি।

কেন আছি লয়ে এই ঈর্ষায় হিংসায়—
বিশ্ব চরাচরে একি মোর ব্যবসায়!
বসে বসে জীবনের দীনহীন কক্ষে
কি সুখ আঘাত করি' অপরের বক্ষে?
অনুসরি নাহি যেন আমি গো সেদিক;
সুগন্ধ পুষ্পের মত, অহিংসা সুরভি
জগতে বিস্তারি' যেন প্রাণে শান্তি লভি;
এখন বুঝেছি বেশ কি পদার্থ শান্তি,
কি সহজে জাগে এতে জীবনের কান্তি;
মিত্রতা করুণা-সাধ্য যে শান্তির প্রাণ,
তাহায় করিয়া হেলা কোথা পরিত্রাণ;
কলহ বিবাদ করি' কেন মাতি রণে
ভুলে গিয়ে সুধাময় সে শান্তি শরণে।

শিবের প্রতি।

শোনো বলি ওহে শিব কিসের কারণে
অহর্নিশি থাক তুমি ভীষণ শ্মশানে,
শরীর আবৃত করি ভস্ম আবরণে
বসিয়া কিসের লাগি এ অদ্রি পাষাণে ?
কি হেতু বিরাগ তব জাগিয়াছে মনে
সংসার ভুলিয়া হেথা ব'সে নিরজনে ;
কি জটিল জটাজুট মস্তকের পরে,
তাহে চন্দ্রকলা শোভে সৌম্য সুধা ঝরে।
জটা হ'তে সে পীযূষ ব'হে যায় ত্বরা
করিতে উর্ব্বর বুঝি সিঞ্চিবারে ধরা ;
তোমায় আশ্চর্য্য হ'য়ে হেরে দিকপাল—
কি লাগি হেথায় শুধু কঙ্কাল কপাল ;
তরু মর মর করে লোক নাই কেহ,
কি অমৃত কর ধ্যান যেথা মৃত দেহ।

অতীতের স্বপ্ন।

১

মনে পড়ে মোর সেই পুরাতন ঘর
সেই উপবন তরুলতা
সেই রে নয়ন কোমলতা—
কেমন আছিল সে গো বাল্য সহচর,
তখন আরেক রূপ ছিল চরাচর।

২

সেদিন গিয়াছে মিশে নীরব অতীতে,
মনে পড়ে তার সেই মুখ
তার সেই কথা সুখ দুখ,
এখনো শোভিছে তাহা মানস-মহীতে,
এখনো জাগিছে তাহা মানসে মোহিতে।

৩

গত ধরা পড়ে ধরা স্মৃতির আলোয়,
দেখা যায় নানা চিত্র তার,
অনুরাগ হর্ষ হাহাকার,
অর্দ্ধাবৃত, বিস্মৃতির ছায়ায় কালোয়;
সেদিন কাটিয়া গেছে মন্দে ভালোয়।

৪

এখন স্বপনসম অতীতের ছবি,
সেই চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা—
কিন্তু সে সব কোথায় হারা;
দে'খে শুনে হ'য়ে পড়ি অতীতের কবি—
মৃত কালের অমৃত প্রাণে অনুভবি।

কেটে গেল বেলা।

অলস লোচন সুধা একি এ লাবণ্য!
ললিত লালসাময়ী একি সৌম্য কলা!
গাহে গান কলকণ্ঠী! আহা কার জন্য
রমণী এ রমণীয়া হয়েছে উতলা।
কত কি ফুটেছে ফুল সরোবরে বনে,
সুবাস বহিয়া যায় প্রদোষ পবনে,
নীলাকাশে চতুর্থীর জাগে শশিকলা,
কি শোভায় এ পরাণে প্রকৃতি বিকলা—
চাহে শূন্যে চাহে নিম্নে সুন্দর চঞ্চল
সুকোমল কর-লতা আবরি অঞ্চল;—
চাহিলেই ফেলে যেন করুণ কটাক্ষ
আঁখি দুটি প্রণয়ের তরুণ গবাক্ষ।
কি আবেশে আছে বসি কাননে একেলা
ফুটে উঠে চন্দ্র তারা কেটে গেল বেলা।

গৃহীর আশ্রম।

যষ্টি এই মোর আর এই গো কম্বল,
হয়েছে জীবন পথে আমার সম্বল;
বাহিরিয়া পড়িয়াছি গৃহের বাহিরে,
পথিকের মত মুক্ত আকাশে চাহি রে।

কত সুখে ছিনু আমি আহা মোর দেশে ;
এখন ভ্রমিছি শুধু বিরহের বেশে ;
টুটে স্নেহ সমাদর প্রেম উপন্যাস,
কেন হায় ধরিনু এ কঠোর সন্ন্যাস।
কোথা যাব কতদূর—অন্তহীন পথ—
সংসার ছাড়িয়া হব সিদ্ধ মনোরথ!
হায় হায় জাগিয়াছে প্রাণে একি ভ্রম—
তিলেকে যাইনু ভুলে সংসার সম্ভ্রম ;
এখন হইছে মনে এ যে পণ্ডশ্রম,
কি আছে মধুর সম গৃহীর আশ্রম।

মাঠে নিশীথ-চিত্র।

নীলাকাশ ছায়াময়, ক্ষীণ চন্দ্রালোক ;—
নীরব রজনী এবে নাহি কোনো লোক ;
উদাসীর মত যেন একটী পাদপ
নিশীথে মাঠের মাঝে দাঁড়ায়ে একেলা,
এ অনন্তে করে ধ্যান কার নাম জপ।
কি শান্ত প্রকৃতি রে মাঠে রাত্রি বেলা ;
ঝিল্লি ডাকে ঝোঁপে ঝোঁপে স্তব্ধ তরুতলে,
ডেকে ওঠে দুর হ'তে শৃগালেরা দলে ;
দুরে গ্রাম গাছপালা অন্ধকারময়,
না জানি তাহার মাঝে কত দীপ জ্বালা
কুটীরে কুটীরে শোভে,—কত কুলবালা

শিশুরে পাড়ায় ঘুম, স্নেহ কথা কয়।
নিস্তব্ধ মাঠের কোলে কিবা স্বপ্নময়
জাগিতেছে তরুলতা গ্রাম লোকালয়।

শোরিমিয়া

ভারত-সঙ্গীতে একি প্রমোদ-লহরী
গিয়াছ তুলিয়া তুমি ভারতের শোরী—
মোহি' তাহা মানবের মনপ্রাণ হরি'—
নৃত্য করে নটী যেন রঙ্গিনী কিশোরী।
পুলক রঞ্জিত তার মধুর নর্ত্তন
অলিসম গুঞ্জরিয়া করে আবর্ত্তন,
তোলেরে প্রাণের মাঝে অথির আবেশ
কত গন্ধ কত রূপ কত তাহে রেশ,
ঝঙ্কার তুলিয়া কত মানে অভিমানে
পুষ্পবৃষ্টি করে যেন তালে তালে তানে।
বাহিরে কি অন্তরালে জাগাইয়া রঙ্গ
প্রাণে আনে কি নূতন কল্লোল-তরঙ্গ,
দোলে তাহে অতীতের মাধুরী অমিয়া—
সঙ্গীতের স্মৃতিময়ী নাম 'শোরিমিয়া'।

শ্যামাপূজা।

সাধ হয় উড়ে বেড়াই আকাশে,
চড়িয়া ফানসে,
কত ভাব উঠে কত অবকাশে,
মধুর মানসে।

২

কত প্রেম গান কতই আনন্দ,
কত গ্রহ তারা,
সবে চলে তাঁর লইয়া সনন্দ,
দিবানিশি সারা।

৩

নব নব কত রশ্মি কিরণ,
দেখা দেয় পথে,
আলোকের ফুলে হাসি বিকীরণ,
দেব-অবসথে।

৪

নিশীথে নীলিমা আঁধার কালিমা,
জ্বলে কত তারা ;
অমাবস্যা ঘোর আঁধারে কালিমা,-
নিরাকারা তারা।

৫

উঠিছে হাউই ফোঁসিয়া আকাশে
নাদে ভীম ব্যোমা,

অখিলীলা তব মহিমা প্রকাশে,
নিরাকারা ওমা।

৬

কার্ত্তিকে এ ধরায় ক'রে তুমি দাও
প্রকৃতিরে শ্যামা,
তাই বুঝি দেবি! এবে পূজা পাও,
নাম ধরি শ্যামা।

৭

এতই উল্লাস আজিকে গো তাই
কত আলো-খেলা,
অনল-বাজীতে শূন্য ফেলে ছাই',
আজি অগ্নিমেলা।

কল্যাণ প্রার্থনা।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পরলোকগত আত্মার নিমিত্ত কল্যাণ প্রার্থনা গীতি।

ত্যজিয়া এ সংসারের সুখ দুখ শোকে,
একেলা চলিয়া গেলে কোন্ পরলোকে!—
সঙ্গে কেহ নাহি গেল গেল শুধু ধর্ম্ম;—
হেথায় রহিল প'ড়ে তব কীর্ত্তিকর্ম্ম।
দেখে শুনে প্রাণ এই হয়রে উদাস,
সকলেই ভবমাঝে নিয়তির দাস;—
এ নিয়তি তাঁর বিধি নিয়ম আদেশ
শাসিত শাসনে যাঁর দেশ মহাদেশ,

এই সারা বিশ্বরাজ্যে তিনি মহাপ্রভু !
তাঁরে যেন এ জীবনে নাহি ভুলি কভু ;
কে আছে অন্তরতম তাঁহার সমান,
তাঁরি কোলে গেছ তুমি ত্যজি রাজ্যমান ;
আত্মার কল্যাণ তব চাহি তাঁর কাছে,
তাঁর মত হিতকারী জগতে কে আছে।

মোক্ষ।

যত পাপ রিপু করিয়া নিপাত
তাঁহারি চরণে করি প্রণিপাত,
দূর হবে সব আমার অভাব
জাগিয়া উঠিবে পুণ্যের প্রভাব,
ফুলের সুরভি বহে গো যেমতি
তেমনি আমার বহিবে সুমতি,
ধর্ম্মের সাহসে ভ'রে যাবে বুক
তাঁরি কাজে সদা হইব উৎসুক।
চিন্তা ক'রে দেখি আমি অহোরাত্র
ভবে সার সেই তিনি এক মাত্র ;
সাধ হয় ত্যজি সব পাপপঙ্ক,
মুছে ফেলি এই জীবন কলঙ্ক ;
আপনার দোষ করি সংশোধন
লভিব সেই মোর পরমধন ;
তাঁর সাথে হ'য়ে চির যোগযুক্ত
সাধ হয়, হইতে পুরুষ মুক্ত।

রঞ্জনী।

(কবিতার প্রতি)

তুই সখি হলি কবে,
এ হেন রঞ্জনী!
কাছে এসেছিস যবে,
দে—বীণা বাঁশী তবে,
বাজা রে খঞ্জনী।
গলে তোর মুক্তামালা
মুখে তোর সুধাঢালা
হাসি তোর আলোপারা।
কোথায় হয়েছি হারা!
এ হৃদি হয়েছে তোর,
হৃদয়ে মধুর মোর
বাজে রে ঝঞ্ঝনি;—
সখি তুই হলি কবে
এ হেন রঞ্জনী।
কাছে এসেছিস যবে
দে—বীণা বাঁশী তবে
বাজা রে খঞ্জনী।
তুই সখি আদরের
এই মোর হৃদয়ের
বিরহ ভঞ্জনী।

বাসনা।

বাসনা সে টুটে যাবে
বাসনা সে পূরিবে না ?
অরুণ হাসিটী দিয়ে
করুণ গীতটী দিয়ে
সুধীরে আমার হিয়ে
গ'ড়েছিনু যে বাসনা,
বাসনা সে টুটে যাবে
বাসনা সে পূরিবে না ?
নিঝর বহিয়া যায়,—
নদী হ'য়ে গান গায়
পুলকে সাগরে ধায়,
কোলাকুলি করে ধীরে।
অবসান হ'লে রাতি
শুকেরে করিয়ে সাথী
উষা মৃদু বুক পাতি
দিতে চায় স্নেহনীরে—
দিয়ে যায় তাই এসে
স্নিগধ বিমল বেশে
ধরণী উঠগো হেসে
যায় গো বিষাদবাস।
বিহগ গাহিয়া উঠে,
ফুলের মাধুরী ফুটে,

প্রকৃতি-অধরপুটে
জাগে গো কনক ভাস।
শ্যামল প্রান্তরে ধীরে
খেলে শিশু ঘুরে ফিরে,
চারিধারে তৃণ ঘিরে
দোলে গো সমীর ভরে ;
বাসনা লইয়া কত
খেলে তারা শত শত—
নিজেদের অভিমত ;—
গাহে গান মধুস্বরে।
আমার বাসনা হায়
রবে শুধু মরু-প্রায়
হবে না শ্যামল কায়
টুটে যাবে কণা কণা ?
বাসনা সে টুটে যাবে
বাসনা সে পূরিবে না ?

সখা।

প্রভাতে ফুটিল আশা পড়িল ঝরিয়া।
নিরাশা চুমিয়া বায়ু বহে গেল চিতে ;
অলস বাঁশরীসম হ'লো ধীরে প্রাণ ;
গাহিয়া উঠিয়া সখা বিষাদের গীতে—
চ'লে গেলে সেই তুমি, কত দিন হ'লো !

তার পর হ'তে আর নাহি তব দেখা ;
প্রণয়ের ঘরে ধীরে গীতগুলি দিয়ে
করিয়ে প্রণয়পূজা রহিতাম একা ;
কল্পনার ফুলবনে থেকে থেকে ছুটে
মলয়-পরশ-সুখ ভুজিতাম ধীরে ;
জগতের হাহাকার প্রেমের বিচ্ছেদ
খেলিত তাহার সহ মরমের শিরে ;
বিরহের স্মৃতিগুলি অশ্রুজল হ'য়ে,
জাগিত নয়ানে ধীরে—বয়ানে প্রশ্বাস ;
পৃথিবীর অভিমান—পিপাসা মধুর
চলিয়া যাইত ছাড়ি হৃদয়-আবাস ;
শূন্য হৃদয়ের মাঝে তোমার বয়ান
উঠিত জাগিয়া তবে, পেতেম সান্ত্বনা ;
তোমার মধুর প্রীতি ভাবিতে ভাবিতে
যাইত কাটিয়া বেলা, হোতেম আন্মনা।
এতদিন পরে হেথা এলে তুমি সখা
পীরিত উঠিল জাগি—হাসিয়া আকুল ;
উচ্ছ্বাস উঠিছে অতি পরাণে তাহার
বেড়ায় হর্ষে মর্ম্মের একূল ওকূল।
গীতির সুবাসে মোরে পরশিয়া মৃদু
করিছে নূতন যেন হৃদয়ে আমার ;
সভয়ে সভয়ে যেন যাইছে ছাড়িয়া—
রহিছে না হৃদে, আর বিষাদের ভার।

কোথা হ'তে ঘুমঘোর
এলু হেন প্রাণে মোর ?
হাসির অঞ্চল খানি
প্রণয়ের মৃদু বাণী
গীতের ললিত পাণি
পরশিয়া গেল ধীরে।
তবুও গেল না ঘোর
জাগে না পরাণ মোর
দেখে হৃদি উদাসীরে।
কাহার স্বপনছায়া
কাহার পরশমায়া
ক'রেছে পরাণে ভোর ?
কোথা হ'তে ঘুমঘোর
এল হেন প্রাণে মোর ?

বহেনা নয়ানে জল
মরমেতে টলমল,
কেঁপে কেঁপে প্রতিপল
বিষাদের শ্বাস উঠে।
পথহারা হ'য়ে ভুলি
অতীতের কাহিনীগুলি
মরমেতে আসে ছুটে ;—
বিষাদ-বাঁশরী তারা

বাজায় আকুল পারা
ভাঙ্গেনাকো ঘুমঘোর !
কোথা হ'তে ঘুমঘোর
এল হেন প্রাণে মোর ?

শিশির জড়িত ফুল
হাসে ধীরে ঢুলঢুল
পরাণে করে আকুল
সুবাস ঢালিয়া মৃদু ;
মধুপ ছুটিয়া আসে
ফুল কাছে ঊর্দ্ধশ্বাসে
গুঞ্জরিয়া গায় শুধু ।
হেথায় হোথায় গান
গানে ভরা সবপ্রাণ
মোর প্রাণে ঘুমঘোর !
কোথা হ'তে ঘুমঘোর
এল হেন প্রাণে মোর ?

প্রভাতে অরুণ হাসে,
নিশীথে তারকা হাসে,
চারিধারে নীলাকাশে
বেড়ায় খেলিয়া হাসি ;
হাসিরে করিয়ে সাথী
জগত বেড়ায় মাতি—

পুলকে রহেগো ভাসি।
হাসি নাই গান নাই
পরাণে পরাণ নাই—
জেগে শুধু ঘুমঘোর!
কোথা হ'তে ঘুমঘোর
এল হেন প্রাণে মোর?

থাক কোথায়?

দেখিতেছ তুমি ওই
হাসিময়ী গীতিময়ী
বসিয়ে ঝরণাতীরে,
উহার প্রাণের মাঝে
আবরিয়ে মধুলাজে
ঘর আমি বেঁধেছি রে।
ঝোলায়েছি ফুল কত
আপনার অভিমত
ঘরটীর চারিধারে।
ফুলের সৌরভ রাশি
সুধীরে পরাণে আসি
দূর করে দুখভারে।
প্রেমের বাঁশরী তুলি
জীবনের জ্বালা ভুলি
বাজাই মধুর গান।

হাসির পবন ছুটে
হৃদির বিষাদ টুটে
সমীরে মিলায় তান।

একটি পোড়োঘাটের প্রতি।

১

কাহার স্বপন তুই   দেখিছিস ব'সে হেথা
কার গীত মনে পড়ে তোর ?
কার স্মৃতিগুলি ধীরে   আকুল ব্যাকুল হৃদে
কেহ নাই একা, স্তব্ধঘোর !
রহিছিস্ কার ভাবে ভোর ?

২

শিয়রেতে কাঁদে তরু   বিরহের গীত ধীরে
ঘুঘুগুলি গাহিয়া বেড়ায় ;
দূর হ'তে ভেসে আসে—   আকুল করয়ে প্রাণ—
ব'য়ে যায় শ্মশানের বায়।

৩

আসেনাকো আর পান্থ   আসেনাকো আর হেথা
রূপসীরা নূপুরচরণে,
খেলে নাকো হেথা আর   শিশুগুলি ফুল ল'য়ে,
মত্ত শুধু ঢেউগুলি রণে।

৪

দূরে গায় অলি গান,   উড়ে আসে মৃদু মৃদু
ফুলবনকাহিনীর ছায়া ;

শোনা যায় দূরে ওই কুলবধূ গায় গান
ফেলে প্রাণে মধু এক মায়া।

৫

অলস কনক পাখা খেলে মেঘ বায়ু কোণে
হাসিয়া আকাশ দেখে খেলা।
গেয়ে যায় পাখী গান চ'লে যায় দিগন্তরে
হেসে খেলে কাটায়রে বেলা।

৬

তুই শুধু একা হেথা স্বপন-আসনে ব'সে
অজানা মরমকথা ধ'রে,
রয়েছিস ভাঙা বুকে! টুটে গেছে আশা বুঝি
নাহি বুঝি মায়া আর ওরে—
এবে তোর পরাণের পরে?

কল্লোলিনী।

১

আপন ভাবে আপনি মেতে
কুলু কুলু রে গায়;
আকাশপানে চাহিয়া শুধু—
সাগরে সে ধেয়ায়।

২

ঊষার হাসি সাঁঝের হাসি
লইয়া করে খেলা;

চাঁদেরে ল'য়ে করিয়া বুকে
হাসে নিশীথ বেলা।

৩

বুকের পরে তরণী ভাসে
মাঝিরা গায় গান ;
জাগিয়া ওঠে হৃদয়ে তার
প্রেমের মৃদু তান।

৪

চারিপাশেতে গ্রামের ছবি
গাছে গাছেতে ছায়া ;
মাঝ দিয়ে সে চ'লেছে কোথা
পুলকভরা কায়া।

৫

সমীর বহে আকুল প্রাণে
ছুঁইয়ে তারে যায় ;
গরজি ওঠে অমনি সে গো
প্রলাপ কত গায়।

৬

মেঘেতে মেঘে বিজলী খেলে
দেখে সে হেসে হেসে ;
ফেণা হইয়া মরমকথা
বাহিরে ওঠে ভেসে।

৭

বিহগ ধীরে গাহিয়া যায়

আকাশে উড়ে উড়ে ;
সিন্ধুর যেন হরিষবাণী—
শোনে সে সেই সুরে।

৮

সিন্ধুর কথা ভাবে সে শুধু
সিন্ধুর গান গায় ;
সাগর হ'তে প্রেমের কণা
পেয়ে উছলি যায়।

হাসি।

কণা কণা ফুলরেণু জড়ায়ে গিয়েছে সাথে,
মৃদু মৃদু প্রেম আলো প'ড়েছে সুধীরে মাথে,
সলাজ বদনখানি
ক'হে আধমধু বাণী
আসিতেছে হাসিরাণী মরম কানন হ'তে—
উড়িছে অঞ্চল ধীরে মধুর সমীর স্রোতে।
প্রণয় কাহিনীগুলি
মৃদু মন্দ খেলি দুলি
মৃণাল বাহুতে ধরি গীতিময়ী ফুলডালা
আনিছে সমুখে তার, দিছে গলে ফুলমালা।
নিমেষের খেলাখেলি
অশ্রুগুলি প্রাণ খুলি'

করিছে মিলন গান করুণ ললিত রাগে,
সাঁঝের সুবাস মৃদু সুধীরে পরাণে জাগে।
নন্দনের কুঞ্জে ধীরে
সুরবালিকারা ফিরে
দেখিতেছে শতবার কুসুমিত আঁখি ল'য়ে—
ফেলিতেছে মৃদুশ্বাস, সুবাসিত ধীরে হ'য়ে—
সমীরণ ব'হে যায় ;—
হৃদয় আকুল গায়,—
বাজায় বাঁশরী মধু, বসন্ত শুনিয়া তাহা
আসয়ে হৃদয় কাছে কহে ধীরে—"আহা—আহা
বাজনা মধুর বড়—
জ্যোৎস্নামত ঝরঝর
ঝরেছে প্রাণের পরে ; মধু স্বপ্ন ধ'রে বুকে
এসেছি তোমার কাছে, চুম্বন দাওগো মুখে।"

ঝাউবন

নাহি কিছু বাসনার ক্ষুদ্র কোলাহল
উঠিতেছে শুধু এক উচ্ছ্বাস বিমল ;
অতীতবিলাপধ্বনি নীরবে গো আসি
মিলাইছে মৃদুতান ধীরে রাশি রাশি ;
পাষাণী ধরার হৃদি হইছে বিদার
শ্মশানের গীতরাশ করিছে বিহার—

পাখীর ললিত হেথা বিরাবের সাথে,—
আঁকিয়া সুধীরে দেয় হৃদয়ের পাতে
ললিত কঠোরে মাখা সায়াহ্নের ছবি ;
জীবনের হাহাকার ধীরে যেন লভি
পরম চেতনা হেথা খেলাইতে থাকে ;
কুহকিনী হাসিরাশি শত ঘূর্ণিপাকে
জড়ায়ে যে রেখেছিল—সেই সব কথা—
প্রতিমূর্ত্তের প্রাণের বৃথা ব্যাকুলতা
ভাসিয়া উঠয়ে ধীরে মর্ম্মসিন্ধু মাঝে ;
স্নেহ প্রেম দেখে তাই মুখ ঢাকে লাজে ;
প্রকৃতির মধুহাসি জাহ্নবীর তান,
হিমগিরি কোলে সেই ঋষিদের গান,
লোকান্তর ছায়া কত, ভাবী জন্মকথা,
প্রেমের আকাশে উঠে নিভাইব ব্যথা—
এই সব—এই সব প্রাণের দর্পণে
হইয়া ফলিত ধীরে, কিরণে কিরণে
ছায় মোরে একেবারে, চ'লে যায় দুখ ;
প্রশান্তি সহস্রদিকে বাড়াইয়া মুখ
ঘিরে ফেলে মোরে, বসিমাঝে তার
ধরিয়া মধুর অতি বিমল আকার
হৃদয় গাহিয়া উঠে অসীমের গীত,
অসীমের সাথে চায় করিতে পীরিত।

ছুটীতে।

১

উষার কোলেতে হাসিছে অরুণ
হেরে দু'একটী তারা ;
উড়িছে সুরভি চুমিছে সমীর
চুমিয়া হইছে সারা।

২

কুসুমকোরকে ঘুরিয়া ভ্রমর
গাহিছে প্রভাতগীত ;
গাহিছে পাখীরা ঘুমন্তের তানে
কহিছে প্রেমের রীত।

৩

দূর আকাশের লইয়া বারতা
বহিছে শীতল বায় ;
পাষাণ পরাণ হইছে কোমল
মৃদুল মৃদুল ঘায়।

৪

ভাবের বুকেতে থুইয়ে মাথাটী
মুরলী ছাড়িছে তান ;
লুকিয়ে সীমান্তে চাঁদ রাণী ধীরে
করে গীতি-সুধাপান।

৫

মেঘগুলি হেসে সোনার আঁচলে
রবিকর ল'য়ে খেলে ;

ললিত স্বপনে মাথানো রাগিণী
পাতায় পাতায় দোলে।

৬

ব'সে আছে দুটী বালক বালিকা
খেলিছে তটিনী তীরে ;
ঢেউয়ের খেলা দেখে গেছে সাধ
খেলিছে তাই বুঝিরে ?

৭

মাথার পরেতে চাঁপা গাছ ধীরে
দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে দেখে ;
থেকে থেকে মাঝে চাঁপা ফুল ছোড়ে
হেরে দুটী অনিমেখে।

৮

কহে দুটী ধীরি সুধাময় মুখে
"চল ফুলগুলি লই,
ফুলগুলি ল'য়ে মালা গাঁথি মোরা
ফুল করে থই থই।"

৯

বালিকাটী ধীরে কহিল সহসা
"ফুল ল'য়া থাক্ এবে,
গেঁথে কি হইবে কে আছে এখানে
কাহারে মালাটী দেবে ?"

১০

কহিল বালক "কেউ নাই হেথা
তোরেই লো তাই দেবো ;

মালা দিয়ে তোরে কাছ থেকে তোর
চুমোরে একটী নেবো।"

অরণ্য পাখীর বিষাদ-গীত।

জীবনের যে সাথী ছিল,—
হৃদয়ের যে রত্ন ছিল,—
কোথায় চলিয়ে গেল
অরণ্যে করিয়া হেল,
জানিতে হা' নারিনু যে
সারাপথ খুঁজে খুঁজে
হইয়াছি আমি সারা ;
হইয়া আপনাহারা,
হেথায় বসিয়া আছি
মুখে ক'রে মউ মাছি ;
থাকিত আহা যদি সে
কেমন মিলিয়ে মিশে
দুখ জ্বালা সব ভুলি
গানের লহরী তুলি
ঠেকাইয়া ঠোঁট দুটী
দোঁহে দোঁহা প্রেমে লুটি
ধীরে উভে শাঁস বাছি
খাইতাম মউমাছি ;

হায় কোথায় গেল চ'লে ?
গেল নাতো সে কিছু ব'লে।
কোথায় চলিয়ে গেল
অরণ্যে করিয়া হেল,
জানিতে হা' নারিনু যে
সারাপথ খুঁজে খুঁজে
হইয়াছি আমি সারা ;
হইয়া আপনাহারা,
পরাণ পুরিয়া তানে
মারিয়া বিরহ বাণে—
মোরে, চলিয়া গেছে সে
খল খল হেসে হেসে
সহরের গোলি ঘুঁজি ?
কি যে সুখ নাহি বুঝি।

ছাড়িয়া প্রেম, গহন
ছাড়িয়া কোমল এমন—
প্রকৃতির সুরচিত
তরুগুল্মে বিজড়িত
ফল ফুলে বিখচিত
মধুর শ্যামল আসন,
চলিল সহরে কোন্
করিতে সুখনিবাস ?
কিবা পাইবে সুবাস ?

আমি হেথা রহি ভাল
অরণ্যের পূজি কাল ;
চাইনা যাইতে সেথা
যোঝাযুঝি চলে যেথা।
হরষে কাটাব নিশি—
হেরিবগো চারিদিশি।
হইয়া আপনাহারা
সুমধুর গীতধারা
ঢালিব জগত মাঝে ;
দুঃখ শুধু এই আছে
পাইনু না তার দেখা,
হ'নু আমি এবে একা।
বহিবে তটিনী ধীরে
কুলে কুলে ফিরে ফিরে,
শুনিব তাই একাকী—
ঢুলু ঢুলু হবে আঁখি ;
যাইবে ভাবনা দূরে,
অরণ্যে বেড়াব ঘুরে,
স্বপ্নে গাব ভুলে ভুলে
একা বসি নদী কুলে।
মাঝে মাঝে দেখা দেবে
আধ আধ স্মৃতিসুখ ;—
হৃদয়ের মাঝে মোর
তাতেই যাইবে দুখ।

বুক যদি ভেঙ্গে যায়,
প্রাণ যদি টুটে যায়,
তবুও হবেনা মোর
অরণ্যে ছাড়িতে সুখ।

১

তুমি কিসের আশাটী লইয়া বুকেতে
বসিয়া তটিনীকূলে ?
তুমি হৃদি-উপবনে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া
হের ধীরে কোন ফুলে ?

২

তুমি কোন আকাশের বারতা মধুর
শুনিছ আকুল হ'য়ে ?
তুমি প্রেমের বীণাটী চড়ায়ে কি সুরে
বাজাও মরমে ল'য়ে ?

৩

তুমি কোন পরাণের নীরব ব্যথাটী
আঁকিছ নিজের প্রাণে ?
তুমি কোন নয়নের বিলোল চাহনি
হেরিছ নিজের ধ্যানে ?

৪

তুমি তপন আলোকে হেরিছ চাহিয়া
কোন হাসিটীর ছবি ?

তুমি হাস মাঝে মাঝে নীরব আবার
সুখ দুখ কারে লভি ?

৫

তুমি কোন হৃদয়ের কোমল দুয়ারে
হইয়াছ গো অতিথি ?
তুমি কাহার কথাটী ভাবিছ মনেতে
কেটে যায় ধীরে তিথি।

৬

তুমি কার বাণীটীর তুলে ল'য়ে সুধা
গাঁথিছ মধুর গীতি ?
তুমি কাহার বয়ানে আকুল পরাণে
করিছ সুধীরে প্রীতি ?

কোমলতা।

১

মনে আছে দেখেছিনু শৈশব স্বপনে যেন
তোর ওই বয়ানের বিমল কনকাভাস।
মনে আছে শুনেছিনু নিঝরিণী কোলে যেন
তোর ওই মঞ্জীরের মৃদুল পীযূষভাষ।
মনে আছে ঘুরেছিনু অদ্রির শিখরপরে
একবার মত্তপ্রাণে গেয়ে তোর গুণগান।
মনে আছে গিয়েছিনু নিদ্রা শয়নের পরে
দেখিতে দেখিতে তোর সুমধুর প্রতিমাণ।

মনে আছে হেসেছিনু দেখিয়া বিনয় তোর
মৃদুমধু লাজে মাথা,—মৃদু হাসি-গীত-মাথা।
মনে আছে এঁকেছিনু হৃদয়ের স্তরে স্তরে
সোনালি বরণ দিয়ে ধীরে তোর আঁখিরেখা।
মনে আছে ডুবেছিনু পূরনিমানিশীথেতে
হৃদির গভীর তোর সাগরের মাঝখান।
মনে আছে উড়েছিনু কল্পনা-পাখায় ভরি
সুনীল আকাশে তোর করি ধীরে সুধাপান।
মনে আছে নেচেছিনু দেখিয়া জলদ মাঝে
সাঁঝের হাসিতে আধ-ঢাকা তোর মূরতিটী।
মনে আছে ক'রেছিনু আকুলিয়া তোর লাগি
স্বরগের মাঝখানে সুমধুর এক বীথি।
মনে আছে গেয়েছিনু পাইয়া আঘ্রাণ মৃদু
বসন্ত পবনে তোর নিরমল মধুবাস।
মনে আছে বেসেছিনু ভাল তোরে প্রেমে ডুবে—
চুমেছিনু মুখ তোর হাসিয়া মধুর হাস।

২

পারিজাত-ফুল ওরে নিশীথ-বাঁশরী ওরে
কি দুর্ভাগ্য মোর, তোরে ছেড়েছিনু এতদিন;
বিশুষ্ক কমল মত উত্তপ্ত পারাণ মত
হইয়াছি এবে আমি নিরস তাপিত হীন।
উষার হাসিটী কোলে অধর খানিতে তোর
জগৎ ঘুরিছে ধীরে তোরে সাথী ক'রে ল'য়ে;
গঠিত জোছনা দিয়ে তনুখানি যেন তোর

মধুর পরশে তোর মরু যায় শ্যামল হ'য়ে।
পরাণ গুহায় ধীরি মরণ-কীটেরা ঘোরে,
মরমের চারিধারে দেখি ঘোর—ঘোর কুহা ;
চমকিয়ে চারিদিক দেখা দেয় হাসি তোর
মেঘের বিজলী মত উজলি আঁধার গুহা।
ফুলের কাহিনী সাথে তোরি কথা মনে পড়ে,
তটিনীর কলগানে তোরি গান আমি শুনি ;
আকাশের তারা দেখে তোরি কথা নাচে মনে,
তুইই পবিত্র গঙ্গা তুইইরে সুরধুনী !
সুরভীময়ীরে মোর তোর কাছ ছাড়া হ'য়ে
কি কষ্ট পেয়েছি আমি—কহিবার নয়,
পলকের মাঝখানে জুটেছিল আমায়রে
কত তাপ কত শোক কত দুখ কত ভয়।

গঙ্গাযাত্রী।

দুই প্রহর রাত্রি।

নদীতীরস্থ একটী বটগাছের তলে একটী গঙ্গাযাত্রী (বৃদ্ধ) ; তাহার পার্শ্বে তাহার তৃতীয় পক্ষের যুবতী স্ত্রী উপবিষ্ট। একটী উদাস পথিক তাহা দেখিতে আসিয়াছে।

বৃদ্ধ (স্বগত) কোথায় মিলন হাসি চুম্বন সুরভি,
কোথায় পাখীর গান কুসুমের ছবি,
কোথায় জোছনামাখা প্রেমের কাহিনী,
কোথায় প্রাণের ভাষা মধুর-হাসিনী,

কোথায় রহিল প'ড়ে হৃদয়ের তারা—
গাহিবে করুণ তানে—কেঁদে হবে সারা।
কোথায় অমিয়মাথা নয়ন-আসার,
কোথায় মলয় বায়,—সুধার আধার,
মধুপ চুম্বিত কোথা ফুলের নর্ত্তন-
দেখিতে না পাই কিছু, করিছে কর্ত্তন—
আমার সকলি ধীরে বিরহ ছুরিকা ;—
কাটিয়া দেখায় মোরে শত বিভীষিকা ;
নিরাশায় উনমত্ত ছুটিয়া পরাণ
ঘুরিয়া ফিরিয়া যায় দেখিতে শ্মশান।
অন্ধকার—অন্ধকার শুধু মর মর
হৃদয়-গহন হ'তে আসে ধীরে স্বর ;
নিমেষ—মুহূর্ত্ত—পল আকুল পরাণ—
দাঁড়ায়ে পাশেতে মোর—চেয়ে মোর পান।
কোথা হ'তে এসে ধীরে ভীষণ স্বপন
ওলট পালট করে ল'য়ে মোর মন ;
কোথা উপবনে কোন্ খেলে মধুস্মৃতি,
প্রফুল্ল মরম কত করে তারে প্রীতি ;
এ মরমের সনেতে হ'য়েছে বিচ্ছেদ ;
বাসনা আকুল হ'য়ে ক'রে ধীরে খেদ
কোথায় চলিয়া গেছে—অসীমের কোলে ;
পরলোকছায়া এসে হৃদয়েতে দোলে ;
ধরণীর দেখি সব শূন্য—শূন্য—শূন্য !
কিছুই করিতে নারে হৃদি পূর্ণ—পূর্ণ !

(প্রকাশ্যে ভাঙ্গা স্বরে)—

হরি হরি, হরিবল হরিবল।

স্ত্রী (কাঁদিতে কাঁদিতে)—

লওগো বিধাতা মোরে তোমার কোলেতে লও
চাহিনা এ সংসারে রহিতে।
পারিনা আর শোক বহিতে।
যেতেছেন স্বামী কোথা আমিও যাইব সেথা
তোমার কোলে লও ত্বরিতে।
হেথাকার হাসি খুসি হেথাকার গীত রাশি
চাহিনা গো চাহিনা লইতে।
মোর এ ক্ষুদ্র পরাণ মিশাও তোমার প্রাণে
পারিনা গো পারিনা সহিতে—
পরাণের জ্বালা আর, উঃ বিষম—বিষম যে
কাহারে যাইব কহিতে—
এ বিপদের সময়ে ? শুনিবে কেই বা কথা
কেহ না আছয়ে গো শুনিতে।
এখনি দলিয়া ফেল বিধাতা হৃদয় মোর
নাইকো বিলম্ব শুকাইতে।

পথিক (চারি ধারে চাহিয়া)—

আঁধার রজনী ঘোর নাহি কিছু দেখা যায়,
ভ্রুকুটী করিছে ধীরে শূন্যে কোটি কোটি তারা ;
সমীর বহিয়া যায়, ঝর ঝর উঠে রব ;
ঘুমাইছে পশুপাখী হইয়া আপন হারা ;
বিকট দশন মেলি ডেকে যায় শিবাদল ;

তটিনী প্রশান্ত মনে গাইছে উদাস গান ;
মাথার উপর দিয়ে নিশাচর পাখী কত
উড়ে যায় ডেকে ডেকে—আকুল করয়ে প্রাণ ;
শত শত প্রেতছায়া হাসিয়া বিকট হাসি
ঘুরিয়া বেড়ায় যেন চারিধারে আঁধারের ;—
সুখের স্বপন কত কুসুমিত হাসি কত
যাইছে টানিয়া তারা ল'য়ে ক্রোড়ে মরণের।
স্তবধ আকাশ হ'তে পড়িছে খসিয়া ধীরে—
অনন্তের মৃদুতান, তারি সাথে ছায়াময়ী
মায়াময়ী শত শত লোকান্তরের কাহিনী
আসে—নাচে প্রাণমাঝে—তাহাতেই পায় লয়।
প্রকৃতি গভীর ধ্যানে হেরিছে বিরহছবি ;—
আপনে আপনি মগ্ন, নীরব হৃদয় তার ;
আসিছে বাতাসে ভেসে সিন্ধুর বিলাপধ্বনি,
বুঝাইয়া দিছে সবে জগতের দুখভার ;
কাতর পরাণে এবে ঘুমায়ে প'ড়েছে সব ;
হাসি নাই গান নাই মাধুরী ঘুমায়ে আছে ;
গভীর নিশীথ মাঝে মুমূর্ষু একটী বৃদ্ধ !
উজল কুসুম মত—বসিয়া একাকী কাছে—
একটী রমণী ম্লান—করিছে বৃদ্ধের সেবা।
জ্বলিছে অলস প্রাণে প্রদীপ একটী ধীরে ;
ভীষণ স্তব্ধতা রাজে, নিশীথ আঁধার ঘোর !
দুটী প্রাণ শুধু একা—তটিনীর তীরে !

(প্রকাশ্যে বৃদ্ধের প্রতি)—হইছে কষ্ট কি খুব ?

বৃদ্ধ। (ভাঙ্গাস্বরে হরিবল হরিবল।
পথিক। উঃ কি কষ্ট কি কষ্ট গো!
হরিবল হরিবল।
(রমণীর দিকে চাহিয়া স্বগত)
আহা হেন সুকুমারি—
জোছনা-গঠিত যেন,
ইহার পরেতে ক্লেশ
বিধাতা দিলেন কেন?
করি সহায়তা আমি
এখনি—এখনি ওরে,
রহিছি নারিতে আর
দুখে যায় প্রাণ ভ'রে।

সুন্দরী।

ছন্দময় গীতে মাখা
কুসুমের স্মৃতি ঢাকা
স্বপন-পরশ-রেখা
মধুমুখে তোর ওরে।
যৌবন-আলো খেলে,
স্নিগ্ধ ছায়াখানি ফেলে
প্রেমতরু দুলে হেলে
ধীরে তোর মাথা পরে।

সুরভিত আধবাণী
জোছনার মৃদুপাণি
প্রদোষের হাসিখানি
প্রতিনৃত্যে বাঁধা তোর।
প্রণয়-রসস্তুটুকু
চুম্বন-আবেশটুকু
বসন্তের ভাষাটুকু
ছাইয়া অধর তোর।
উষার চম্পক-দেহ
নিশীথ-বাঁশরী-লেহ
মৃদুল পীরিতি স্নেহ
তোর সনে ওঠে নেচে।
সৌন্দর্য্য-কাহিনীগুলি
কোমল নয়ান তুলি
আনন্দেতে হেলি দুলি
ঘোরে ফেরে তোর কাছে।
আশার সোনালি বুকে
ললিত-পরশ-সুখে
বিজন বিহগরুকে
রুণু ঝুণু তোর শুনি।
সখীদের ফুলবনে
মধুলাপ নিরজনে
খেলে তোর নৃত্যসনে
আঁধারের তুই জুনি।

সন্ধ্যায়

১

মেঘেতে মেঘেতে খেলাখেলি
সোনালি আলোক নিয়ে ;
উড়ে যায় পাখী বেলাবেলি
সাঁঝের আকাশ দিয়ে।

২

কোলাহল ধীরে গেছে থেমে
ঈশানে হাসিছে শশী ;
তারাগুলি একে আসে নেমে
কিরণ পড়িছে খসি।

৩

গরুগুলি ল'য়ে মাঠ দিয়ে
রাখাল বালক যায় ;—
থেকে থেকে ওঠে গান গেয়ে
চাঁদের পানেতে চায়।

৪

উদাসপরাণ গীতগুলি
লুটায় চাঁদের পায় ;
মলয় খেলে গো প্রাণখুলি
ফুল ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়।

৫

ফুলের পাপড়ি উড়ে আসে
পরিমল মৃদু মৃদু ;

দু একটী পাখী নীলাকাশে
ঘুরিয়া বেড়ায় শুধু।

৬

আকাশ ব্যাপিয়া প্রেমছায়া
খেলিছে পরাণ ছুঁয়ে ;
দিকবালা দেখে হর্ষকায়া
চরণে চরণ থুয়ে।

৭

জোছনার সাথে হেসে হেসে
তটিনী সাগরে ধায় ;
চাঁদেরে চুমিয়া ভেসে ভেসে
উন্মত্ত জলদ যায়।

৮

কিশলয় কত রাঙ্গা রাঙ্গা
শাদা ফুল-সনে দোলে ;
হাসিগুলি যেন ভাঙ্গা ভাঙ্গা
লোহিত অধর-কোলে।

৯

দূরে গ্রামগুলি মিশে গেছে
আঁধার-কোলের পরে ;
যে যাহার সব ঘরে গেছে
মধুর বিশ্রাম-তরে।

১০

মধু উপবন ওই হোথা
নীরব এখন সবি ;

চারিধারে নাই কেউ কোথা
ডুবিয়া গিয়াছে রবি।

১১

উপবন হ'তে মধু-মাখা
পরশে কাহার গীতি ?
ফুলে ভ'রে আছে তরু-শাখা
জেগে ওঠে হৃদে প্রীতি।

১২

বুঝি ব'সে হোথা কোন বালা
বনদেবীটীর মত—
উপবনে ধীরে করি আলা
রচিতেছে গীত শত !

মরম-বাঁশরী।

অলস পরাণে মৃদু মৃদু তানে
স্বপন উঠে গো জাগি,
বাঁশরী কই গো বাজিল কই গো
আকুল বাঁশরী লাগি।

২

স্মৃতির সুবাস গীতির আভাস
লুকানো প্রাণের হাসি,—

বাহিরিতে চায়—পরশিতে যায়—
মধুর মরম-বাঁশী।

৩

বাজাইতে যায় বাজেনাতো হায়
কেমন ধারা এ রীতি ?
মিছে যে হরষ মিছে যে পরশ
মিছে বাঁশরী পীরিতি।

৪

হসিত কমল আকাশ বিমল
ভাবিয়া হয়গো সারা—
কোথায় বাঁশরী-বিরাব মাধুরী
কোথায় হ'য়েছে হারা ?

৫

আনিছে শিশির প্রভাত সমীর
পাগল হইয়া ছোটে ;
বাঁশরী মিলিল প্রাণ আকুলিল
বাজিল না যে গো মোটে।

৬

গিয়েছে টুটিয়া প'ড়েছে লুটিয়া
মরম-বাঁশরী হায়,
কতবার ভাবি বাজে—বাজে বুঝি
বাজানো নাহিক যায়।

বিজনে।

১

নিরাশাশিখরে উঠি
　　ব'সে আছি একা ;
চারিধারে মেলি আঁখি
　　কারো নাই দেখা।

২

অশ্রুর শিশির-কণা
　　মরমের পাতে ;
বিষাদের বায় ধীরে
　　ব'য়ে যায় মাথে।

৩

থেকে থেকে কাঁপে প্রাণ
　　বাহিরয় শ্বাস ;
নিশীথ বিলাপ তান
　　ফেলে অশ্রুরাশ।

৪

কোথাকার ফুলবনে
　　প্রেম আছে ফুটে ;
সুবাস উড়িয়া আসে
　　হৃদি নেয় লুটে।

৫

সাঁঝের বায় ব'য়ে যায়—
　　স্বপ্নমালা গাঁথে ;—

অতীত কাহিনীগুলি
ল'য়ে আসে সাথে।

৬

প্রাণপূর্ণ বাঁশীরাব
থেকে থেকে আসে ;
ললিত হাসির ছায়া
খেলে আশে পাশে।

৭

স্মৃতির কল্লোলতান
উছলিয়া উঠে ;
অশ্রুসিক্ত মুখে হৃদি
শুনিবারে ছুটে।

৮

আকাশের পরপারে
ফুটে বুঝি আছে—
গীতির কলিকা রাশি
শত ফুল গাছে।

৯

মৃদুল সুরভি আসে
ছায় মোর প্রাণ ;
বেজে ওঠে হৃদি-মাঝে
প্রণয়-বিষাণ।

১০

মাধুরী বরষি কে গো
ঢালে প্রাণ-মাঝ—

মধুর গীতি-কুসুম ?

কার হেন কাজ ?

১১

বুঝি কোন সুরবালা

দেখিয়াছে মোরে ?

করুণ সলিলে তার

গেছে প্রাণ ভরে।—

১২

আকুল নয়ান মেলি

গীতি-ফুল-রাশ,

ঢালিয়াছে ধীরে ধীরে

হৃদি-চারিপাশ।

নূতন।

১

আজি ঝরে সুধাধারা ফুলের বাতাসে

উথলে গীতের প্রাণ;

আজি করুণ হৃদয়ে হেরিছে বিলাসে

প্রকৃতি দিকের পান।

২

আজি গাহিছে পাখীরা নাচিয়া নাচিয়া

কনক হাসির সাথে;

আজি ললিত লীলায় গিয়েছে ভরিয়া
মধুর আকাশ-ছাতে।

৩

আজি মৃগশিশুগুলি অচল শিখরে
খেলায় ঝরণা-তীরে;
আজি মধুকুলুগাথা রচিয়া সাগরে
শোনায় তটিনী ধীরে।

৪

আজি সুখস্মৃতিগুলি মধুর উলাসে
ঘুরিছে হৃদয়-মাঝে;
আজি জগতের বীণা বাজিছে উছাসে
সাজিয়ে মধুর সাজে।

৫

আজি করে হাহাকার বিরহপরাণ
আশা নাচে তালে তালে;
আজি স্বপন-শিশুরা বাজায় বিষাণ
মধুতান ডালে ডালে।

৬

আজি পরাণ হরষে আঁচল ভরিয়ে
বেড়ায় তুলিয়ে ফুল;
আজি মরমকাহিনী কুসুমে বসিয়া
দোলে গো হুহুল দুল।

কানন-বালা।

১

ছবির মতন গাছপালাগুলি
নীরবে দাঁড়ায়ে আছে ;
আধ-ফোটা ফুল আধ-পাকা ফল
দোলে ধীরে কাছে কাছে।

২

ছায়ায় ছায়ায় ভ'রেছে কানন,
গাহিছে পাখীরা গান ;
হরিত পাতায় শোভে চারিদিক,
পরিমলে ছায় প্রাণ।

৩

ব'হে যায় নদী, ভেসে ভেসে যায়
তরণী বুকের পরে ;
পড়িতেছে দাঁড় ঝপাৎ ঝপাৎ—
ধ্বনিত কানন ভ'রে।

৪

হরিণ শিশুরা হেথা হোথা ব'সে
চিবাতেছে তৃণদল ;
মাঝে মাঝে তারা কাণ খাড়া ক'রে
শুনিছে তটিনী-কল।

৫

সুমন্দ সমীর বহে ঝুরু ঝুরু—
স্বপনে আঁসিছে ভেসে ;—

কানন-হৃদয়ে পশিছে সুধীরে
মধুর সুরভি বেশে।

৬

ফুলের হাসিতে চারিদিকে কিবা
কাননে মধুর ছবি ;
হেরিছে আকাশ কাননের পানে
যেনরে উদার কবি।

৭

লতায় পাতায় খচিত জড়িত
কুটীর কানন মাঝে ;—
সুবিজনে শুধু শোভে তরু-ছায়ে,
খুঁড়িতে হয় না খাঁজে।

৮

কুটীর-ভিতরে বসিয়া লতিকা
গাঁথিছে আপনি মালা ;
করিবে কি কাজ ? মালা গাঁথে শুধু
হইয়া কানন-বালা।

৯

পৃথিবীর সুখ পৃথিবীর দুখ
জানে না কিছুই যে সে ;
ফুল তুলে আনে ফল পেড়ে খায়
বেড়িয়ে বেড়ায় হেসে।

১০

পাতা দিয়ে দিয়ে নিরমায় বাঁশী
বাজায় মধুর গীতি ;—

শোনায় কাননে হরষিত মনে
করয়ে তাহারে প্রীতি।

১১

আসিলে নিশীথ তারা-পানে চেয়ে
কত কি কথা সে বলে!
দেখায় তাদের কত শত ফুল
হাসিছে তাহার কোলে।

১২

তটিনী হইতে ভরিয়া কলস
সলিল তুলিয়া আনে;
সযতনে কত কুসুমের গাছে
পোষিছে সলিল দানে।

১৩

মরম্ সরম যত আছে তার
কাননেই আছে প'ড়ে;
কাননই তার মনের মানুষ
তারেই সে প্রেম করে।

১৪

কাননের বালা,—রহিয়াছে বেস—
আহা সে মধুর গণি;
হারায় না যেন কানন তাহারে—
কানন-নয়ন-মণি।

উদাস পরাণ।

বেহাগ—কাওয়ালী।

কিসের তরেতে মোর
উদাস পরাণ আজ?
শিখীরা বেড়ায় নেচে;
ফুলগুলি বেছে বেছে
রূপসীরা তুলে নেছে
নিয়মে ফুলের সাজ।
কিসের তরেতে মোর
উদাস পরাণ আজ?
মরাল মরালী মিলে
পুলকে চৌদিকে বিলে
ঘুরিয়া বেড়ায় দুলে
মৃণালগুলিরে টানে।
মধুকর গেয়ে গেয়ে
ফুল হ'তে ফুলে ধেয়ে
সুরভি-বারতা ল'য়ে
ঘোরে চারিদিক-পানে।
দিগন্তে চপলা খেলে
লুকাইয়া মেঘজালে,
পাখীরা গাহিছে ডালে
ধীরে কুঞ্জ-বন-মাঝ।
কিসের তরেতে মোর
উদাস পরাণ আজ?

লতিকামণ্ডপে বসি
শিশুগুলি হাসি হাসি
কহে কথা রাশি রাশি,
বাজাইছে এক বালা—
সহকার-পাতা দিয়ে
বাঁশী এক নিরমিয়ে—
সুধীরে নিজের হিয়ে
পুলকে করিছে আলা।
কতজন শিলাপরে
লিখে গেছে প্রাণ ভ'রে
প্রণয়িনী-নাম ধীরে
লুকায়ে বিসর্জ্জি লাজ;
কিসের তরেতে মোর
উদাস পরাণ আজ?
আঁখি তুলি সহ মান
তুলে ধীরে দুটী কাণ
চাহে চারিধার-পান
মনোরম মৃগদলে।
ওই যুবা শত শত
নিজেদের মনোমত
তরী এক হর্ষে কত
ভাসায় সরসী-জলে।
এত গান এত শোভা
সকি আজ মনোলোভা—

মধুর হাসির আভা
চারিধারেতেই আজ।
কিসের তরেতে মোর
উদাস পরাণ আজ ?

আমার প্রতিবিম্ব।

প্রভাতে উঠিয়া দেখি
হাসে সব ফুলদল ;
সমীর বহিয়া যায়—
আসে মধু পরিমল ;
তাদের যে স্বপ্নসুখ
আমারি আনন্দ গান,
তাদের যে পরিমল
আমার প্রফুল্ল প্রাণ ;
আমারি কিরণ পেয়ে
ফুটে আছে সবে তারা,
আমারি সঙ্গীত গেয়ে
দিবানিশি হয় সারা।

তুমি কি বুঝিবে?

তুমি কি বুঝিবে মোর কথা?
তুমি কি বুঝিবে মোর ব্যথা?
কোন্ কেন্দ্র ল'য়ে ঘোরে মোর পরিবেশ,
কোন্ মন্ত্র ধ্বনি ল'য়ে করি আমি বেশ,
কোন্ আরামের মাঝে আবাস আমার,
কোন্ প্রাণে কোন্ কাজে পরিমল সার,
সহজে নাহি যায় বোঝা—
না বুঝিলে মরমে বোঝা।
বোঝা ফেলে পলাইবে পথ কোন্ ধার,
জান না বোঝ না কিছু কোথায় কে কার—
তুমি কি বুঝিবে মোর কথা?
তুমি কি বুঝিবে মোর ব্যথা?

ক্ষমা।

১

কাহারেও করিতে পারিনা ক্ষমা
তাই মোর কিছুই রহেনা জমা,
তাই মোর এত ক্লেশ
দুখ শোক পরিতাপ,
তাই মোর এ বিশেষ
বার বার করি পাপ।

কাহারেও করিতে পারিনা ক্ষমা
তাই মোর কিছুই রহেনা জমা।

২

কে কি কথা বলে রে আমায় রেগে
ছুটে যাই মারিতে তাহায় বেগে।
পরেরে মারিতে গিয়ে
জীবনের অপচার,
পরের মরণ নিয়ে
নিজের মরণ ভার!
কেন তাহা দেখিনা বুঝিয়া জেগে?
হায় ঘুম কেনরে আমায় লেগে?

৩

চারিদিকে আমার ঘিরিয়া প্রাণ—
গীতিময় নূতন নূতন প্রাণ,
পারিনা ধরিতে তাহা
রুধির বিহীন ম্লান;
সৌন্দর্য্য সুবাস আহা
বুঝি না করি না ঘ্রাণ।
শুধু সাধি অলস মলিন তান
তবে আর কেমনে পাইব ত্রাণ?

৪

নাহি খুঁজি ক্ষমায়, দেখিনা ফিরে—
নিলে ওর আশ্রয় রচে কি ধীরে;
তাড়াইয়া দিই দূরে

অসহ্য সকলি মোর,
গান গাব কোন্ সুরে?—
ক্ষমার বুঝি না জোর!
না বুঝিলে বুঝিব না এ জগতীরে
না বুঝিলে বুঝিব না মোর গতি রে।

জড়তা।

১

চলিতে কোথাও যাই
বাধা জাগে প্রতিপদে স'রে আসি ভয় করি।
কেন কি সাহস নাই?
জীবনের প্রতিধ্বনি কেমনে গো জয় করি?

২

মুখে নাই সরলতা,
চলি ক্রূর পদক্ষেপে, প'ড়ে যাই পরাজয়ে।
মরণের গরলতা
করাল ব্যাদান তুলি জেঁকে ওঠে নিরদয়ে।

৩

আশেপাশে চলে সব,
বিকট মুখের ভঙ্গী করি তাহাদের পানে,
করকশ করি রব;
ডাকি কই ভাই ব'লে? নাশি তাহাদের মানে-

৪

আপনারে উচ্চ করি
ধরি যেই, প'ড়ে যাই ম'রে যাই আঁধারেতে।
কাহাদের নিরভরি
উঁচুতে উঠিব আমি শূন্যে শূন্যে দিনেরেতে ?

৫

মহা শূন্য ল'য়ে চিতে
ভয় লাজ দুখ তাপ চারিপাশে করি জড়
ভুলে যাই নিজহিতে—
সাধিতে জগত মাঝে কেন আমি জড়শড় ?

ব'সে থাকিবার নয়।

১

যেরূপ প'ড়েছে সময়
ব'সে থাকিবার নয়,
যেরূপ জেগেছে রে ভয়
শিখিতে হইবে নয়।

২

চরণ বিক্রমের ভরে
তুলি তুলি এই বেলা।
ভাবিছি কেন কার তরে ?
ভুলি ভুলি এই বেলা।

৩

যেদিকে চাই কাম ক্রোধ
ফেলেছে আকাশ ঘিরে ;
তোলে সবাই প্রতিশোধ
ল'য়ে মলিন শরীরে।

৪

ধ্যানের বড়ই ব্যাঘাত
বহে কুটিল বাতাস ;
হউক ঘাত প্রতিঘাত
মাঝে রচিব আবাস।

৫

যেরূপ প'ড়েছে সময়
ব'সে থাকিবার নয়,
যেরূপ জেগেছেরে ভয়
শিখিতে হইবে নয়।

মৌনব্রত।

১

যে যা' বলে শুনি,
কারো কথা কেটেকুটে আমি হইব না বড়-
হ'য়ে থাকি মুনি,
মৌনব্রত ধ'রে আছি ভয়ে নাই জড়শড়।

২

কার কথা ভাল

বিচারিয়া দেখিলেই পড়ি সংশয়ের মাঝে,

কার কথা কাল

বিচারিয়া দেখিলেই আমি প'ড়ে যাই লাজে-

৩

ধারে প'ড়ে যাই,

ভাবিয়াছি তাই

দুইপক্ষ ধ'রে আমি ছাইয়া ফেলিব শূন্য ;

হাতে এল সব

যদিও নীরব

চারিধারে জীবনের ফুটিয়া উঠিবে পুণ্য।

৪

যে যা' বলে শুনি

কারো কথা কেটেকুটে আমি হইব না বড়-

হ'য়ে থাকি মুনি

মৌনব্রত ধ'রে আছি ভয়ে নাই জড়শড়।

বিচার।

এই এক দুই তিন চার
　　করিগো বিচার।
ওগো সকলেরই প্রাণ সার
　　নাইরে বিকার।
এই এক দুই তিন চার
　　করিগো বিচার।
ওগো তুমি আমি সবাকার
　　একের আকার।
এই এক দুই তিন চার
　　করিগো বিচার।
ওগো যোগাযোগ চারিধার
　　এক মূলাধার।
এই এক দুই তিন চার
　　করিগো বিচার।
ওগো সব অনন্ত অপার
　　মাঝে কর্ণধার।
এই এক দুই তিন চার
　　করিগো বিচার।
ওগো বিশ্বমাঝে জানি সার
　　এক নিরাকার।
এই এক দুই তিন চার
　　করিগো বিচার।

ওগো হলে মেঘ অপসার
চিত্ত নির্বিকার।
এই এক দুই তিন চার
করিগো বিচার।

অর্পণ।

আপনার মাঝখানে
একবার আনি দর্পণ
দেখি আমি কতখানি
পেরেছি করিতে অর্পণ
তাঁরে।
দর্পণ মোর উপাসনা
আর কিছু নহে।
অর্পণ কাটান বাসনা
আর কারে কহে ?
আর কিছু নহে।
সকলে চর্ব্বিত চর্ব্বণ
পারে।
করে না প্রাণ সমর্পণ
তাঁরে।
অনাদি অনন্ত ব্রহ্মণ
দ্বারে।

দেখি আমি কতখানি
পেরেছি করিতে অর্পণ
তাঁরে।

ছায়া।

১

আপনারে ভুলে সবে
জগত বিশাল কোলে
ধরে শুধু ছায়া!
প্রণয় ভাবিয়া যায়
দেখেনাতো প্রণয়েরে
শুধু রূপমায়া!

২

বিমল চন্দ্রমা হাসে,
দেখে ধীরে হৃদয়ের
প্রণয় এ হেন।
জ্বলন্ত নয়ান মেলি
তপন কহিয়া ওঠে
প্রণয় এ কেন?

৩

ফুলের স্তবকরাশি
প্রকৃতি লইয়া হাতে
হৃদয়েরে কহে—

প্রণয়ের ছায়া শুধু
পরাণে ব্যথিত করে
শুধু তারে দহে।

৪

তটিনী কাঁদিয়া বলে—
'আমার মতন দশা
হৃদি কেন পায় ?
প্রকৃত চাঁদেরে আমি
নাহি ধরি হৃদিমাঝে
ধরি শুধু ছায়।

৫

আপনারে ভুলে সবে
জগত বিশাল কোলে
ধরে শুধু ছায়া !
প্রণয় ভাবিয়া যায়
দেখেনাতো প্রণয়েরে
শুধু রূপমায়া !

ওপারে।

১

এপারে নাই ফুলের খেলা
বহেনাকো মলয় বাতাস,
বসন্ত আসিবে কেমনেগো
জাগিবে কেমনে মধুহাস ?

২

ঘোর মরুময় ভূমি হেথা,
পড়িতেছে নাহি যায় গণা
কত যাত্রী মরণের কোলে !
ছাইতেছে তপ্ত বালুকণা।

৩

মধুর প্রদোষের কিরণ
হেথা যেন গরল সমান,
সঙ্গীতের নির্ঝরিণী-জল
নাহি করে হেথা কেহ পান !

৪

কোথা পাখীদের গীত-সুধা ?
উষার পরশগীত কোথা ?
ফল ফুলহীন গর্ব্বতরু
শুধু এক দাঁড়াইয়া হোথা।

৫

উহার পরেতে ব'সে কই
কোন্ পাখী হরষিত প্রাণে ?

ওর ক্ষুদ্র ছায়াখানি ল’য়ে
কাহারে করিবে ছায়াদানে ?

৬

বাসনা আকুলি ওঠে কেঁদে,
হেথায় নাই আশ্রয় ছায়া ;
সুখস্মৃতিগুলি মর মর,
জীর্ণ হ’য়েছে তাদের কায়া।

৭

শিহরিয়া দেহ মন প্রাণ
অশান্তির লূ কেবলি বয় ;
কখন দহিয়া যেতে হবে
এই শুধু এই হেথা ভয়।

৮

যদি বা তানের দেশ হ’তে
কৃপা করি দুএকটী তান
আসে সুকোমল করিবারে
হৃদি, ক’রে ফেলেগো পাষাণ !

৯

এমনি প্রকৃতি-বিপরীত
হেথায় সকল কাজ বঁধু।
বরষেণা বারি মেঘজাল
বালুকার কোলাহল শুধু।

১০

ক্বচিৎ ক্বচিৎ চমকেগো
হেথা সৌন্দর্য্য বিজুলী ;

উচ্ছসিবে কে ? গাবে কে গান
হৃদয় পরাণ ধীরে খুলি ?

১১

চল বঁধু চল হেথা হ'তে
এপারে আর রহেনাকো,
উতরাই আইস এপার
ওই র'য়েছে প্রেমের সাঁকো।

গিরিপথে

১

নাই কোন জন প্রাণী—
গিরিপথ চ'লে গেছে সোজা।
একা যাই ফুল আনি,
পার্ব্বত্য ফুলের করি বোঝা।

২

হৃদয়ের উপবনে
মিশাইরে পরিমল ধীরে,
বসি হেথা নিরজনে
দেখি বিচিত্র এ জগতীরে।

৩

দূরে ওই অদ্রিতলে
সারি সারি সুগভীর বন,

নাহি কেহ হোথা চলে
শান্তিময় স্তব্ধাকার মন।

৪

ঝরণার বায়ু ধায়
চুপে চুপে বন দিয়ে দিয়ে,
ঔদাস্তে বহিয়া যায়
জীবন উদাস করি দিয়ে।

ভগ্নমন্দির

১

শিকড় প'ড়েছে ঝুলে,
প্রকাণ্ড শিয়র তুলে
দাঁড়াইয়া বট তরু মহান আকার!
নীরব কি এক ধ্বনি
অনন্তের প্রতিধ্বনি!
চারিধারে জেগে আছে ভগন প্রাকার!

২

বড় বড় ঝাউ সব
সিন্ধুর কলরব
অনন্ত আকাশে তোলে অনন্ত উদাস।
বায়ু বয় হুহু হুহু,
পিউ পিউ কুহু কুহু
ঝাউএর উদাস তানে মিলায় প্রশাস।

৩

কি এক স্বপন আনে,
জগত জুড়ান গানে
কে যেন কোথায় যায় মিলিয়া মিশিয়া।
কে কোথায় যায় আসে,
কারে কে—ভালবাসে,
স্মৃতিপটে কত কথা উছলিছে হিয়া।

৪

সব গভীর স্তম্ভিত,
হেলে আছে ভাঙাভিত,
মন্দির পড়িয়া একা বটের ছায়ায় ;
দুয়ার ভেজান তার,
গায়ে বনফুল সার
জেগে আছে সাথে শুধু মধুর মায়ায়।

৫

সেথা বসি' চুপে চুপে
—দহে না উত্তাপ ধূপে—
ফুলগুলি ধ্যায় বুঝি সৌন্দর্য্যের রূপ ?
দিবস নিশীথ মাঝে
কোন্ সুখতান বাজে
শুনিবারে তাই বুঝি ভ্রমর লোলুপ।

৬

দূর পথে চ'লে যায়,
পথিকেরা গেয়ে যায়
চেয়ে যায় ধীরে ধীরে মন্দিরের পানে—

জগতের ছেলে খেলা
বুঝে যায়, করে হেলা
সংসারের মৃত্যুময় মান অভিমানে।

হাসি ও গান।

১

জেনো চারিধারেতে হাসির খেলা
চারিধারেতে গান।
জেনো ঝরিয়া পড়ে সুধীরে পাতা
যেগুলি ম্রিয়মান।

২

জেনো হ'তে না হ'তে নিশার শেষ
পাখীরা গেয়ে ওঠে।
জেনো না বহিতে গো মলয় বায়
ফুলেরা ধীরে ফোটে।

৩

জেনো অফুট যবে কুসুমগুলি
ভ্রমর ছুটে আসে।
জেনো লোটেনি যবে ফুলের মধু
ছায় মধুর বাসে।

৪

জেনো হাসির তরে গানের তরে
সবুর নাহি সয়।
তাহারা পাছে হারায়ে যায়
জগতের এই ভয়।

ভাসান।

সাধের তরণী মোর ভাসাতে চাহি রে।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিমান বাসনারে ভুলি
মেঘের উপরে উঠি ভেসে যাব ধীরে,
চাহিব ধরার পানে আনন্দেতে দুলি।

উষার কনক হাসি দেখিতে দেখিতে
কত দূরে চ'লে যাব আকাশের মাঝে,
সমীরণে মৃদু মৃদু শুনিব সঙ্গীতে,
মধুর অপ্সরী বীণা ঝঙ্কারিয়া বাজে।

শত শত বিদ্যাধরী যেথা তালে তালে
স্বরগের উপবনে গাহিছে নাচিয়া
আকুল নয়ান মেলি' যাব সেইদিকে,
গাঁথিব মন্দার মালা বাছিয়া বাছিয়া।

স্বপন পরশ সম মধু পরিমলে
ফুটিবে প্রাণের ভাষা হৃদয়ের স্তরে ;
অধরে চুম্বন লেখা আঁকিব হরষে,
লিখিব প্রণয় কথা কনক অক্ষরে।

একটী সরলা বালা লাবণ্য কিরণে
সহসা রে দেখা দিবে চপলা মোহিনী—

প্রণয়ের দ্বার খুলি মৃদু মৃদু হাসি
প্রকাশিবে আলো করি' আঁধার যামিনী।

কহিব প্রণয় কথা হেসে হেসে তারে,
বসিয়া বাজাব বীণা মেঘের উপরে,
রচিব প্রণয়-গাথা চির অনুরাগে
ভাসিতে ভাসিতে দোঁহে সমীরণ ভরে।

মিলিব উভয়ে তবে অপূর্ব্ব মিলনে,
মিলিয়া হইব দোঁহে এক এক এক—
অপার পুলক ভরে হইয়া মগন
করিব ধরণী পরে প্রেমবিন্দু সেক।

প্রফুল্ল বয়ানে সবে দেখিবে তখন
জলদের মাঝে কিবা দুজনার ছবি ;
শ্যামল হইবে যত মরুসম হৃদি
দুজনার আঁখি হ'তে প্রেম-অশ্রু লভি।

নিরাশা।

হরিত পাতার পরে খেলে যায় হাসি,
কুঞ্জে কুঞ্জে ধীরে ধীরে বেজে যায় বাঁশী,
জীবন মরণ মাঝে পুলকের নাচ—
জগৎ গাহিয়া গান পরে নব সাজ।
আশারে লইয়া সাথে উড়িছে কল্পনা,
খেলিছে আকাশ কোলে মধুর জল্পনা,
লাবণ্যের ঢেয়ে তুলে ফুলগুলি চায়,
আকুল মধুপ এসে চুমি চুমি যায়।
কি এক আশ্বাস-বাণী মাতিয়া উল্লাসে
মাতাইছে চরাচরে মধুর উচ্ছ্বাসে।
সহস্র প্রাণের গীত সহস্র ধারায়
আকুল হইয়া যেন গাহিয়া বেড়ায়।
সোনালী মেঘের বনে রম্য বিহারিণী
রাগিণীরা শত শত খেলিছে মোহিনী।
হাসে খেলে সবে গায় ছড়ায়ে অমৃত,
আমি কেন মোহমগ্ন রহি যেন মৃত?
চৌদিকে জগত মাঝে এত হাসি খেলা—
প্রমোদ উল্লাস জাগে—সঙ্গীতের মেলা,
আমি বসি একা শুধু—নিরাশ পরাণ,
বিষম মোহের কোলে মৃতের সমান!

নিরাশা বিষাক্ত কীট! দংশে তুই ধীরে
করেছিস মোরে মগ্ন পঙ্কময় নীরে!

প্রাণে করেছিস মোর অতি দুর্ব্বল,
জগত বৃক্ষের মোর তুই খাস ফল
আমারে বঞ্চিত করি ? দূর হ এখনি।
সদ্ভাব তোমার সাথে ! বিষধর ফণি !
দূর হইবি না তুই—দেখাস বিক্রম,
এখনি নাশিব তোরে দুরিব বিভ্রম।
হব না বিমুখ আমি করিতে সংগ্রাম,
উৎসন্ন করিব তোরে যুদ্ধে অবিরাম।
বিনাশি' আজিকে তোরে তবে মোর সুখ-
হেরিব বিমল প্রাণে জগতের মুখ।

এসো।

(গান)

দিতে তব ভালবাসা
জাগাইতে মোর আশা
এসেছ কি পরাণের পরে হাতে ল'য়ে বাঁশী ?
ক্ষুদ্র বল্লরীর মত
আপনার অভিমত
এসেছ কি তুমি মরমের লতাইতে হাসি ?
তাই যদি, এসো এসো
আমার পাশেতে বসো,
দেখ চেয়ে চারিদিকে কিবা দশা একবার।
বিষাদের ঘরে পশি'

ম্লান মুখে প্রেম বসি
বিলাপ করিছে এক কোণে—ঘিরিয়া আঁধার।
ওই দেখ গানগুলি
নিজেদের সুর ভুলি
করিতেছে কোলাহল বিষম কর্কশ স্বরে;
কাঁদিয়া উঠিছে ত্রাসে
স্নেহবালা আশেপাশে
ভয়েতে মুর্চ্ছিত প্রায়, কাঁদিতেছে থরথরে।
হৃদয় আকুল ভাবে
ডাকিছে তোমায় এবে,
হৃদিরাজ্যে এলে তুমি পাইব শান্তি আবার।
আলো করি এলে পরে
উঠিবে মধুর স্বরে
লুকানো সঙ্গীতগুলি, বহিবে আনন্দ ধার।

বিলাপ।

১

কুসুমের মালা দোলে আজি
সকলের বাড়ী বাড়ী;
ছেলে মেয়ে কত ধীরে সাজি
দাঁড়াইয়া সারি সারি।

২

চারিধারে বাজে বাজনা গো

সবার হৃদয় নাচে ;
কহে সবে হেসে—"ওঠো জাগো
চল যাই মার কাছে।"

৩

গীতগুলি ধীরে মরমেতে
পুলকে বেড়ায় খেলি।
লুকানো কাহিনী উঠে মেতে
বাহিরে করে গো কেলি।

৪

অভিমান দুখ শোক তাপ
কোথায় গিয়াছে ভাসি ;
হরষের কোলে দেয় ঝাঁপ
শত শত পুরবাসী।

৫

ম্লান ভাব নাই, শুধু হাসি
জাগিছে সবার প্রাণে ;
সুরভি সমীরে বাজে বাঁশী
মধুর মধুর গানে।

৬

নিরাশা নাইক খেলে আশা
গাহিয়া মনের মাঝে ;
পুলকে আজিকে ভালবাসা
সবার হৃদয়ে রাজে।

৭

করয়ে এ ওয়ে কোলাকুলি

আনন্দে ভাসিয়া যায়;
জীবনের শত জ্বালা ভুলি
হেরে গো আকুলি মায়।

৮

পথধারে আজি কাঁদে কেন
ওগো ও অমন ক'রে?
উৎসবে আজিকে ম্লান হেন,
কেন গো বিলাপ করে?

নিশীথে নদীতীরে।

১

অলস আবেশে ছুটেছে তটিনী—
বসিয়া আছি একেলা;
আঁধারের মাঝে দেখা যায় দূরে
দু একটী দীপ জ্বালা।

২

থেমে গেছে গান থেমে গেছে হাসি,
সমীর পরশ মৃদু;
চারিধার হ'তে শিবা কোলাহল
ভাসিয়া আসিছে শুধু।

৩

নীরব শ্মশানে বিরহ কাহিনী
মরমে হানিছে বাণ;

পবন সুধীরে ক'হে যায় কাণে
'ছাড় বৃথা অভিমান।

ফুটে আছে কোথা বনের কুসুম
ফেলিছে সুরভি শ্বাসে ;
কনক চিকুর তারকা বালারা
আকাশের আশেপাশে।

৫

পাগল পরাণে জোনাকির দল
হেথায় হোথায় ছুটে ;
আকাশের হৃদি যায় চমকিয়ে,
আঁধারে আবার লুটে।

৬

নিশাচর পাখী দু একটা গাছে
করিছে ভীষণ রব ;
মুহূর্ত্ত মাঝারে স্তবধ আবার
নীরব আঁধার সব।

৭

অতীতের স্মৃতি স্বপনের মত
নাচিছে আঁধার কোলে ;
লোকান্তর ছায়া তাহাদের সাথে
আকুল পরাণে দোলে।

৮

এমন আঁধার নিশীথের কোলে

ছু একটী মৃদু গান—
কোন্ জগতের নীরব কাহিনী
ছাইয়া ফেলিছে প্রাণ।

কাহারে ?

কাহারে ডাকিতে যাও
মনের সাধে গো তুমি ?
মরমরে তরুলতা,
বিহগ বিহগী হোথা
কহিতেছে কত কথা,
ফুলে ভরে গেছে ভূমি।
কাহারে ডাকিতে যাও
মনের সাধে গো তুমি ?
কাহারে লেগেছে ভাল,
হৃদি মাঝে কার আল ?
কার তরে অশ্রু ফেল,
এমন মধুর দিন!
কাহার বাঁশীটী আজ
কাহার হাসিটী আজ
উঠিয়া পরাণ মাঝ
মরমে হইছে লীন ?
কাহার হৃদয় পান
তোমার গান,—

কার মধু প্রতিমান
আঁকিছ বুকের মাঝে ?
পুলকে অধীর হ'য়ে,
কার তরে যাও ধেয়ে ?
কাহার পরাণ ছুঁয়ে
বীণাটী তোমার বাজে ?
ডালেতে গাহিছে পিক,
মৃগশিশু অনিমিখ
দেখ চেয়ে চারিদিক,
পবন হরষে ধায়।
হেথা কত শত ফুল
দুলিছে মৃদু মৃদুল
পড়িতেছে তরু মূল
সমীরের মৃদু ঘায়।
গুঞ্জরে মধুপ হেথা
কহিছে প্রাণের কথা,
দূরিছে মরম ব্যথা
গায়ে মাখি পুষ্পসার।
ছোট ছোট ছেলেগুলি
মধুর নয়ান তুলি
গল্প করে প্রাণ খুলি,
ধারে না দুখের ধার।
হেথায় মধুর রব,
মধুর মধুর সব,

ফুটে হাসি নব নব,
কোথায় যাও গো তুমি ?
কাহারে ডাকিতে যাও
মনের সাধে গো তুমি ?

মধুপ ও ফুল

ফুলের কাছে নাচিগো শুধু
ফুলেরে গান শুনাই,
ফুলের সাথে কোলাকুলি গো
আর কিছু কাজ নাই।

২

ফুলেরে মোর মনের কথা
পরাণ খুলিয়া বলি ;
ফুলের প্রেমে ঢলিয়া আমি
ফোটাই জীবন কলি।

৩

হৃদয় মাঝে ফুলের ছবি
কেবলি বেড়াই আঁকি ;
ফুলের কাছে লইয়া রেণু
গায়েতে বেড়াই মাখি।

৪

ফুলের মধু অধর চুমি
ফুলেরে ধেয়াই শুধু ;

।

বাঁচাই প্রাণ তাহার কাছে
 ল'য়ে কণা কণা মধু।

৫

মধুর স্মৃতি উথলি উঠে
 শুনিলে ফুলের কথা ;
আকুল পরাণে বেড়াই ঘুরে
 শুনিলে ফুলের ব্যথা।

৬

মরমে বাজে মধুর বাঁশী
 ললিত ফুলের রাগে
আশা ভরসা তাহারি তরে
 সারাক্ষণ মনে জাগে।

৭

প্রভাতকালে উঠিয়া দেখি
 ফুলের স্বপন শুধু ;
ফুলের পরাগ মাখি গো বুকে—
 ফুলই আমার বঁধু।

৮

আমার তরে ফুলের প্রীতি
 সুবাস হইয়া ছুটে ;
ফুলের তরে আমার প্রীতি
 গানেতে গুঞ্জরি' উঠে।

মিলন।

দূর মন্দাকিনী হ'তে
প্রেমের কল্লোল আসে ;
দিক হ'তে দিকে ধীরে
কনক হিল্লোল ভাসে।

২

মৃদুমন্দ বায়ু ভরে
খেলিছে মেঘেরা সাঁঝে।
সুগম্ভীর কলতানে
প্রবাহিনী ছুটিয়াছে।

৩

প্রবাসী হ'য়েছে কোথা
জগতের কোলাহল ;
ঘুমন্ত পরাণে যেন
বহে সমীর বিমল।

৪

মরালের মালা সারি
চ'লেছে ডাকিয়া কোথা ;
চলিয়াছে শ্রান্তপদে
দুএক পথিক হোথা।

৫

জগৎ আকুল প্রাণে
প্রকৃতি বালায় চুমে,

মৃদুল পরশ-সুখে
চলিয়া পড়েছে ঘুমে।

৬

মিলন আসন পাতি'
দুটী মধুর হৃদয়
গিরির শিখরে বসি
দোঁহা পানে চেয়ে রয়।

৭

দোঁহে দুজনার পানে
হইয়া গিয়াছে ভোর;
সরেনাকো কথা আর—
চৌদিকে নিস্তব্ধ ঘোর।

পথিক।

১

কার তরে ওগো করুণ রাগিণী
গাহিয়া বেড়ায় ঘুরে?
চলে যায় দিন আসে গো যামিনী
গাহিছে একই সুরে।

২

কোথা হ'তে ওগো এসেছে হেথায়
আকুল পরাণ হ'য়ে?
কোন্ আশা ধ'রে ঘুরিয়া বেড়ায়,
যেতে চায় ও কি ল'য়ে?

৩

ফুল ফুটে কত উড়িছে সুবাস,
ফ'লে কত শত ফল ;
আকাশের পরে কনক প্রভাস,
নদী গায় কল কল।

৪

লাগিছে না তার কিছুই মধুর,
কি এক কাহিনী মনে ;
আসিয়াছে হেথা হইতে সুদূর
দেশ দেশান্তর ভ্রমে।

৫

গেয়ে যায় পাখী মাথার পরেতে,
চমকি আকাশে চায়,
আঁখি দুটী ফের কি যেন ভাবেতে
নাবিয়া পড়িয়া যায়।

৬

কেন ওর হেন বিষাদ বল গো
কেন ও করুণ গায় ?
কোথা হ'তে আসে, কোথায় যবে গো,
কাহারে খুঁজিছে হায় ?

হতাশ পরাণ।

আছিল কত আশা ভরসা,
জাগিত প্রাণে প্রেম-বরষা,
ফুটিয়া উঠিত তা'রা ধীরে
ভিজিয়া মধুর প্রেমনীরে,
বরষাও গিয়েছে চলিয়া
হৃদয় গো গিয়েছে জ্বলিয়া—
কিছু—কিছু নাই একেবারে—
শুষ্ক মরু হ'য়ে গেল হা'রে।
যেটুকুও ওগো বাকি ছিল
কে এসে ধীরে তা ভেঙ্গে দিল।
এবে হতাশ পরাণ—দুরবল!
এবে বাকি শুধু কালের কবল!

ত্রিকালজ্ঞ।

১

ত্রিকালজ্ঞের সন্তান
আমি ত্রিকালজ্ঞ!
সমুচ্চয়ের সন্ধান
করি এক যজ্ঞ!

২

রূপরাশি মিশিয়াছে
এক মহাপ্রাণে।

গীতরাশি মিলে গেছে
এক মহাগানে।

৩

ভূত ভবিষ্যতে মিলে
রচে মহাকাল।
জ্ঞানরূপে দশদিশি
করিয়াছে আল।

৪

নাহি সুখ দুঃখলেশ—
একাকার ঠাঁই।
ত্রিকালজ্ঞ মোর ব্যাস
কোথায় না নাই?

৫

ত্রিলোকের মাঝে আমি
বসিয়াছি ধ্যানে;
ত্রিকালের সংবাদ
আসে মোর প্রাণে।

৭

একমিলে দাঁড়াইয়া
মিলনের গান;
বিভেদেরে এড়াইয়া
ত্রিকালজ্ঞ প্রাণ!

৮

ত্রিকালেরে বুঝি যবে

কোথায় মরণ ?
জগতেরে দেখি ভবে
আনন্দ বরণ !

৯

ত্রিকালজ্ঞের সন্তান
আমি ত্রিকালজ্ঞ
সমুচ্চয়ের সন্ধান
করি এক যজ্ঞ !

দিও না বাধা।

বিভাস—ঝাঁপতাল।

আনন্দে চ'লেছি পথে
কেহ দিও না বাধা।
সুখ দুখ ঘটে ঘটুক
কেহ দিও না বাধা।
জীবন হইলে শুষ্ক
জীবনে করিব দান ;
মরণে অমৃত পেয়ে
নেব ওগো নবপ্রাণ।

জগতে আমি।

কি পুলকে মহাস্থরে চলিয়াছে চরাচর !
চলিয়াছে চলিতেছে চলিবে রে বরাবর।
আলোক আঁধার ল'য়ে খেলা ওঠে কত তার—
কি সৌন্দর্য্য ব'য়ে ব'য়ে ঘুরিতেছে চারিধার।
পলে পলে মহা গান,
জলে স্থলে মহাপ্রাণ,
ফোটে ধ্যান ফোটে জ্ঞান,
ফোটে ভাব সুমহান,
কি সৌন্দর্য্য ব'য়ে ব'য়ে ঘুরিতেছে চারিধার
মহান রহস্য মাঝে ল'য়ে মহান আকার।
এ জগতের অনন্ত রহস্যেরে বোঝা ভার।
এ জগতের সঙ্গীত আনন্দের নাহি পার।
চলিয়াছে মহাস্থরে আমারি সে প্রাণসার।
এ জগতে আমি ছাড়া নূতনত্ব কার আর।

আপনার ছন্দে।

১

কিছু ভয় করি নাকো পথে
চলি চলি বেগে।
বেঁচে আছি নিজ মনোরথে
বেঁচে আছি জেগে।

কোথা মোর কোন্ নিবসথে
প্রাণ আছে লেগে।
কিছু ভয় করি নাকো পথে
চলি চলি বেগে।

২

নাহি মানি এর ওর কথা
আপনার কাজে।
নাহি আনি কারো ফুল লতা
আপনার সাজে।
নাহি জানি কারো শ্যামলতা
আপনার মাঝে;
নাহি মানি এর ওর কথা
আপনার কাছে।

৩

এই চলি চলি এই ছন্দে
মানি না বারণ;
চ'লে যাই পথের আনন্দে
প্রেম আভরণ।
চারিদিক ললিত সুগন্ধে
দূরিবে মরণ।
এই চলি চলি এই ছন্দে
মানি না বারণ।

বিজনতা।

দূর চরে একা বসিয়া
শুনিতে হয় রে সাধ
দূর পাখীদের গান।
বনে পড়ে ফুল খসিয়া,
শুনিতে হয় রে সাধ
ঝুরু ঝুরু বহমান।
ধীরে বায়ু বহে শ্বসিয়া,
শুনিতে হয় রে সাধ
তরু লতাদের তান।
নদী পাড় পড়ে ধ্বসিয়া,
ভাসিয়া যাইতে সাধ
দূর অনন্তের পান।
পরাণ বিজনে বসিয়া
পায় যেন পরসাদ
প্রকৃতির আহ্বান।

রামায়ণ গান।

নীরব পল্লীর সুরে
দূর হ'তে পড়ে কেও রামায়ণ?
আসিয়াছি অন্তঃপুরে
হ'য়ে গেছি আমি ধর্ম্মপরায়ণ।

মলিনতা গেছে চ'লে,
শুভ্র শান্তি-পরিমলে
ফুটে গেছে মোর শ্রবণ নয়ন,
হ'য়ে গেছে শুভ্র মলিন বয়ন,
হ'য়ে গেছি যেন অনন্তে মগন।
নীরব পল্লীর সুরে
দূর হ'তে পড়ে কেও রামায়ণ।

কেটে যায় দিন মাস,
কোথা মোর চিরবাস—
চিরদিন করিব কি অধ্যয়ন ?
জগতের পথ ধ'রে
যাব কোথা স'রে স'রে
ব'লে দেয় শোন ওই রামায়ণ।
নীরব পল্লীর সুরে
দূর হ'তে পড়ে কেও রামায়ণ ?
আসিয়াছি অন্তঃপুরে
হ'য়ে গেছি আমি ধর্ম্মপরায়ণ।

খেলা।

অনন্ত আকাশ ব্যাপি
বিরহ মিলনে মিলি,
গড়িতেছে খেলা ঘর
নিরিবিলি নিরিবিলি।

ঘুরিছে জগতে শুধু
করি ঘোর শঙ্খধ্বনি,
ডাকিছে খেলিতে সবে
সবার মঙ্গল গণি।
ইহাদের মাঝে থেকে
শিখিতে হইবে খেলা,
হইবে অর্জ্জিতে বল
পঁহুছিতে সুধাবেলা।
দূরি শত অবখেল
গাহি অসীমের গান,
নির্ভয়ে খেলিব আমি
খেলাঘরে ফুল্লপ্রাণ।
জগতের চারিধারে
অরুণের আভা ধরি,
সবায় লইয়া সদা
অসীমের ক্ষেত্র পরি
খেলিতে হইবে মোর
গাহি অসীমের গান—
নির্ভয়ে খেলিব আমি
খেলাঘরে ফুল্লপ্রাণ।

দারিদ্র্য।

খাম্বাজ—একতালা।

জগতে বিলাব কি ?
জগতে বিলাব কি
নাই-নাই কিছু মোর।
যদি তাঁর দেখা পাই
তবে সব আছে মোর।
জীবন সার্থক মানি।
ধনবান মোরে জানি।
এমন দরিদ্র ভাবে
কেমনে কাটাব দিন ?
পারি না থাকিতে ভবে
হ'য়ে চির পরাধীন।
প্রাণে নববল পাই
যদি তাঁর দেখা পাই।
জীবন সার্থক মানি।
ধনবান মোরে জানি।

আশা।

১

অসীমের কোন ফুলবনে
তুই নিরজনে নিরজনে
শত শত ফুল তুলে,　　সুধীরে আপনা ভুলে,
গাঁথিস রে মালা একমনে
পরাইতে তোর প্রিয়জনে ?

২

বসন্ত আসয়ে হৃদে যবে,
গান গায় মৃদু মধুর রবে,
তখন সরমে ঢাকা　　ললিত সুবাসে মাখা
তোর মুখ দেখিবারে পাই ;
হরষে আকুল হ'য়ে　　ফুলগুচ্ছ হাতে লয়ে
হেথা হোথা ছুটিয়া বেড়াই ;
জগতের পাখী কত　　গান গায় শত শত
তাই শুধু শুনিবারে যাই।
বিষাদ কাঁদিয়া কহে　　"হৃদয়ে আর না রহে
কেহ মোর সাথী হেথা নাই।"

৩

অতিশয় নিদয় রে তুই !
কেটে যায় তিথি মাস,　　যায় বসন্তের হাস,
ম'রে যায় বেলি চম্পা জুঁই ;

নদী ঝিল খাল বিল শুকায় রে তিল তিল
মরু হ'য়ে যায় ধীরে ভুঁই ;
বিকচ ফুলের হাসি ছড়ায়ে মাধুরীরাশি
খেলেনাকো, পড়ে থাকে ভুঁই ;
নাহি তোর আর দেখা দু একটী স্মৃতি লেখা
যাস ধীরে হৃদয়েতে থুই।

৪

আকাশের তারামত অদ্রির নির্ঝর মত
চিরদিন থাক মোর কাছে ;
সিন্ধুর গম্ভীর গীতে অনন্তের মহাপ্রীতে
তনুখানি তোর হইয়াছে।
তোরে দেখে যায় ভয়, কুসুমিত আঁখি হয়,
ধায় প্রাণ সঙ্গীতের পাছে ;
হেসে হেসে প্রাণ মোর হইয়া আনন্দে ভোর
বেড়ায় খেলিয়ে নেচে নেচে ;
তোর তরে ফুল তোলে বেছে।
তোর মধু আলিঙ্গন তোর অস্ফুট স্বপন
মহামূল্যবান মোর কাছে।
চিরদিন থাক মোর কাছে।

অশ্রুজল।

মরম রুধির দিয়ে
স্বপন সুরভি দিয়ে
পোষিব তোমায়।
নিরাশা আশার মাঝে
কল্পনা কুসুম সাজে
সাজাব তোমায়।
চির জীবনের সাথি!
দিতেছি হৃদয় পাতি
রহ মোর কাছে।
লয়েছি শরণ তব,
দিতেছি তোমায় সব
যাহা মোর আছে।
অতীতের স্মৃতিগুলি
মধুময় আঁখি তুলি
এসেছে দেখিতে—
ললিত বয়ান খানি
সুধায় মাখানো বাণী
এসেছে শুনিতে।
ফল্গু নদীটীর মত
বহিছে গীতের স্রোত
হৃদয়ের তলে।
মধুমুখ হেরি তব

সঙ্গীত লহরী নব
উঠিবে উথলে।
বিজন অরণ্য দিয়ে
নদী যবে যায় ধেয়ে
কুলু কুলু তানে,
পাখীগুলি ডালে বসে'
থেকে থেকে ভাববশে
গায় যবে গানে,
স্মরণে জাগিয়া উঠে
হৃদয়ে মধুর ফুটে
মূরতি তোমার;
আকুল হইয়া দেখি,
মুদে যায় ধীরে আঁখি
আনন্দে অপার।
পরম সুহৃদ মোর
জেগে থাক চিত্ত পর
অনুক্ষণ তুমি;
সতত মরম-তীরে
প্রেমের তটিনী ধীরে
ব'হে যাবে চুমি।

দিব্যলোক।

আহা! এনু একি দেশে!
প্রাণ চায় হেসে হেসে
চারিধারে করিতে যে খেলা;
ক্ষীণতা হীনতা ধীরে
পলাইয়া গেছে দূরে,
আনন্দে ডুবিছে সারা বেলা।
মধুবাস চারিদিকে,
অবিরাম গাহে পিকে,
অরুণ কিরণ শুধু খেলে;
ঘুমঘোর নাহি হেথা
আনন্দে প্রাণের কথা
কহে সবে, হাসে আঁখি মেলে,
ক্ষীণতা হীনতা নাই—
পলায়েছে কোন্ ঠাঁই,
মরমে মলয় যায় বহে;
আশায় নিরাশ নাই,
হেরিছে সবারে ভাই,
হেথায় বিষাদ নাহি দহে।
মনোরম গানগুলি
সবে হেথা প্রাণ খুলি
গাহিছে মধুর আহা কিবা!
নাহি কিছু হেথা রুদ্ধ,

পুণ্য প্রেম জাগে শুদ্ধ,
চারিধারেই জাগ্রত বিভা!
ওই হোথা সুরবালা
চারিদিক করি আলা
গাহিতেছে সুমধুর গান;
মন্দাকিনী বহে' যায়,
ঝুরু ঝুরু বহে বায়,
ধীরে উঠে মধু কলতান।
বিছায়ে জোছনা সনে
পারিজাত-ফুলবনে
অমরেরা কহে কথা কত;
অরুণ নয়ান মেলি
অপার আনন্দে হেলি,
মানস-মরাল ভাসে শত।
বিষ্ণুর কমল পর্ণ
উজ্জ্বল কনক বর্ণ
সমীরণে দোলে ঢুল ঢুল,
নিরমি' বাঁশরী শত
বাজায় গো অবিরত
দেবতারা হইয়া আকুল।
স্নেহ ভক্তি ভালবাসা,
শুভ্র কিবা মধু ভাষা,
ফুটে যেন শুভ্র ফুলদল;
সকলি মধুর হেথা,

নাহি কোন কুটিলতা,
দেবলোকে সকলি বিমল।
কোন কিছু শুকায়না,
প্রেমের সলিল কণা
রেখেছে জীবন্ত করে সবি ;
সকলেই পুলকিত,
সকলেরই পূর্ণ চিত,
সবাই ওগো উদার কবি।

উদাসী।

প্রাণের মাঝে বাজিত বাঁশী,
আর এখন বাজেনা ;
মরম মাঝে কুসুমরাশি
আর এখন সাজেনা।

শুনিনা আর পাখীর গান
কুসুমিত উপবনে ;
দেখিনা আর প্রমোদ হাসি
বসে থাকি নিরজনে।

উদাস মনে জগত দেখি
একা হেথা আছি বসি' ;
সারা জগতে হইছে কি যে
ভাবি তাই হৃদে পশি।

কমলিনী।

নবীন সরসীজলে কার তরে অপেখিয়া
রয়েছিস একা তুই ভাসি ?
কাহারে কহিবি ওরে পরাণের কথা তুই
বিলা'বি অরুণময়ী হাসি ?

পড়িতেছে মনে তোর কাহার সোহাগ ধীরে
নাচিছিস তাই হেলে দুলে ?
মরমের গীতগুলি শুনাইবি কারে তুই
হৃদয় পরাণ তোর খুলে ?

রক্তিম অধরে তোর চুম্বন কাহার জাগে ?
শিশির হইয়া অশ্রুধার
পড়িয়াছে তোর গায়ে ; ধীরে মৃদু বুকে তোর
রয়েছিস ধ'রে অশ্রুভার।

মধুকর গুঞ্জরিয়া কিসের বারতা তোর
কাণে কাণে ধীরে ক'হে যায় ?
পাখীরা গাহিয়া উঠে কাহার শুভাগমন
তোর কাছে সুধীরে জানায় ?

মদির নয়ানে তোর কাহার স্বপন খেলে ?
শুনিস কাহার প্রেমবাঁশী ?
কার তরে হ'স তুই আকুল ব্যাকুল প্রাণ ?
হ'য়েছিস কিসের তিয়াষী?

কনক কিরণ হার, পুলকে পরিস গলে
বিকাইয়া কাহারে হৃদয় ?
নিশীথের আগমনে মুদে যাস রে কি দুখে
কারে ভাবিস তবে নিদয় ?

তপনের তরে বুঝি লালায়িত তুই এত
বেসেছিস ভাল তপনেরে ?
ওই রবি এল ব'লে আসিবেরে রোজ কাছে ;
রহিবে কেমনে তোরে ছেড়ে ?

স্মৃতিসুখ

ওই নারিকেল বনে যাই কেন এত ?
ধারেতে রয়েছে ঝিল,
আলো ছায়া ঝিলমিল,
পুরাতন স্মৃতিগুলি,
আশাগুলি গানগুলি,
প্রাণের কৌতুক লয়ে
প্রকৃতির শিশু হ'য়ে
ঝিল বেয়ে বনে গিয়ে খেলা করে' যেত।

ওই নারিকেল বন ভাল লাগে মোর।
হোথা পড়ে' আছে মন,
সুধা ঢালে সমীরণ ;

সূর্য্য যবে উঠে পূবে,
ডুবে গিয়ে ডুবে ডুবে
বিভোর হইয়া যাই,
হোথা কত রত্ন পাই—
মনে পড়ে কত কথা ছায়ামাঝে ঘোর

শ্মশান।

সুগভীরা নিশিথিনী,
শ্মশান পড়িয়া আছে ;
গঙ্গাতীরে কেহ নাই,
কেহ নাই মোর কাছে।

বাতাস বহিয়া যায়,
জোয়ারেতে ভরপুর ;
কে কোথায় কে কোথায়—
প্রাণ করে হুরুহুর।

মোর নাহি কেহ সঙ্গী ;
যেন পিশাচী প্রেতিনী
করিয়া বিকট ভঙ্গী
নাচে হেথা ধিনি ধিনি।

একা হেরিছি শ্মশান ;
দূরে তরী যাঁয় চলে ;

অনন্তের আসে ধ্যান,
নদী বহে কলকলে।

অনন্ত রহস্যমাঝে
পড়ে আছি আমি একা ;
অনন্ত স্তব্ধতা বাজে,
কারো কারো নাই দেখা।

কোথা তারা

চলে গেছে কোথা তারা
কোথা তারা প্রিয়জন ?
অনন্তের পথে হারা !
যায় তা'রা নিরজন।

২

অতীতের সুখ-কোলে
মিলে মিশে গেছে তারা ;
মরমেতে স্মৃতি দোলে,
ভেবে ভেবে তাই সারা।

কিরূপ আকার এবে
ধরিয়াছে সবে তারা ?

উঠেছে কি গেছে নেবে
কোথা কাহাদের পারা ?

৪

তারাও মোদের মত
হয়েছে মানুষ ফের ?
কোথায় র'য়েছে কত
পরলোক ঢের—ঢের।

৫

একটার মাঝে সব,
অথবা পৃথক লোকে
ধরেছে আকার নব,
দেখা নাহি যায় চোখে।

৬

কোথা তারা প্রিয়জন ?
স্বপ্ন একি আঁধারের ?
অথচ আকুল মন—
রহস্য কি চেয়ে এর ?

বাণী

সুদূর অনন্ত হ'তে
অনাদি কালের স্রোতে
শুনেছি মঙ্গল বাণী—
দূর হ'ল সব গ্লানি।

আনন্দে ডুবাতে সবে
মধুর প্রেমের রবে
কে যেন ডাকিছে ঘন—
ডুবেছে আকুল মন।
এতদিন কেঁদে সারা
ব'সেছিনু পথহারা—
কি শুনিনু সুমধুর
আহবান, হ'তে দূর!
সে বাণী প্রেমসাগরে
ডুবাইবে চরাচরে।

মন্দাকিনী-যোগ।

মন্দাকিনী-পুণ্যস্রোতে সিক্ত এ মরম,
বহে তাহা আর্দ্র করি ধীরে চারিধার,
তীরে পারিজাত তরু মধু মনোরম,
ঝরে ফুল ঝরে দিব্য পরিমল সার।
প্রণয়গন্ধর্ব্ব আসি করে সেথা গান
অলি সম ফুলগন্ধে করি' মধুপান,
কলকণ্ঠ কিন্নরের গীতি অবলীলা—
জাগিছে জীবনমাঝে নন্দনের লীলা।
হয়েছে হৃদয় মোর হিমাদ্রি কৈলাস,
দেব ঋষি অপসরা স্বর্গের বিলাস,

হেথা আশা ও ভরসা শচী ও মহেন্দ্র
যেন, ধরে থাকে সুধা স্বরগের কেন্দ্র,
বিজনে বসিয়া হেরি করি উপভোগ
মরমে মন্দারময়ী মন্দাকিনী-যোগ।

নব বসন্তে।

১

আজি এ নূতন কনক প্রভাতে
গাহে পাখী নব গীত,
গিরি নদীমাঝে সলিল প্রপাতে
নব ধারা নব রীত।

২

বনে উপবনে ফুলের সুবাস
আমোদিছে চারিদিক,
বহিছে ধরায় বসন্ত বাতাস
ডাকিছে পাপিয়া পিক।

৩

আকাশ সুনীল ধরণী শ্যামল
ঝরিছে সোনালি আলো,
গাছপালা সব করে ঝলমল
রঙে রঙে জমকালো।

বহে মৃদু মৃদু মধুর মলয়
দোয়েল দিতেছে শিশ,
মনোহর হেরি দূরে দিগ্বলয়
চরিতেছে গো মহিষ।

৫

ডাকে রাজহাঁস সুদূরে পুলকে
কি হরষ কি উল্লাস!
কত শোভা গান পলকে পলকে
আসিয়াছে মধুমাস।

রমণী

অনন্ত মহিমা হতে ঝরে কত ফুল
রমণী একটী তার
ধরণী-ভূষণ সার,
চৌদিকে ফোটায় হাসি শোভা রে অতুল,
চন্দ্র তারা হেরে তাহা হইয়া আকুল।

২

দরশে তাহার জাগে কত হর্ষখেলা,
পরশে পুণ্যের আলো,
ঘোঁচে রে শ্মশান কালো—

স্নেহপ্রেমেতেই দেখি ত্রিভুবন ফেলা !
মূর্খ সে, যে জন তারে করে অবহেলা।

৩

হৃদয়ে মধুর বাজে কথাটি রমণী,
মানব আকুল কত
তার তরে অবিরত,
সবাই উদ্দেশে তার গায় আগমনী—
রমণী এ সংসারের শ্রেষ্ঠ রত্নমণি।

৪

এ জগৎ-রঙ্গভূমে ঘুচে যায় রঙ্গ,
নীরস মরুর প্রায়
হয় প্রাণ মন কায়,
সমুদয় অভিনয় হয়ে যায় ভঙ্গ
যদি রে অগ্রাহ্য করি রমণীর সঙ্গ।

৫

এ ধরায় তীর্থ যেন রমণী দর্শন,
প্রতি কটাক্ষে তাহার
বহে প্রণয়ের ধার,
রোমাঞ্চের পুষ্পবৃষ্টি হয় যে বর্ষণ
রমণীরে ছেড়ে ছার কবিতা দর্শন।

৬

এ বিরহ এ মিলন—মান অভিমান,
মরমের লীলাখেলা,
এই জীবনের মেলা,

এত দুঃখ এত সুখ হত অবসান,
যদি না বুঝিত কেহ রমণীর মান।

৭

ভুবন-বিজয়ী জানি রমণীর নাম;
মধুর আবেশ-বলে
তাহার আদেশ চলে,
সে আদেশ শিরোধার্য্য মন-অভিরাম,
রমণীই এ ধরার সুধা স্বর্গধাম।

হোম।

পবিত্র প্রেমের ঘৃত দিয়ে করি হোম;
যাগযজ্ঞ মহাকাণ্ড চরাচরে এই,
হেরে তাহা শতলোক শত রবি সোম;
ফলে, উপলভি প্রাণে পরমান্ন সেই
যাহার বিনাশ নাই রহে চিরকাল;
বিন্দু তার পাইবারে লালায়িত প্রাণ,
সে প্রসাদ সে ভোগ রে ঘুচায় কঙ্কাল
এ জীবনে আনে বীর্য্য শান্তি পরিত্রাণ;
তাই সুখে করি হোম ল'য়ে প্রেম হবি,
জাগায়ে মিলনানল করি স্বস্ত্যয়ন;
যে পুণ্য লভিব তাহে হইব রে কবি
জগতে জাগাতে চিৎ ফুটাতে নয়ন,

কল্পনায় আনিবারে অমৃত-সৌরভ,
হৃদয়ের ক্রিয়াকর্ম্মে আনিতে গৌরব।

সন্ধ্যা-আহ্নিক।

ধীরে ধীরে অস্তমিত
হইল তপন,
সন্ধ্যা-আহ্নিকে স্তিমিত
করিনু লোচন।

(ধ্যান)

পূজা অন্তে লভি যেন
আলয় আপন,
সে আলয়ে নাহি হেন
পাপ-প্ররোচন।

ধরিনু মধুর মূর্ত্তি
শোভিল আকার,
জাগিয়া উঠিল স্ফূর্ত্তি
আশ্চর্য্য প্রকার;

চলে গেল জ্ঞানহত
মনের বিকার,
পূজা অন্তে সমাগত
ভাব দেবতার।

গিরিমাঝে।

গিরিমাঝে একা,
কারো নাই দেখা,
ব'সে আছি নিজ উদাস আবেগে,
চউদিকে বন,
বহিছে পবন,
বাষ্পীয় শকট দূরে ধায় বেগে।

বন মাঝ দিয়া
ঘোর হুঙ্কারিয়া
চলে ধূমময় তুলে ঘনশ্বাস,
ছন্দে ঘট্ ঘট্ ;
কাছে শিলাতট,
ভয়ে ধায় পশু করি' অবিশ্বাস।

দ্রুত গেল চ'লে
স্বপনের কোলে,
ধীরে নিভে গেল কলরব তার ;
গিরি সেই গিরি,
তাহে একা ফিরি,
ধরিয়া এ ভবে উদাস আকার।

করে শর্ শর্,
শত তরুবর,
বড় বড় পাতা বড় বড় ডাল,

তাহে কত ফুল,
শোভা রে অতুল,
পলাশ অর্জ্জুন শত শত শাল।

তলে কত ঝিল,
আকাশ সুনীল,
প্রখর আলোক ঢালিছে তপন,
ঝিলে নীল ছায়া,
তাহে নীল কায়া,
হৃদে ল'য়ে যেন শূন্যের স্বপন।

কত পাখী ঘুরে
বেড়ায় অদূরে,
থেকে থেকে তারা উড়ে আসে ঝিলে;
কাদা জলে খায়
খুঁটে যাহা পায়,
থেকে মৃদু ডেকে উড়ে যায় মিলে।

গিরিমাঝে থাকি'
নীরবে একাকী,
হেরিছি প্রকৃতি হইয়া উদাস;
কাটে দিন তিথি,
এ ভবে অতিথি
আসিয়াছি আমি হ'য়ে তাঁর দাস।

কোথা হতে ঘুরে,
যাব কোন্ পুরে!

ঘুরিয়া ঘুরিয়া কেটে যাবে কাল,
পথে কত খেলা,
কত শত মেলা,
কত নব সুর কত ছন্দ তাল!

এই যে গিরিতে,
এসেছি ফিরিতে,
আপনার মনে এসেছি চলিয়া;
ছাড়ি সুখ মান্য,
হইয়া সামান্য,
এসেছি হেথায় গৃহে না বলিয়া,
এসেছি হেথায় স্ব-ভাবে চলিয়া।

অতিথির মত,
হেরি ভাবী গত,—
এই বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের তরে
কলরোল তোলে,—
ব'সে গিরিকোলে,
হেথা ধীরে প্রাণ সুধাপান করে।

দূরি ঝালাপালা,
হেরি গাছপালা,
শৈলময় ভূমি বিচিত্র বন্ধুর!
কাহার আদেশে,
এসেছি এ দেশে,
কি সুধা সখ্যতা স্বভাব বন্ধুর!

স্বভাব সে সখা,
তারে পেলে দেখা,
উচ্ছ্বসিয়া উঠে মোর মন প্রাণ ;—
দেখিয়া তাহায়
ঘোচে হায় হায়,
জেগে উঠে এক মহাপরিত্রাণ।

শৈশব ও যৌবন।

সরল সুন্দর আছিনু শৈশবে,
এখন কুটিল বিষয়-বিভবে ;
কি আনন্দে আহা ভাসিতাম আগে,
এখন প্রমত্ত রাগে অনুরাগে ;
কি সহজে বাল্যে গাহিতাম গাথা,
এবে ঘুরে গেছে এই মুণ্ডমাথা ;
আর রে সহজ নাইকো সে ভাব,
এখন কেবলি বিষয় অভাব,
বিরহ মিলন, মান অভিমান,
বিষাদ হতাশা, মান অপমান ;
হইয়া বৃশ্চিক, হ'য়ে যেন সর্প
দংশে, তুলি' ফণা অহঙ্কার দর্প ;
এখন এ ভব আরেক প্রকার,
চউদিকে যেন দ্বন্দ্বের প্রাকার ;
হইবে উঠিতে, হইবে পড়িতে,

উঠিয়া পড়িয়া হইবে গড়িতে,
যমের যাতনা হইবে ভুলিতে,
নিয়মে নিজেরে হইবে তুলিতে ;
আছিল শৈশবে ঋজু স্বরগ্রাম,
যৌবনে কেবলি জীবন-সংগ্রাম ;
ঢালিত শৈশব কি সারল্য-সুধা,
যৌবনে যেন রে কপট বসুধা।

অন্তর্দ্ধান

কেমন তাহার লোচন আয়ত,
চাহিলে চৌদিকে হরিণীর মত,
পলকে পলকে ঝরিল মাধুরী,
সাধ হ'ল তারে হেরি ভুরি ভুরি।

২

মনের যে সাধ রহিল মনেই
দেখিতে দেখিতে দেখি—গেছে—নেই !
দেখিতে না পেয়ে করিলাম হায়,
যাইল কোথায় প্রাণ টুটে যায়।

৩

কেমনে লভিব ওহেন সুধায়,
মনে মনে প্রাণ সতত শুধায়

হ'ল অন্তর্দ্ধান যেন রে বিজলি,
আঁধারে পড়িনু, প্রাণ যায় জ্বলি'।

বটের ছায়ায়।

১

বটের গভীর ছায়া
মধ্যাহ্নের ঝাঝে
কি স্নিগ্ধ করিছে কায়া
এ রৌদ্রের মাঝে।

২

গাছটীর ধার দিয়ে
নদী ব'হে যায়,
বহে রে কুলকুলিয়ে
বটের ছায়ায়।

৩

থাকি' শিয়রে তরুর
ডাকে দাঁড়কাক ;
ওপারে কুলবধূর
শোনা যায় ডাক।

৪

কি রৌদ্র আলোক জ্বলে—
স্তব্ধ দ্বিপ্রহর ;

শুনি ব'সে বটতলে
কুলু কুলু স্বর ;—
মধ্যাহ্ন প্রখর।

ঋতু-রাজ।

১

বনমাঝে বেণু বাজে করুণ কোমল তানে
বড় সুললিত ;
কত কুসুম মুঞ্জরে, হেরি' মধুপ গুঞ্জরে,
আম্র মুকুলিত।
বসন্ত এসেছে ফিরে, মলয় বহিছে ধীরে,
কুঞ্জে শুনি পিউ কুহু প্রাণ বিচলিত ;
পরাণে বিরহ জাগে মিলনের অনুরাগে,
প্রণয়ের কলধ্বনি শুনে উথলিত।

২

মনোমাঝে শ্রী বিরাজে প্রকৃতি-মাধুরী হেরি'
নব শ্যামলতা,
সুখে কলরব করে বিহগ বিহগী তরে,
মধু চঞ্চলতা।
নব-প্রেম লীলাখেলা চলিতেছে সারা বেলা,
ধরাতলে নব বলে জাগে তরুলতা ;
রঙ্গিনী সঙ্গিনী কত হাসে খেলে অবিরত,
বক্ষে দোলে মণিমাল্য ফুল্ল-কোমলতা।

৩

রম্য শোভা মনোলোভা, আসিয়াছে ঋতুরাজ
সরস সৌরভে ;
সরস সরসী কোলে রাজহংস ধীরে দোলে
গরব গৌরবে ;
আকুল প্রণয় তরে, উচ্চে কলধ্বনি ক'রে,
রাজহংসী ডেকে যায় মহানীল নভে ;
কি এক অনঙ্গ-বলে, প্রাণের তরঙ্গ চলে,
প্রণয়িনী কান্ত-অঙ্গে কান্তি সুধা লভে।

৪

প্রণয়ের পারাবারে জাগে যেন চারিধারে
ললিত লাবণ্যে ;
মনোহর মনোরথে ধায় সবে প্রেমপথে
মিলনের জন্যে ;
যেন কি বিষম ভ্রমে বিকলিত হ'য়ে ভ্রমে',
ভূলোক ভাসিয়া যায় পুলকের বন্যে ;
ললিত মাধুরীরাশি তোলে দোঁহে পাশাপাশি,
প্রিয় সে প্রিয়ার তরে কাননে অরণ্যে।

দুই পক্ষ।

আশা ও নৈরাশ্য কত, লোভ প্রলোভন,
বিপ্লব লাগায় এই ভবে সুশোভন ;
কখনো রে ঝঞ্ঝাবাত ঘোর নিদারুণ,

কখনো মলয় বায়, কোমল করুণ;
কোথাও হেরিছি বন কোথাও কানন,
কোথাও ফুল্ল কোথাও বিষণ্ণ আনন;
কেহ বা প্রণয়-মোহে হইয়া আকুল,
কেহ বা বিরহ ব'হে হয়েছে ব্যাকুল।
কেন কেন এ সকল—কভু জাগে হর্ষ,
এই পরাণের মাঝে কখনো বিমর্ষ;
হেরি, দুই পক্ষভরে উড়ে শূন্যে প্রাণ,
নৈলে যেন প্রাণ-পাখী নাহি পায় ত্রাণ;
লোকপূর্ণ ভবাকাশে বুঝি দুই পক্ষ;—
চাই বুঝিবারে ঠিক স্বপক্ষ বিপক্ষ।

প্রেমদান।

১

এতদিন ধ'রে
আমার তরে পুলক-ভরে
ওগো যে প্রেমনিধি করেছো সঞ্চিত,
এখন তাহা হতে কোরো না বঞ্চিত
দাও তাহা মোরে।

২

কোরো না আপত্তি;
সহজে দিয়ে আমার হিয়ে,

এ জীবন আমার কর গো সরস ;
জাগিছে সদা প্রাণে নির্দ্দয় নীরস
বিরহ বিপত্তি।

৩

এ মলয় বাতে
এ ফুলবাসে যে ভালবাসে,
তাহার প্রেম ওগো যায় না বিফলে ;
না জানি তা' কি সুধা ছড়ায় ভূতলে
আহা দিবারাতে।

৪

দাও প্রেম দাও—
চুম্বক সম হৃদয়ে মম
করিছে আকর্ষণ ; বড়ই বিধুর।
প্রেমে যে কি মাধুরী, প্রেম কি মধুর,
দিয়ে বুঝে নাও
তাহা দিয়ে বুঝে নাও।

পথিক

এ জগত পান্থশালা, আমরা পথিক ;
নিয়মের দণ্ড ধরি হয়ে মোরা দণ্ডী,
ধর্ম্মকমণ্ডলু-করে চলি ধিকিধিক্ ;

অন্ত কোথা এ পথের, কোথা এর গণ্ডী!
পথে ভয় ভূকম্পিত কত গণ্ডশৈল,
কত হ্রদ নদ নদী বিঘ্ন বাধা কত;
দেখি দুদিনের তরে সব এল রৈল,
পুনরায় গেল—আসে যায় অবিরত;
এইরূপ আমাদের গমনাগমন;
বহুদর্শী হয়ে উঠি হেন যাতায়াতে;
যথার্থ বুঝিরে তাহে এ বিশ্ব কেমন,
বুঝে সার পথে যাই ছাড়ি ঝঞ্ঝাবাতে;
যেতে যেতে সেই পথে অনন্তের মাঝে,
শান্তিপূর্ণ বিশ্রামের শুনি ঘণ্টা বাজে।

ভয় কেন।

আমাকে এত ভয় কেন—
ব্যাধভয়ে যেন তুমি ভীত কুরঙ্গিনী;
ছাড়িয়া দাও ভয় হেন
ফুল্ল হয়ে হর্ষে তুমি এস গো রঙ্গিনী।

২

দূর কর এ ভাব মৌন
মোর আর সহ্য হয় না সহ্য হয় না;

হ'তে মোর কোরো না গৌণ
বৃথা তব ও ভয় আর প্রাণে সয় না।

৩

আমায় গো কিসের ভয়—
হায় বৃথা ভয়ে কেন কাটাইছ কাল ;
তোমায় দেছি সমুদয়
মধুর মিলনে মম ফিরিবে কপাল।

৪

তোমা তরে এ প্রাণ মুক্ত,
আমি তোমারি হই হও তুমি আমার ;
আমার সাথে হও যুক্ত,
এস এস হয়ে পড়ি দোঁহে একাকার।

নিশিশেষে উত্থান।

১

বাজিল তিনটা চউদিকে অন্ধকার,
ঈশানে উঠেছে ওই অর্দ্ধ ক্ষীণচন্দ্র,
সকলি নিস্তব্ধ—জ্বলে জ্যোতি তারকার,
হেথা হোথা ঘণ্টা বাজে তারমধ্যমন্দ্র।

২

একাকী বসিয়া ভাবিছি প্রাণের পথ,

যাব কোথা লয়ে এই জ্যোতির্ম্ময় প্রাণ;
কেমনে হইবে সফল এ মনোরথ—
কেমনে হইবে ভবে মোর পরিত্রাণ।

৩

সহরে কি গ্রামে নিশাকালে কি নীরব,
নিদ্রার নিকটে সবে হয় অবনত।
তখন এ জীব ভুলে সকলি বিভব,
নিতান্ত হইয়া পড়ে যেন শিশুমত।—

৪

সে সময়ে যোগী ধীরে উঠে থাকে জেগে,
করে ধ্যান নিজমনে বসিয়া একেলা;
বিশ্ব বুঝে দেখে সূক্ষ্ম গূঢ় চিদাবেগে,
তুলনায় তুচ্ছ দেখে ভবের এ খেলা;—
অনন্ত কোথায় আর এই হেলা ফেলা।

চন্দ্রগ্রহণ।

১

কেমন পূর্ণিমা আজি
জোছনায় ভরপুর,
উপরে তারকারাজি
শোভিতেছে সুমধুর।

২

মেঘ নাই পড়ে হিম
ধোঁয়া ধোঁয়া চারিদিক,
গ্রাসিবে রে রাহু ভীম,
সবে চেয়ে অনিমিখ।

৩

ওই করিতেছে গ্রাস
বাজে শঙ্খ ঘণ্টা থালা,
সকলের মহাত্রাস
গেল ব'লে শশীবালা।

৪

অন্ধকার চরাচয়
অপরূপ কোলাহল,
সর্ব্বগ্রাসে সুধাকর
ধীরে ধীরে রাহু খল।

৫

অপরূপ ধ্বনি রোল
জেগে ওঠে চারিধারে,
চন্দ্রগ্রহণের গোল
আজি রাহু তাড়াবারে।

সে—মুখ নাই।

চম্পক গোলাপ ঝোঁপে
　　সে—একাকী বসিয়া,
তৃণদল ঝর ঝর
　　সে—কাঁদিছে শ্বসিয়া।

হরিণী আসিছে কাছে
　　সে—হেরিছে চাহিয়া,
কাছে ডাকিত তারে
　　সে—গাহিয়া গাহিয়া।

পুষেছিল এতদিন
　　সে—ছুটী বুল্ বুল,
তাদের শেখাতো খেলা
　　নাচিত চিকণ চুল।

পল্লব উড়িয়া আসে
　　ছেয়ে ফেলে দেহ তার,
ফুলগুলি ব্যাকুল রে
　　বুঝি হেরি' অশ্রুধার।

প্রজাপতি দুএকটী
　　বসে তার মাথাপরে,
এলানো চিকুররাশি
　　কপোলেতে খেলা করে।

ফুলবনে তরুলতা
আকুল হেরিছে তায়,
ভাবিছে কেন রে তার
আর সে—মুখ নাই।

নিশীথে

(নৌকায়)।

১

উপরে অনন্ত তারা নীরব আকাশ ;
নিশীথ স্বপন বেয়ে
চলিয়াছে চেয়ে চেয়ে
তরণীটী পাইয়াছে মধুর বাতাস।

২

এপারে আঁধার ঘোর দেখি শুধু কালো,
তটিনী ঈষৎ সাদা,
দুয়ে লাগে চোখে ধাঁদা—
ওপারে গাছের ফাঁকে নাচে চাঁদের আলো।

৩

চলিয়াছে তরীখানি পাল ওঠে ফুলে,
তটিনীর অন্তস্তলে

তারকা জোছনা জ্বলে,
সাদা পালে আলো তার খেলা করে দুলে।

৪

দূরেতে শুনিতে পাই ডাকে কুলবধূ
বাছারে তাহার হেঁকে,
পাবে সুখ কোলে রেখে—
নদীর মাঝারে ধীরে ঝরে স্বপ্ন মধু।

৫

স্মরণে জাগিয়া ওঠে রাখালের গান,
গ্রামের পাদপ লতা,
চাষীদের উপকথা,—
নদীতীরে ঘাটগুলি নীরব শ্মশান।

খেদ

১

সেই ঝুমকোলতার তলে
আহা প্রতিদিন সুধা বোলে
দয়েল:খঞ্জনীর দল করে খেলা ;
সেই নিকটে সরসীজলে
আহা হংসীদল ধীরে দোলে,
কুমুদিনী পদ্ম করে ঢল ঢল মেলা।

২

সেই বাঁশের ঝাড়ের মাঝে
আহা সমীর বাঁশরী বাজে
ঝর ঝর পাতা হতে স্বপ্ন পড়ে ঝ'রে ;
ধারে আছে রে কুটীর খানি
চালে ফুল করে কানাকানি
ছাগশিশু করে খেলা কুটীরের দোরে।

৩

ঘাটে ওই সহকারতরু
মাঠে ওই তৃণগুলি সরু
আশে পাশে গাভীগুলি চরিয়া বেড়ায় ;
আহা সেই সে সুপারি তাল
ওই ছায়ে দাঁড়ায়ে রাখাল
কুলকামিনীরা ঘোরে পানের বেড়ায়।

৪

আহা সকলি রয়েছে জেগে
শুধু সে বালা নাইক জেগে
গিয়াছে কোথায় হায় কোন্ স্বপ্নলোকে,
এই প্রকৃতির মাঝে আর
নাই সুধাময় প্রাণ তার
যে প্রাণ ঢালিত সে হাসির আলোকে।

প্রণয়ের অনুনয়।

একি দৈব দুর্ব্বিপাক হায় দুর্ব্বিষহ—
দাঁড়াও যেওনা প্রিয়ে একবার রহ ;
আহা কেন চ'লে যাও কাছ ছেড়ে মোর,
একবার সেই কথা কহ মোরে কহ ;
তুমি মোর জীবনের ক্ষীরপয়োনিধি,
তোমার প্রণয়ে মোরে বাঁধিয়াছে বিধি ;
আমি তব প্রেম বহি তুমি মোর বহ।
কমনীয় কি কটাক্ষ চরণবিন্যাস,
সরম সুন্দর শোভা যেন উপন্যাস ;
কত কি কাহিনীভরা বিরহ মিলন
অনাবৃত শিলাতলে হৃদে অনাবৃত ;
দুটি কহি কথা, শোনো, যেন অনাদৃত
হ'য়ে মোর গৃহে ফিরে যেতে নাহি হয় ;
তোমা তরে এ হৃদয় মোর সমুদয়।

পার্ব্বতীর তপস্যা।

পর্ব্বতে বালিকা এ কে ! এত ধৈর্য্য যার-
সুকুমার তনুপরে কষ্ট তপস্যার ;
মধুর কনককান্তি এই কলেবরে
কমল-কোমল প্রাণে আকুল হৃদয়ে

পূজা করে কোন্ জনে আহা কোন্ বরে
একা ব'সে পর্ব্বতের নীরব নিলয়ে।
হা! কৃষ্ণ কেশ-কলাপ ধরিয়াছে জটা
ক্লেশকর তপস্যায় হ'য়ে গেছে কটা,
তবুও কি কমনীয় কত রমণীয়!
কি লাগি কঠোরতা এ ধরে রমণী ও!
সরমে শিরীষ সম, তবু অনুরাগে
পরিণয় হিরণ্ময় সদা কার মাগে?
কার লাগি কঠোরতা!—নিজ বাহুলতা
করে শয্যা উপাধান এই কোমলতা!

ইন্দ্র ও কন্দর্প।

স্মরণ করিল ইন্দ্র প্রিয় মনমথে,
অমনি রে উপস্থিত চ'ড়ে মনোরথে;
ইন্দ্র কহে, 'এত ত্বরা আসিলে মদন';
কামদেব কহে তাঁরে প্রফুল্লবদন—
'ভৃত্য আমি প্রভু তুমি পেয়েই আদেশ
চকিতে এসেছি হেথা ছাড়ি মোর দেশ;
গৃহে মোর সততই আমি আর রতি
তোমার লইয়া নাম করি গো আরতি
আমি কামদেব বটে তুমি যে দেবেন্দ্র
স্বরগে বিরাজ' হ'য়ে দেবতার কেন্দ্র;

তোমার স্মরণ মাত্রে আসিয়াছি তাই
দেবদেব এত ত্বরা, দেরী করি নাই';
শুনে ইন্দ্র কহে, 'নম্র তুমি কি কন্দর্প
বিশ্ব মুগ্ধ তব তেজে নাই তবু দর্প।'

কি আবেশ।

অলস লোচন সুধা এ কি এ লাবণ্য!
ললিত লালসাময়ী এ কি সৌম্য কলা
গাহে গান কলকণ্ঠী! আহা কার জন্য
রমণী এ রমণীয়া হয়েছে উতলা।
কত কি ফুটেছে ফুল সরোবরে বনে
সুবাস বহিয়া যায় প্রদোষ পবনে,
নীলাকাশে চতুর্থীর জাগে শশীকলা
কি শোভায় এ পরাণে প্রকৃতি বিকলা—
চাহে শূন্যে চাহে নিম্নে সুন্দর চঞ্চল,
সুকোমল করলতা আবরি অঞ্চল,
চাহিলেই ফেলে যেন করুণ কটাক্ষ—
আঁখিদুটী প্রণয়ের তরুণ গবাক্ষ।
কি আবেশে আছে বসি কাননে একেলা
ফুটে উঠে চন্দ্রতারা কেটে গেল বেলা।

গৃহস্থ সন্ন্যাসী।

দুঃসহ কি অত্যাচার সহে কত প্রাণ,
তাহ'তে কেমনে হায় পাবে পরিত্রাণ।
দরিদ্রের তিনি ছাড়া কেহ নাই ভবে,
সে কাঁদে নিজের গৃহে নীরবে নীরবে।
যথার্থ মহাত্মা সে—ই যে দেখে গো তারে,
করয়ে অনুকরণ তাঁর করুণারে।
দরিদ্র বিপন্ন জনে যথাসাধ্য তারে',
সে জন দেখিলে কষ্ট থাকিবারে নারে।
গর্ব্বে নয় যশতরে নহে করে দান,
তাহারে মহাত্মা বলি ভবে দয়াবান।
দুঃখে দুঃখী সুখে সুখী হয় সেই ভাই,
পুণ্যবান সম তার ইহে কেহ নাই।
দরিদ্র, ধনীর রাজা তারে বলি আমি,
একাধারে গৃহস্থ সে সন্ন্যাসী ও স্বামী।

দীর্ঘপথ।

যউবন কুসুমিত শল শত মনোরথে
পান্থ ! গিয়াছ বিভোর হ'য়ে তুমি ?—

বসে' মোহ তরুছায়ে শিহরে না দেহ তব
হায় সুখ পাও বিষবায়ু তুমি ?
হায় ভুলে আছ দীর্ঘপথ তুমি ?

২

ওই নদী ব'হে যায় অস্ফুট মৃদুল তানে
গান গেয়ে পাখী ওই যায় ;—
ব'হে যায় ধীরে যেন সমুখে সুদীর্ঘ পথ
কন্টকে আবরিত ঠাঁই।

৩

তুহিন-মুকুট পরি' দাঁড়াইয়া গিরিরাজ
ওই দেখ চিন্তায় মগন—
ভাবিতেছে একমনে— অসীমের দীর্ঘপথে
যেতে হবে তারে অনুক্ষণ

৪

শূন্যে ধরি দীপমালা শত শত গ্রহতারা
দীর্ঘপথে ছুটে দিবানিশি ;
তপন গাহিয়া যায় দীরঘ পথের গান
হাসিয়া হাসিয়া দশদিশি।

৫

ভুলে নাই কেহ যেন অসীমের দীর্ঘপথে
তুমি শুধু রহিবে গো ভুলে ?

মোহের মদিরালয়ে বসে' রবে চিরদিন—
দাঁড়াবে না জগতের কূলে ?—
দেখিবে না জগতের মূলে ?

হতাশা।

ধনের গরবে মাতি' অতুল-বিভব,
ধনেশ ভ্রমিছে গৃহে ; থাকিয়া নীরব
বিষাদে উঠিছে ক'হে 'হায় স্বপ্ন সম,
যা ভাবিছি ঘটিবে না এ কপালে মম।
আয়ত্ত করিতে তারে পারিব না কভু,
কে তার হৃদয়মাঝে হইয়াছে প্রভু।
কাহারে সে মনে মনে করেছে বরণ,
বেশ বুঝিবাবে পারি দেখিয়া ধরণ।
যতনে তুলিয়া ফুল দিই পাঠাইয়া,
শুনিয়াছি চ'লে যায় তাহা না লইয়া।
আমার প্রদত্ত ফুল করে না আঘ্রাণ,
আমারে দেখিয়া যেন কাঁপে তার প্রাণ।
ভাল লাগে নাকো তার চেহারা আমার,
দেখিয়া আমায় হয় বিবর্ণ-আকার।
মনে হয় ধনরাশি বৃথা ল'য়ে হায়,
যাহা চাই তাহা যদি নাহি পাওয়া যায়।

ধনলোভ দেখাইয়া ভেবেছিনু পাব,
সে পাত্র নয় সে তারে ধনে যে ভুলাব।
অন্তরে সে ধ্রুবতারা ক'রেছে কাহাকে,
সততই মন তার ঘোরে তারি পাকে।
নূতন বসন্ত তার দেখিয়া তাহায়,
হিম হ'য়ে যায় যেন দেখিয়া আমায়।
যাক্ যাক্ মিছে আর ভাবা তার তরে,
কিন্তু অমন রূপসী কে পাইবে ঘরে।
কাহার সাধের গৃহ করিবে রে আলো ?
সে জন আমার চেয়ে বড়ই কি ভালো ?
এত বড় ধনী মোর এত প্রতিপত্তি,
ঘরে নাই দুঃখ ক্লেশ দুর্ভিক্ষ বিপত্তি।
মোর পরে মনে মনে তাহার আপত্তি !
কোথায় পেয়েছে কারে ধনী এক রত্তি
তাহারে লেগেছে ভাল ছাড়িয়া আমায়,
পুন অন্য ধনী যারা জানি তাহাদের,
কেহই হ'ল না তার বস্তু আদরের !
অজানা অনামা কারে বরিয়াছে মনে,
তাহারেই দিবারাত জপে নিরজনে।
হায় অমন সুন্দরী যাবে কোথা ফেলা,
মারা যাবে অযতনে পেয়ে অবহেলা।
আলো করিবে রে কোন্ দরিদ্র কুটীর,
রবে শুষ্কপ্রায় হ'য়ে প'রে জীর্ণ চীর।

কোথা গিয়ে হ'য়ে যাবে কুৎসিৎ মলিন,
কোথা গিয়ে মুদে যাবে সরস নলিন।
হায় বৃথা ওই রূপ হবে রূপহীন,
নিতান্ত দুর্ভাগ্য তার ভজে কারে দীন।"

অঙ্ক কষা।

কে সৃজিল এ জগতে পুরুষ ও নারী
বসুধায় ক'রে দিল সুধার আকর;
কি সৌন্দর্য্য কি মাধুর্য্য কহিবারে নারি
শশী সম শোভে নারী, নর প্রভাকর।
তাহাদের মাঝে জাগে মধুর প্রণয়,
চোখে চোখে মিলিলেই সরল আবেশ,
দোঁহে মিলে কতরূপ করে অভিনয়
এ জগত-রঙ্গমঞ্চে করিয়া প্রবেশ।
এক জন যেন প্রভু অন্যে যেন দাস,
দুয়ে বাদ দিলে ভব হয় রে উদাস।
এ দুয়ের অঙ্কপাতে মহাযোগ ফল
এ অঙ্ক কষিতে চাই কতই কৌশল।
যে বুঝেছে বিশ্বপ্রাণে, জানে এর অঙ্ক
কষিতে, যোগফল পাবে সে অকলঙ্ক।

শান্তিদাতা হরি।

বসে বসে একা আমি তটিনীর তীরে
ভাবিতেছি লীলাময়ী বিশ্বজগতীরে ;
কতই বন্ধন মায়া, কত গ্রহ লোকে
চলেছে কি আকর্ষণ আঁধারে আলোকে,
এ জীবন এ মরণ এ মোহ মমতা,
মিলন বিরহ এই বৈষম্য সমতা,
এ অন্তর এ প্রান্তর, স্তব্ধ বিজনতা,
এ হিল্লোল এ কল্লোল, অধীর জনতা,
দেখিয়া পৃথিবী এই অসীম বিমান
কত কি গণনা করি কত অনুমান ;
কতই ভরসা আশা, কত হায় হায়
আন্দোলিত করে প্রাণ ;—যেন অসহায়
প'ড়ে ভবকোলাহলে।—যাই পরিহরি—
শান্তিধামে ; শান্তিদাতা সেথা স্বয়ং হরি।

বরযাত্রা।

১

রাজপথ রথাকীর্ণ মহা ধূম ধাম
হইবে বিবাহ কার ;
শ্রবণ হয় বিদীর্ণ বাদ্য অবিরাম
পথ লোকে লোকাকার।

২

কত হর্ষ কলরব মিছে বসে থাকা
বাজে বাঁশী শত শত ;
হেরি দৃশ্য অভিনব উড়িছে পতাকা
উড়িতেছে পত পত।

৩

দীপে আলোকিত ওই সম্মুখে প্রাসাদ
উলু উলু ধ্বনি আসে ;
মহা কোলাহল হৈ চৈ নাহি অবসাদ
সবাই হরষে ভাসে।

৪

ওই আসে বর আসে কত ব্যাকুলতা
প্রাসাদে বিবাহ আজি ;
আমোদিত ফুল বাসে কত পুষ্পলতা
দ্বারে দ্বারে পুষ্পরাজি।
কেগো আস বর সাজি'।

বিলম্ব না।

(চল ত্বরা চল্)

১

দূর গ্রামে ওই
বাজে দ্বিপ্রহর ;

বিলম্ব না সই
কলস কাঁকে কর।
রৌদ্র কি প্রখর।

২

পথের মাঝেতে
হইলি অলস,
শুকাল ঝাঁঝেতে
জলের কলস।

৩

মিছে কেন হেথা
দহিবি রে ব'সে,
চল্ ত্বরা সেথা
অগ্নি পড়ে খ'সে।

৪

সুনীল আকাশ
আলোকে আলোক
শুষ্ক আশ পাশ
পথে নাই লোক।

৫

কেহ নাই! সব
স্তবধ আকার,
চৌদিক নীরব
দেখা পাবি কা'র?

৬

কেন হেথা রই
　　চল্ নিয়ে জল,
দূর পথ সই
　　চল্ ত্বরা চল্

পূর্ণিমায়

১

পূর্ণিমার পূর্ণহাসি আমি বড় ভালবাসি,
কি অমৃত ঝরে এই ধরণীর পরে ;
নিশাচর পাখী যত, হরষে আকুল কত,
পূর্ণ জোছনায় ভাসি, এ নিশীথে খেলা করে।

২

আকাশের চারিধারে জাগিছে কি শুভ্রতা রে,
সুমধুর এ আলোকে কি পুলক এ ভূলোকে ;
থেকে পাখী দিবসের দুএকটি হয় বে'র ;
শূন্যমাঝে ফুটে ওঠে হাসি-মাখা গ্রহ-লোকে।

৩

ঝরঝরে দশদিশি সাধ হয় সারানিশি,
এ আলোক গায়ে মাথি, এ আলোক ধ'রে রাখি,
বসে থাকি জোছনায়, স্নিগ্ধ করি ক্লিষ্ট কায়,
থেকে থেকে যেন ঋষি মগ্ন হই মুদি আঁখি।

মাঝি ও দাঁড়ি।

বিশ্বাস করিব কারে, গোপনে গোপনে
সন্দেহই জাগে শুধু অপরে আপনে,
মোর কাছে তাই কিছু নহেরে সহজ;
কত ভ্রমে ভ্রমি শুধু ঘুরাই মগজ,
যাব কোন্ পথে, বলে কোন্ প্রণালীর—
ভাবি, থেকে মনে হয় বাঁধন বালির
দূর হোক্, চলে যাই যেথা খুসি মনে;
আর নারি ভেবে ভেবে কি হবে জীবনে—
মাঝি তিনি জানেন গো পথ কি প্রকৃষ্ট,
সৎপথে করিবেন তিনিই আকৃষ্ট;
আমি দাঁড়ি বেয়ে যাই, তরী মোর এই
তিনি ঠিক চালাবেন কোন ভয় নেই;
তাঁর কথা শুনি যদি হই তাঁর দাঁড়ি,
নিঃসংশয়ে ভবপারে দিতে পারি পাড়ি।

শিবরাত্রি পালন।

ভবের এ অন্ধকারে পাপ পরিহরি;
সাধ, সদা শুদ্ধ হ'য়ে শিবরাত্রি করি,
মঙ্গল আরতি গাহি, করি উপকার—
জেগে পুণ্যলাভ; ঘোর পাপ অন্ধকার

চৌদিকে, কি হিংসা দ্বেষ ঈর্ষা অপকার !
এ আঁধারে পূজা করি শিব নিরাকারে,
যা কিছু বিপত্তি বিঘ্ন কেটে যাবে সব,
উপাসনা করি তাঁর নিশীথে নীরব ;
বলি তাঁরে, "অন্ধকারে অন্ধকার সব
পূজি গো তোমায়, বুঝি তোমার গৌরব ;
অন্ধকারে এ বিশ্বের তুমিই আলোক,
লভি তব জ্যোতিকণা ভ্রমে কোটী লোক।
তোমা লাগি আছি জাগি', দেখা দাও শিব,
তোমায় দেখিবে ব'লে আকুল এ জীব"।

শিবরাত্রিতে হরিবোল।

রাত দুটো অমাবস্যা আজি শিবরাত্রি ;
সহসা সুদূরে শুনি ঘোষ মৃত্যু রব—
"বল হরি হরিবোল" যায় কোন্ যাত্রী
ছাড়িয়া ধরায় এই বিষয় বিভব !
চমকি উঠিল প্রাণ, শুনি !—চ'লে যায়
কে জানে গো কোন্ দেশে কে জানে কোথায় !
যত চিন্তা করি, স্বপ্ন শুধু মনে হয়,
এ সংসার এ বিষয় যেন মায়াময়।
মনে থাকে, মনে থাকে—যতক্ষণ শ্বাস
ততক্ষণ এ উল্লাস সুখের আশ্বাস ;

তার পরে, তার পরে যাইব কোথায়
এসেছি হেথায় আমি কাহার কথায়—
শুনেছি, বুঝিনি ভাল এখনো সে কথা
তাই মোর এত ভয় এত দুঃখ ব্যথা।

সাহিত্য-সাধন।

১

কাছে মোর মসিধান লেখনি ও মসি,
কত চিন্তা লিপিবদ্ধ করিতেছি বসি—
লিখিতে কোথা কি বাকি
ভাবিতেছি তাহা থাকি,
ভুল গেলে কাটি ল'য়ে এ অয়স অসি।

২

লইয়া ঔদার্য্য প্রেম ভাব দেবকল্প
রচিতেছি উপন্যাস কাব্য কত গল্প,
কত রাগ উপরাগ,
শব্দসুরভিপরাগ,
কত ছন্দ লীলা তাহে, সংশয় বিকল্প।

৩

লিখে লিখে সাহিত্যের করি স্তুতি গান,
কভু হর্ষ জেগে'ওঠে, কভু অবসান ;

নৃত্য করি নিরীক্ষণ
হৃদি মাঝে অনুক্ষণ
তীব্র মৃদু সুরে ছন্দে গলাই পাষাণ।

৪

সরস সাহিত্য তীর্থে হই তপঃসিদ্ধ
লিপি-আলিম্পিত করি যক্ষ রক্ষ সিদ্ধ,
কত কি কল্পনা জাগে
রচনার অনুরাগে,
ধীরে ধীরে সাহিত্যেরে করি গো সমৃদ্ধ।

পল্লীগ্রাম।

১

সূর্য্য হতে ছুটে আসে
কনক বিজ্জল,
তরুলতা চারি পাশে
শোভিছে উজ্জ্বল।

২

ঝকমক করে ফুল
আলোক আঁধারে।
টুনটুনি বুলবুল
ডাকে চারি ধারে।

৩

যায় মাঠে পথিকেরা
　দলবল মিলে ;
চউদিক গ্রামে ঘেরা ;
　বক যায় বিলে।

৪

লাঙ্গল ধরিয়া চাষা
　ক্ষেতময় ঘোরে,
ধান্য তরে কত আশা—
　উঠিয়াছে ভোরে।

৫

শিশ দিয়ে যায় নিয়ে
　রাখাল বালক,
গরুগুলি মাঠ দিয়ে
　চলে থক্ থক্।

৬

আলোময় নীরবতা
　হেরি চারি ধার ;
ছবি যেন সরলতা
　বহে স্বপ্নধার।

পাহাড়ি কাঠুরিয়া।

গিরি মৃত্তিকার সম শোণিত অধর,
প্রশস্ত বিস্তৃত বক্ষ, ব্যূঢ় কলেবর,
দেখিতে নাসিকা নেত্র মধুর সুন্দর,
দৃঢ় অস্থি মাংসপেশী,—পার্ব্বত্য প্রবর—
প্রকৃতির মল্লমূর্ত্তি ; বলী কণ্ঠস্বর,
কর্কশ কুঞ্চিত ঘন কেশ মস্তকের ;
বলিষ্ঠ বাহুর বলে যেন দৈত্যেশ্বর,
ছিন্ন করি শত শাখা অদ্রিপাদপের,
কাটিছে কুঠার ল'য়ে ; পড়ে রুদ্র রোলে
প্রকাণ্ড পাদপ সব পর্ব্বতের কোলে।
কটিবন্ধে ঝোলে তার বক্র শৃঙ্গ-বেণু,
ফুৎকারি' বাজায় থেকে ;—দূরে মৃগ ধেনু
আকুলিয়া শোনে তাহা হইয়া আকৃষ্ট
গিরিরাগরঙ্গময় সে তান উৎকৃষ্ট।

অতুলনা।

হেরিনি লোচন হেন এ জীবনে মম,
শুনিনি বচন কভু এ অমৃতোপম,
এমনি চাহিয়া গেল করিল মোহিশ
কেমন কহিল কথা আমার সহিত—

কহিয়া চলিয়া গেল !—ভুলিবার নয় ;—
হউক তাহার সাথে মোর পরিণয়
তবেই মিটিবে সাধ জীবনে আমার।
দেখিনি অমন ছবি, সুন্দর আকার !
সে চাহনি সে বচন কি-বিদ্যুৎবেগে
চমকিল হৃদয়ের এই মোহ-মেঘে !
প্রাণে রাখিবারে নারি মানে না বারণ,
মুহুর্মুহু করি তারে হৃদয়ে ধারণ ;
কাছে নাই তবু সে গো কত যেন কাছে
তার তুল্য এ ধরায় কি আমার আছে !

সতী।

১

রমণি গো সাধ্বি সতি
জেনেছি তোমার পতি
লভিবে মঙ্গল মতি
লভিবে অমর গতি।

২

তুমি যে গো পতিরতা
পতির সোহাগলতা
মূর্ত্তিমতী কোমলতা
পতিকোলে সরলতা।

৩

সংসারের হর্ষরতি,
করি তোমায় আরতি;
যার তোমায় বিরতি,
নরাধম সে যে অতি।

৪

গহনার রুণিঝুনি
তব দেহে ভাল শুনি,
তুমি অমরা তরুণী
তুমি সুধা সুরধুনী।

৫

আলোকিয়া ঘরে যার
তুমি আসিয়াছ, তার
নাহিক ভাবনা আর,
পাইল সে রত্নসার।

ভিক্ষুকের খেদ।

১

বাবা গো আমি ভিক্ষুক,
পথশ্রমে অবসন্ন;
প্রাণে আর নাহি সুখ
চারিদিন নাহি অন্ন;

২

অনাহারে গিরি বন
ভ্রমি' কন্দর প্রান্তর,
হয়ে গিয়েছে এমন
শুষ্ক এ দেহ অন্তর;

৩

প্রাণ হাহাকার করে
ঘোর ক্ষুধায় তৃষ্ণায়,
কিছু নাই এ উদরে
কণ্ঠ শুকাইয়া যায়।

৪

মোর ফেটে যায় বুক
যেন মরণ আসন্ন,
হায় কোথা একটুক
ভিক্ষা পাবে বিপন্ন।

৫

আর সহে না এ কষ্ট
লয়ে প্রাণ অর্দ্ধ মৃত;
ক্ষুধায় শরীর নষ্ট,
কবে হব অবসৃত।

মিছে এই লোকজন
কঠিন এ লোকালয়,—

স্বার্থ করে আয়োজন
বিশ্বে হইয়া নিদয়।

৭

অনাহারে কষ্ট তারা
বুঝিবে না বুঝিয়াও;
দাঁড়ায়ে দিবস সারা,
বলে "কিছু নাই, যাও"।

কাহারে।

(একটী চিত্র)

চরেতে ঝিনুক রাশি করে চক্ চক্,
জলেতে প্রদোষ-কর করে ঝকমক;
অদূরে চরের পরে দু একটি বক,
তরুণী বসিয়া এক দেখে, গেছে সক্ ;—

২

সুবর্ণ বদনে ঠোঁট রাঙা টুক্‌টুক্,
যত দেখি সাধ হয় দেখি একটুক্,
কি সৌকুমার্য্যে গঠিত ও দুটী চিবুক,
কি মাধুরী,—বসনেতে অর্দ্ধাবৃত বুক ;

৩

কমল কুসুম সম শোভা দুটি গালে,
কি শুভ্র লোহিত ছটা কপোলে কপালে;
প্রায় দেখি বসে হেথা সকালে বিকালে,
হেরে শোভা শোনে গান গাহে পাখী ডালে।

৪

ওঠে ওই !—পায়ে মল ঝলমল তালে,
চলিল কোথায় ওগো কোথা প্রেম ঢালে,
কাহারে সঁপেছে প্রাণ এ অনন্ত কালে,
প্রেমের কিরণ নব ফোটে তার ভালে।

ব্রতসাধন।

কেবলি বেড়াই খুঁজে মানিনা বারণ,
সূক্ষ্ম ভাব জগতের কার্য্য ও কারণ;
খুঁজিতে খুঁজিতে পথে কত পাই বাধা,
কিন্তু তবু মনে হয় চাই ব্রত সাধা,
বাধাবিঘ্ন ঠেলে ফেলে চলিবারে পথে,
সফল করিতে জ্ঞান সিদ্ধ মনোরথে।
তাহা যদি নাহি করি হইয়া অলস,
তাহ'লে আমি তো জড় মাটির কলস;
মুহুর্ত্তে ভাঙ্গিয়া যাব কোথা কি আঘাতে,

বুঝিতে নারিব তেজ ঘাতপ্রতিঘাতে ;
অন্ধকারে ব'সে ব'সে আলোক-অভাবে,
ছাতা পড়ে যাবে মোর সমুদয় ভাবে ;
ভালরূপে দেখিবারে নারিব স্বভাবে,—
বুঝিতে সৃষ্টির ভাব স্রষ্টার প্রভাবে।

সেবায়ত

আমি এই ক্ষুদ্র কলিকা
কি বুঝিব এ প্রহেলিকা—
বিধাতার রহস্য গূঢ়
কি বুঝিবে গো এ মূঢ় ;
এ জগত জ্ঞানভাণ্ডার, তাহে কাজ করি পাণ্ডার,
কাটায়ে তাহে দিবারাত্রি,
আসে হেথায় যত যাত্রী,
তাদের ঠাকুর দেখাই
আর তাঁর প্রসাদ খাই।

২

নাহি মোর জ্ঞানীর ভাণ,
তাঁর সেবা করে এ প্রাণ,

আমি এ জগতে কি জানি—
কাজ শুধু দেবতা মানি,
ঘুরি গো তীর্থ নদী গিরি,—ব্যবসা সেবায়তগিরি,
কাহারো করিনাকো হানি,
শুনি অন্তরে দৈববাণী ;
সাধি সবে হইয়া শিষ্ট
ঐহিক পারত্রিক ইষ্ট।

৩

আড়ম্বর এ ধূমধাম.
ছেড়ে দেখি অনন্ত ধাম,
অপ্রত্যক্ষ সে সূক্ষ্ম শক্তি
তার পরে করিয়া ভক্তি
যৎসামান্য বুঝি যা আমি, তাহে বুঝি কে চিরস্বামী ;
বসিয়া এই দেবালয়ে
দেখি এ সৃষ্টিস্থিতি লয়ে,
লোক জন আসিলে পরে,
নিয়ে যাই ঠাকুর ঘরে।

তোমারে কি ভালবাসি।

তোমারে কি ভালবাসি অয়ি উৎপলাক্ষি !
দেখিতেছে গ্রহ তারা প্রকৃতি এ সাক্ষী ;
কতবার তরুতলে লুকাইয়া থাকি,
দেখেছি তোমারে, মনে ডেকেছি একাকী
বলিয়াছি তুমি মোর হৃদয় নন্দিনী।
তোমারে আমার পাশে করিব বন্দিনী ;
একদা হেরিলে মোরে, উঠিনু উছসি
ভাবিনু স্বগত ভাব করিব প্রকাশ।—
প্রত্যহ নদীর তীরে দেখি একা বসি—
দেখ উর্ম্মি, পাখী মেঘ অসীম আকাশ ;
আমি তোনাপানে চাহি সুধা পান করি,
মনের মতন তুমি আহা মরি মরি ;
তোমারে কি ভালবাসি প্রকাশিনু আজি,
ভালবাসা দিতে মোরে হ'য়োনা অরাজি।

হর্ষ শোক।

ঢেয়ের পরেতে দুলিয়া দুলিয়া
চ'লেছে তরণী খানি ;
বায়ু ভরে পাল উঠিছে ফুলিয়া
শূন্যে মেঘ ফিকে ধানি।

২

ছিল তাহে একা যুবা হর্ষে মেতে,
সহসা বাহিরে এল;
শুনি কি ক্রন্দন ওপারে গ্রামেতে,
হরষ ভাঙিয়া গেল।

ভিতরে বসিয়া আগে তার, হেসে
কত গাহিছিল গান;
হেরিছিল ছবি কার, ভালবেসে
দিয়ে প্রাণে কার প্রাণ।

৪

মুখ খানি এবে ম্লান দেখি তার
নিমেষের মাঝে ক্ষীণ;
চোখে ব'য়ে গেল কত অশ্রুধার
নিভে গেল নিশিদিন।

৫

ঘোর অন্ধকার দেখিল ধরায়,
নিভিল প্রাণের হাসি;
উন্মাদ-হৃদয়ে পড়িল ঝাঁপায়'
কোথায় যাইল ভাসি।

৬

জ্বলিতেছে চিতা ওপারেতে ঘোর

লতিকা গিয়েছে কোথা !—
যেথা শোক নাই ছিন্ন মায়া ডোর
যুবকও বুঝি রে সেথা।

গতি বিজ্ঞান।

ঠিক চলি অবিরত হ'য়েছি উন্নত,
অসৎ প্রবৃত্তিবলে হেলি না তেমন,
হ'য়ে যেন লম্বরেখা ভারকেন্দ্রাগত ;
স্খলন বিচ্যুতি দোষ করি গো দমন।
চলিতে প্রকৃত পথে হইয়াছে জ্ঞান·
বুঝিয়াছি বিশ্বমাঝে কি গতি বিজ্ঞান ;
তাহার বৈষম্য সাম্য কিরূপ আবেগ।
বুঝেছি গতির হার কোথা কিবা বেগ,
ক'রেছি পরীক্ষা দ্বারা চিত্তে নিরূপিত,
গতি শ্রেষ্ঠ, ধাই যদি তোমাপানে পিত ;
কিন্তু যে পতনশীল প্রায় মন এই
মোহময় বিষয়ের কেন্দ্রের দিকেই ;
এ হেন পতন বেগ বিনাশি সমূলে
ফিরাইব গতি মোর ও চরণ মূলে।

অসামর্থ্য।

ক্ষুদ্র শক্তি লয়ে এই
কি করিব কাজ এই ধরাধামে?
সাধ্য নেই সাধ্য নেই,
তুমি দয়া কর, জাগি তব নামে।
কত ভয় এ ধরায়,
মোর শোকে ভয়ে কাঁপে সদা প্রাণ।
চাই তোমার কৃপায়,
পেলে তব কৃপা হবে পরিত্রাণ।
যত দুর সাধ্য আছে
দিয়ে মন প্রাণ পালিব আদেশ;
পূর্ণ বল তব কাছে
দিলে তাহা নাথ হয় কার্য্য শেষ।
দুটী পায়ে পড়ি নাথ
সহায়তা কর মোরে কৃপা করি,
সবেতেই তব হাত
আশা ভরসা মম তবোপরি।
আর যাব কার দ্বারে
কে করিবে সহায়তা, দয়া মোরে?
তাই, ডাকিছি তোমারে
রব তব প্রদর্শিত পথ ধ'রে।
কি করিব এই বলে?

তোমায় ছাড়িলে হই মুহ্যমান ;
সংসার এ নাহি চলে
ছারখার প্রিয়জন ধন মান।

অতনু।

(মহাদেবের ক্রোধ)

ফুটিয়াছে ফুলকলি,
গাহিতেছে অলি,
দূরে পিক্ করে কুহু
প্রাণ করে হু হু,
মুকুলিত সহকার,
যেন সহ কার
প্রাণ যেতে চায় উড়ে।
কে রে মর্ম্ম-জুড়ে
জাগাইছে এ বিরহ।
রহ দেখি রহ.
কে মারিয়া ফুলবাণ
আকুলিছে প্রাণ।
বনে উপবনে ফুল
সুবাসে আকুল,

কে গো এই ফুলবাসে
মোরে ভালবাসে।
এ অনিল এ অনল
করিছে বিকল;
বুঝেছি এর কি হেতু;—
ঐ যে পুষ্পকেতু!
রতিপতি মহাদর্প
অদূরে কন্দর্প;
আস্পর্দ্ধা হ'য়েছে ভারি
সহিবারে নারি;
আসে, হেরি মনমথে
চ'ড়ি মনোরথে
হাতে ল'য়ে পুষ্পবাণ
পুষ্প প্রতিমাণ।
ক্ষান্ত হও, দণ্ড দেব'।

কন্দর্প। ক্ষমা কর দেব।
রুদ্রের ললাটে জ্বলে
তেজ মহাবলে,
সে তেজে গেল মদন
শমন সদন,
তাহে দগ্ধ হ'ল তনু
হ'ল ভস্ম অণু;
এই রূপে ফুল ধনু
হইল অতনু।

আজি সন্ধ্যা বেলা।

উপবনে তরুতলে ঝরে ফুলরেণু;
অদূরে নদীর কোলে বাজায় কে বেণু;
ওপারে দেবমন্দিরে শুনি ঘণ্টারব
জাগিছে প্রাণের মাঝে পূজার গৌরব;
কি তরল মেঘাভাস পশ্চিমের দিকে;—
মাঝে মাঝে আকাশটী নীল লাল ফিকে!
ঝুরু ঝুরু করিতেছে কত পুষ্প পত্র।
কাননে ভ্রমিছি একা লয়ে আতপত্র,
ঘুরে ঘুরে হেরিতেছি কতরূপ দৃশ্য;—
কত বিচিত্রতা মাঝে কিবা সৌসাদৃশ্য।
কাছে লোক জন নাই বেড়াইছি বেশ,
নীরবে পরাণে ঝরে অনন্ত আবেশ,
কি শান্তি লভিছি আজি ভ্রমিয়া একেলা
কি মধুর লাগিছে মোর আজি সন্ধ্যা বেলা।

মিথ্যা সংশয়।

যখনি বসিয়া গৃহে থাকি গো একাকী,
মনে হয় তারে ছেড়ে কি প্রকারে থাকি;
মুখে তার কি মধুর আকর্ষণী শক্তি,
হইয়াছে তাহে মোর ঘোর অনুরক্তি;

কেমন সুন্দরী সেই কমললোচনা
তারে মনে দিবারাত করি আলোচনা।
আমি তো তাহার তরে প্রাণে আছি ম'রে,
কিন্তু ভাবি সত্য সে কি ভালবাসে মোরে?
যদি তার ভালবাসা সব মিথ্যা হয়!
প্রাণে মোর জাগিতেছে কেন এ সংশয়?
কটাক্ষে মাধুরী সেই শক্তি আকর্ষণী
আমার জীবনে শেষে হইবে কি শনি?
সব বৃথা হবে শেষে ঢালিবে গরল?
না, না, তা কি হয়?—সে বালা সরল।



শীকারীর অশ্ব।

শোভিতেছে চারিদিকে পর্ব্বতের শৃঙ্গ,
শীকারী দাঁড়ায়ে মাঝে ফুৎকারয় শৃঙ্গ;
অশ্ব বাঁধা তরুতলে, ঘন হ্রেষারবে
করে আস্ফালন যেতে শীকার উৎসবে;
এমনি মাতিয়া উঠে শুনি' শৃঙ্গনাদ
চকিতে প্রভুর বোঝে শীকার প্রমাদ,
থেকে ছন্দে ফেলে পদ উত্তোলিয়া মুখ;
প্রভুরে লইয়া যেতে বড় তার সুখ।
বুঝিতে পারিয়া প্রভু ডাকি তারে হেসে
গণ্ডদেশে'করাঘাত করি ভালবেসে

কহিলেন "অশ্বসেন! যাইব শীকারে
বিদ্যুতের মত বলে নিয়ে যা আমারে"
ব'লেই উঠিলা প্রভু, অশ্বে আরোহিয়া
ধাইলা শীকারে ত্বরা পুলকিত হিয়া।

গঙ্গাতীরে গান।

গঙ্গাতীরে ব'সে ব'সে কে ও গান গায়
উদাসীর মত হ'য়ে চারি দিকে চায়;
দূরে কত তরী চলে নীরবে গঙ্গায়,
তপন প'ড়েছে ঢ'লে অস্তাচলে যায়,
উড়ে যায় দলে দলে কত গাঙ্‌চীল
ঠিক যেন ছবি আঁকা এ শূন্যে সুনীল,
কি মধুর স্বপ্নময় হেরি চারিদিক।
স্বভাব দেখিয়া প্রাণ হয় স্বাভাবিক;
সাধ হয় লোকালয় কোলাহল ছাড়ি
গঙ্গাতীরে এ বিজনে করি মোর বাড়ি,
অহর্নিশি করি ধ্যান করি উপাসনা
ত্যজি হলাহলময় বিষয় বাসনা;
যে গাহে তাহার মত হইয়া উদাস
সাধ রে আমিও গাই হ'য়ে তাঁর দাস।

লালসা।

শুনে এনু তার কথা,—শ্রবণানন্তর
মনে হল রমণীয় কিবা সে অন্তর!
আমারে করিল কত সে অভিনন্দন;
সে যেন রে পারিজাত কানন-নন্দন।
যখন পথের ধারে দেখিনু সম্মুখে,
দেখিলাম কি মাধুরী বিরাজিছে মুখে;
দেখিনি অমন রূপ ভুবনকমন
কোথাও মধুর হাসি দেখিনি অমন;
সে অলককুলাবৃত সরম বদন
হেরি' ভুলে গেছে প্রাণ আর সব ধন;
সাধ হয় সাথে তার সদা কহি কথা,
প্রাণখুলে বলি তারে মরমের ব্যথা;
ঢেলেছে মরমে সুধা সেই দৃষ্টি রেখা,
যবে হ'তে তার সাথে হইয়াছে দেখা।

আত্মা ও মন।

আত্মা।

সহজ আমার কথা এসেছি বলিতে
আসিনি কারেও আমি ধরাতে ছলিতে;
লইয়া সরল ভাব
এত আমার প্রভাব,
সুখে থাকি ডুবে সেই অসীম ললিতে।

আন কেন কপটতা কাছে তুমি মন!
অসাধু ভাবেরে তব না কর দমন?—
ল'য়ে অনর্থ ব্যসন
প'রে মলিন বসন
কর মনোরথে চড়ি' বিপথে ভ্রমণ?

বড় ব্যথা পাই আমি তোমার কারণে,
শোননা আদেশ তুমি মাননা বারণে,—
তাই এত কষ্ট পাও,
সঙ্গে মোরেও জ্বালাও,
জাগে বাধা উপাসিতে সংসার-তারণে।

মন।—

আমি ভণ্ড পাপী, তব কথা নাহি শুনি,
দিবানিশি রাশি রাশি ক্ষুদ্রতার গুণি'
পিইয়া মোহ গরল
হ'য়ে গেছি অসরল,
চারিধারে আপনার স্বার্থজাল বুনি।

তোমার সরল কথা শুনে উপকৃত,
জানি, বুঝি, তবু আমি হয়ে থাকি মৃত,
অন্তরে লইয়া দর্প
যেন সদা ক্রূর সর্প
মরণের গর্ত্তে ধাই না বুঝে' অমৃত।

৭।—

কত গীত বাজে শুনি অসীম আকাশে,
অসীমের বার্ত্তা তায় ধীরে ভেসে আসে;
লোকালয় কোলাহল,
বিষয়ের হলাহল
প্রভাহীন সে বার্ত্তার স্বর্গীয় প্রভাসে।

জীব আসে যায়—শুধু গমনাগমন,
নানা লীলাময় এই ভব-উপবন;
চতুর্দ্দিকে ভাঙাগড়া
অন্তহীন বোঝাপড়া;—
নিরাকার সাকারেতে চলিছে ভুবন।

চারিধারে দ্বন্দ্বচ্ছেদ, দুঃখ রোগ শোক,
মাঝে মোর প্রিয়তম অভয় অশোক;
তাঁহার শরণাগত
হ'য়ে ভাবি ভাবীগত-
বর্ত্তমান, সংসারের আঁধার আলোক।

কাহারো করিতে হানি চাহিনা জগতে,
জগতপতির আমি চলিতে অমতে;

বলেন যা ভগবান
শুনে হই বলবান,
আনন্দে প্রফুল্ল রহি না মিশি অসতে।

মন।—

প্রভু! যাহা ভাব তাহা উদার মহান,
মোহে মেতে করি আমি সবাকার হান,-
এরে ধরি, ওরে মারি,
মরি ক'রে মারামারি;
মারীভয় জেগে ওঠে মৃত্যু অবসান।

আত্মা।—

অনন্ত নিখিল মাঝে জাগে মহাহর্ষ,
সুধার ঝঙ্কারে যায় বিষাদ বিমর্ষ;
বিশ্বের বিমল খেলা
খেলে' কেটে যায় বেলা,
অনন্তের করি ধ্যান লভি তাঁর স্পর্শ।

মন তুমি শোনো যদি আমার বচন
শ্রদ্ধাসহ মানো যদি মম প্রবচন,
স্পর্শ মোর স্নেহময়
পাবে, ভবে হবে জয়,
করিতে হবে না আর ক্রন্দন শোচন।

স্মৃতি।

কাননে ফুটেছে আহা একটী গোলাপ
সৌরভে আকুল করে আজিকে কানন ;
আহাহা থাকিলে সে যে কতই আলাপ
করিত তাহার সনে দোলায়ে আনন ;
প্রকাণ্ড বটের কোলে নদী বহে যায়
হেথায় আপন মনে রচিত যে মালা,
দুলিত কুঞ্চিত কেশ মধুর শোভায়—
কোথায় গিয়াছে চ'লে এখন সে বালা ;
পরিত কুসুম কত কুন্তল অলকে,
সে অধরে সততই ঝরিত যে হাসি,
কি সুধা বহিত তাহে পলকে পলকে,
দেখিলেই সাধ হ'ত তারে ভালবাসি ;—
সরল ঝঙ্কার সেই স্বরগের সুধা
দেখিয়া মোহিয়া যায় এ বিশ্ব বসুধা।

পরদ্রব্যে লোভ।

১

পরদ্রব্য গ্রাসিবারে লোভ তব দিবা রাতি,
তারি তরে তব রাক্ষস ক্ষুধা,

হায় তারি তরে তুমি অতৃপ্ত ;
তাই ভবে ঘোচেনাকো কভু তোমার অরাতি,
তব ভাগ্যে নাইকো শান্তি সুধা,
হ'য়ে আছ আপন বল-দৃপ্ত।

২

একবার ভেবো কালে এই শরীর কঙ্কাল,
অন্তিম নিশির নিশিত পথ,
সংসারে সেই ভীষণ আঁধার ;
ঘুচে যাবে জীবনের এ মলিনতা জঞ্জাল,
বিশুদ্ধ হবে তব মনোরথ,
টুটি' যাবে জাল মোহ ধাঁধার
ঘুচি' ভাব পরদ্রব্য রাঁধার।

দয়াল মহেশ।

১

এই বিশ্বজগতে কত কি আমার সমক্ষে,
কত কর্ণে শুনিতেছি কত দেখিতেছি চক্ষে,
প্রসন্ন হেরিতেছি কোন অঞ্চল,
বিষন্ন হেরিছি কোথাও চঞ্চল ;
চারিধারে কোলাহল, ভবে কোথা শান্তির লক্ষে,
দয়াময় স্থান দাও তব শান্তিময় বক্ষে।

২

কেহ মলিন-কলেবর কেহ মলিন-বেশ,
কোথাও কঠোরতা কোথাও কোমল আবেশ,
কোথাও বা স্থল কোথাও বা জল,
কোনটা স্বর্গ কোনটা রসাতল,
কোথাও প্রদেশ দেশ, কোথাও বা মহাদেশ,
সকলের পরে চলিতেছে তোমার আদেশ,
তুমি এই বিশ্বজগতের আদি মধ্য শেষ ;
কি বুঝিব সব নাহি পেলে তব কৃপালেশ,—
তোমার প্রসাদ চাহি তুমি দয়াল মহেশ।

প্রান্তরে একা।

১

হেথায় বসিয়া আছি একা বিস্তৃত প্রান্তরে,
কত কথা উঠিতেছে জেগে বিজনে অন্তরে ;
ছাড়াইয়া সীমা হ'তে সীমা
শুনিতেছি নীরব মহিমা—
অন্ত অন্ত ক'রে যাই কোথাও নাই অন্ত রে ;
কে বুঝিবে কে চিনিবে সে অদৃষ্ট অনন্ত রে।

২

কি আশ্চর্য্য বেগবলে ঘোরে এই দৈবচক্র,

জীবন তরণী ল'য়ে চলে যায় ঋজুবক্র ;
ব'সে তাহে শিখি বিলক্ষণ
চরাচরে কার কি লক্ষণ,—
কি ভয় গো ভবার্ণবে, কি তরঙ্গ তিমি নক্র ;-
অভয় হেরি কর্ণধার স্বয়ং সে দেব শক্র।

৩

হায় হায় চলে চারিধারে কতই চক্রান্ত,
স্বর্গসংক্রান্ত, মর্ত্ত্যসংক্রান্ত নরকসংক্রান্ত ;
পাই নাকো কোথাও প্রসাদ
দেখে শুনে জাগে অবসাদ,
ভয়ানক কি এক বিপ্লবে হইরে আক্রান্ত
হিংসা বিদ্রোহ অনল তাহে জ্বলে অবিশ্রান্ত।

৪

সাধ হয় এহেন বিজনে থাকিরে একেলা,
দূরে থাক্ সংসারের ঘোর চঞ্চল সে খেলা ;
প্রকৃতির মুক্ত নিকেতনে
পূজি ব'সে সেই সনাতনে,
পূজা তাঁহার করিয়া লভি পুণ্য সারাবেলা,
তাঁহারেই জানি এই ভবসাগরের বেলা।

বাজে কথা।

বাজে কথা সব ছেড়ে দিনু,
বাজে কথার নাই পুরস্কার ;
বাজে কথা ছেড়ে কাজ নিনু,
বাজে কথার লাভ তিরস্কার।

২

সমুদয় দিন কাটাই রে
শুধু কথায় সার নাই কিছু ;
এর ওর নিন্দা রটাইরে,
ভুগি ব্যথায়, পড়ে থাকি পিছু।

৩

অগ্রসর হ'ব কেমনে গো ?
পুণ্য কোথায়—পাপময় শ্বাস ;
পাপভাষা জাগে এ মনে গো
শূন্য হৃদয়—শূন্যে করি বাস।

৪

পূর্ণ হ'ক প্রাণ প্রেমরসে
ঘুচিয়া যাবে সব অসারতা
ডুবিয়া না যাই পাপবশে,
তা'হলে পাব মুক্ত প্রসারতা।

৫

বাজে কথা সব ছেড়ে দিনু
বাজে কথার নাই পুরস্কার;
বাজে কথা ছেড়ে কাজ নিনু,
বাজে কথার লাভ তিরস্কার।

মোহগ্রস্ত মন
ও
আত্মার বাণী।

১

মন। কেবা কোথায় আসে যায়
জগতে কেহ নাই;
মিছে এসব—হাসি গান
মিছে এ সব ঠাঁই।

২

ওই যে ফুটে ফুলরাশি
কেন রে করি মায়া?
মিছে মায়ায় ভ'রে সব
সকলি মিছে ছায়া।

কুসুমবনে কুহু রব
মধুর বড় লাগে ;
প্রাণের মাঝে মধুগীত
ধীরে ধীরে গো জাগে।

৪

কিসের তরে এ সব গো
কেন এ ভালবাসা ?
হিয়ায় কেন বাজে বাঁশী—
জাগে মধুর আশা।

৫

আকুলি সবে করি কেন
হরষে গলাগলি,
এ ওর সাথে কেন মিছে
করি গো বলাবলি।

৬

নীরস মরু এ জগত—
বিষাদ কারাগার ;
কেহ কারো না—মিছে প্রীতি
মিছে গো প্রেমধার

আত্মার বাণী।—

১

কিসের মোহেতে তোরে জড়ায়েছে ওরে আজ—
নিরাশ হৃদয়ে কেন হেরিস সকলি মায়া ?
নিশীথে আঁধার প্রায় মোহান্ধ পরাণে তুই
হেরিছিস কেন আজি সকলি আঁধার ছায়া ?

বিকশিত হাসিময় মুখখানি নাই তোর,
পুলকে কাহার সনে নাহি তোর খেলাখেলি—
মধু আলাপনে হায় কেন রে বিরত তুই—
জগতের সাথে আজি নাহি তোর মেলামেলি ?

প্রকৃতির সাথে আজি কেন রে বিবাদ তোর ?
জগত লাগিছে কেন বিষাদের কারাগার ?
রবি শশি গ্রহ তারা চলিছে যে প্রীতি প্রেমে
সেই প্রেমে সে আনন্দে আলোকিত চারিধার।

অসীম মহিমা মাঝে দেখরে নয়ান মেলি,
মধুর মিলন বারি ঝরিতেছে অবিরল ;
যাতনা কেলেশ ধীরে যাইছে ঘুচিয়া সব
জগত কুসুম হ'তে বাহিরিছে পরিমল।

৫

কিসের বিকার তোর হইয়াছে আজিকে রে ?
কেবল বিষাদরাশি কেবল দেখি রে ত্রাস ;
একবার অসীমের জ্যোৎস্নাময়ী মাধুরীটী
দেখে যা দেখে যা ওরে ফুটিয়া উঠিবে হাস।

৬

অভয় পাইবি তুই—দেখিতে পাইবি সদা
সত্যের আলোক ছটা—রহিবে না দুঃখ তোর।
মোহময় মায়াময় না মানিবি বিশ্বে আর—
সুন্দর হেরিবি সব, প্রেমেতে হইবি ভোর।

কানাকানি।

লুকোচুরি কানাকানি,
উহাদের কেন আনি ?
উহাদের বেশ জানি,
বড়ই ভীষণ মানি,
পরশেতে উহাদের চলে যায় প্রাণসার।

উহাদের পরশিবে ?
মিলিবে নাহিগো শিবে,
প্রভাব যাইবে নিভে,

মরণ আনিয়া দিবে,
এইবেলা উহাদের দূরে করি অপসার।

স্বাধীন আত্মার গানে
ছুটে যাই ঊর্দ্ধ পানে,
সঙ্কোচন অপমানে
হৃদি যেন নাহি মানে,
সরসতা আসি প্রাণে ঘুচাইবে শুষ্ক ভার
হরষে দাঁড়াব বিশ্বে শান্ত মহান উদার।

বড় ও ছোট।

আপনারে বড় ব'লে
ভাবি যদি, তবে
রিপুদের মহা গোলে
পড়ি আমি ভবে।
আপনারে ছোট ব'লে
জানি যদি আমি,
প্রসারিয়া স্নিগ্ধ কোলে
তুলে ল'ন স্বামী।

ঝিলের ধারে।

ঝাঁ ঝাঁ করে চারিদিক।
গাছ পালা সব স্তব্ধ,
কোথা কিছু নাই শব্দ,
পথে নাহি কোন লোক,
জ্বলে প্রখর আলোক,
তপ্ত ঝিল করে ঝিক মিক।

হোথায় একটী মেয়ে
গুণ গুণ গেয়ে গেয়ে
চলে যায় মাঠ দিয়ে
শুষ্ক কাঠ শিরে নিয়ে;
নীলাকাশ দেখে অনিমিখ।

পিপাসার তরে শেষে
ঝিলের ধারেতে এসে
বসিল সে তরু ছায়ে
শ্রান্ত অবসন্ন কায়ে;
তাল ঝোঁপ ঘিরে চারিদিক।

সেথা স্বচ্ছ জল পানে
পরিতৃপ্ত হ'লে প্রাণে
চলে যায় দূর মাঠে,
শিরে তুলি শুষ্ক কাঠ

চলে গেল কোথা ধিকি ধিক।
তবু ঝিল করে ঝিক মিক।

করিবই শেষ।

যে কাজ ধরেছি সখা
করিবই শেষ।
না যদি পারি তো মরি,
এখান হইতে সরি,
জগতে বৃথাই থাকা
না করিলে শেষ।
মিছা এ জনম তবে
মিছা এ থাকাই ভবে
পাব মহা ক্লেশ
না করিলে শেষ।
যে কাজ ধরেছি সখা
করিবই শেষ।

আমি।

উলাস ছুটিয়া আসে বিষাদ টুটিয়া যায়,
বিষাদ ছুটিয়া আসে উলাস টুটিয়া যায়;
পাষাণী মেয়ের মত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সব
গড়ে কাল যুগে যুগে হাসি খেলা নব নব।
সাগরে ঝটিকা সম কভু তুমুল সংগ্রাম,
দেখে দিগ্বালা কাঁদে, শ্মশান নগর গ্রাম;
বিমল নির্ঝর সম প্রেমের কণিকা রাশি
হৃদয় শিখর হ'তে কভু বিশ্বে যায় ভাসি;
ফোটে কত শত ফুল, ম'রে যায় কত ধীরে,
গুঞ্জরিয়া অলি গায় বসে' মৃত ফুলশিরে;
অরুণ কিরণ মাখা ললিত রাগিণী গুলি:
হাসে কাঁদে চলে যায় বিমানে তরঙ্গ তুলি;
জগতের চারিধারে নদীর লহরী মত
'পরিবর্ত্ত' হেসে খেলে খেলিতেছে খেলা কত;
'আমি' শুধু আঁখি মেলি বসে' স্তব্ধ তা'র মাঝে
দেখে চেয়ে হাসি কান্না অচল অটল সাজে।

সাহস।

সবেগে ছুটিয়া যাব
সাহসে করিব বিশ্বে পদার্পণ ;
নব নব গীত গাব
সকলি করিব তাঁরে সমর্পণ।
বাঁধিয়া রাখিবে মোরে ?
বাঁধিবারে প্রাণ সাধ্য নাহি কার ;
ছিন্ন করি মায়া ডোরে
বিশ্বমাঝে তুলি বক্ষ সমুদার।
মলিনতা পাপরাশি
ধুয়ে গেছে সব শুভক্ষণে ;
পুণ্যের লহরী রাশি
পুলকে বহিছে সমীরণে।
কোথা গেছে ভয় শোক
টুটিয়াছে মায়ার বন্ধন ;
সম্মুখে অনন্ত লোক
সাহসে করেছি আমি পদার্পণ।

গ্রীষ্ম ও শীত।

গ্রীষ্মের কটাক্ষে ঘোর
অবসন্ন চরাচর ;

ঘোর শীতে জড়তায়
তনু কাঁপে থর থর।

এমন কি বল আছে,
যে বলেতে পরাজিত
হবে মানবের কাছে
ভয়ানক গ্রীষ্ম শীত?

মায়া মোহ্ ছেড়ে দিয়ে
নীরব ধ্যানের কোলে
গ্রীষ্ম নাই শীত নাই
জড়ভাব যায় চলে'।

উত্তাপ দহন জ্বালা,
কর্কশ কঠোর শীত,
হইবে পরাণ হ'তে
চির তরে নির্ব্বাসিত।

পাইবে কি এক শান্তি
চির জীবনের মাঝে;
অন্তরে অমৃতময়
অতুল সমতা রাজে।

ফুল বনে।

পাতার পরে পাতা ঢাকা
ফুলের পরে ফুল;
হাতের পরে হাত রাখা
কেমন জাগে ভুল।

কেমন জাগে ভালবাসা,
কেমন হাসাহাসি;
নয়ন দুটী ভাসা ভাসা,
বসিয়া পাসাপাশি।

ফুলের বনে কথা কয়
ফুলের মত বসি'
সাঁঝের তারা চেয়ে রয়
নীরবে দেখে শশি।

পল্লী-দৃশ্য

নৌকায় আছি বসে,
দূর হ'তে দেখি ওই পল্লীর শ্যামল রেখা;
বসে আছে রাখালেরা
দূরে চরে গাভীদল, মাঠে মাঠে যায় দেখা।

কৃষক লাঙ্গল ধরে'
আঁকা বাঁকা মেঠোপথে চলে' যায় গ্রামে ত্বরা ;
ছায়াময় গাছতলে
দূর হ'তে উঁকি মারে গ্রামগুলি ঘেরা ঘোরা।

নিরিবিলি নদীতীরে
কিবা শোভা দেখি হেথা নৌকায় বসিয়া একা ;
যত দেখি ভুলে যাই
কি মাধুরী চারিদিকে সব যেন ছবি আঁকা।

ফুল।

দুল দুল দোলে ফুল
মধুভরে টলমল ;
গুঞ্জরিছে অলিকুল
উড়ে আসে পরিমল।

অলিদের ফুল বুঝি
আমি আসিয়াছি নিতে ;
অলিরা এসেছে খুঁজি
তাই নিষেধ করিতে।
গুঞ্জরি' ললিত গীতে।

ফুলগুলি তুলিব না
অলি যা তোরা চলে' যা ;
মুকুলেরে ছিঁড়িব না
গান গেয়ে যা চলে' যা।

ফুলদের কেহ যেন
কভু করে না বিনাশ।
ফুলেরা রয়েছে হেন
দেখাতে শুভ্র বিকাশ।

আমি কিগো কিছুই না।

এই সংসারের মাঝে
আমি কি গো কিছুই না ?
আনন্দের বীণা বাজে
আমি.কেন বাজাই না ?
কেন আমি বুঝি নাক তান
সুশীতল করিবারে প্রাণ ?
সুমধুর গীতির ঝঙ্কারে
হৃদয়ের তন্ত্রী, বাজাবারে
কেনরে গিয়া ছুঁই না ?
সাগরের বায়ু আসে
মেঘ ভাসে নীলাকাশে

চারিদিকে গাছে গাছে
আনন্দে ফুলেরা নাচে
আমি কেন বাজাই না ?

কোথায় করুণাময়ী
দাও মোরে দাও বলে'
বীণার করুণ রসে
কিসে আমি যাব গলে' ?
কিছু হ'তে চাই আমি
এই সংসারের মাঝে ;
কেবলি যাইছি নামি'
বুঝি না কি গান বাজে।
তাই এত দুঃখ জ্বালা
মরণের সাথে কেলি ;
বিষাদে চৌদিকে চাহি
অলস নয়ান মেলি।
এই সংসারের মাঝে
আমি কি গো কিছুই না ?
আনন্দের বীণা বাজে
কেন গিয়া বাজাই না ?

তুমি মোর চির-স্বামী।

তুমি যা দিয়াছ নাথ
তাই নিয়ে বসে' আছি ;
রহিব তোমারি সাথ
তোমায় শুধুই যাচি।

লোক লোকান্তর ঘুরে
প্রেম তব প্রচারিব,
এই মোর অন্তঃপুরে
আসনটী বিথারিব।

তোমারেই চিনিয়াছি
এই জগতের মাঝে ;
বিষয়েরে জিনিয়াছি
তোমার প্রেমই রাজে।

প্রেমের মন্ত্র যে তুমি
প্রেম তোমাতেই সাজে ;
প্রেমের যন্ত্র যে তুমি
আমার এ প্রেম বাজে।

তোমার প্রেমের মাঝে
নাথ ! বেঁচে আছি আমি ;
সঁপিয়াছি তব কাজে
দেহ মন চিরস্বামি !

সম্বল তোমারি জ্ঞান
তুমি মোর অন্তর্যামী ;
সম্বল তোমারি ধ্যান
তুমি মোর চির-স্বামী।

কারো যেন হইনা অধীন।

কারো যেন হইনা অধীন।
যে সব পদার্থরাশি
জগতে পড়িয়া আছে
তুলিয়া নিলেই হয়।
ধিন ধিন তাকে ধিন ধিন।

নাচিরে বিষাদ নাশি,
সকলি আমার আছে
কিছুতেই নাহি ভয়।
কারো যেন হইনা অধীন।

নানা দেশ ঘুরে ঘুরে
কত কি মেলে এ ভালে,
কত প্রেম কত প্রাণ
দেখে কাটে যেন চিরদিন।

কত রাগ কত সুরে
ভাল নাচা যায় তাকে

জাগে কত নব তান,
ধিন ধিন তাকে ধিন ধিন।

কে হবে সহায় মোর
স্বাধীন না হই যদি ?
দুয়ারে যাইব কার—
যাব কোথা সেজে অতি দীন ?

ভেজান সকল দোর—
পথে অদ্রি সিন্ধু নদী
তা'রাই রত্ন আধার।
কারো যেন হইনা অধীন।

অনন্তের পুথি।

লোক জন কেহ নাই
গভীর নিশুতি ;
আকাশের পাতে লেখা
অনন্তের পুথি।

বিষণ্ণ হয়েছে মন,
কেন হয় তাহা ;
তারাকারা সুশোভন
পড়ে দেখি তাহা।

চারিদিকে লেখা বাণী—
ঘুচে যায় শোক ;
হ'য়ে উঠি কিবা জ্ঞানী,
বুঝি অর্থ যোগ।

অনন্ত রহস্য মাঝে
প্রকাশিছে দ্যুতি ;
জ্যোতির অক্ষরে লেখা
অনন্তের পুথি।

পড়ি তাঁর কোলে।

(গান)

তাঁতেই রয়েছি থির।
এত কাজ করিতেছি তাঁরে পাব বলে'
মাঝে পড়ে জগতীর।
বুঝিতেছি কত পাপ ফেলিয়াছি দলে',
জেগে ওঠে নাড়ী শির।
এখনো পাইনি তাঁরে দিন গেল চলে'
শুনেছি অমর গির্।
নীরব আনন্দ পেয়ে প্রাণ যায় গলে'—
হৃদয়ে ধরিয়া প্রেম পড়ি তাঁর কোলে।

নেশা।

তাঁহার করিব ধ্যান
আজি এ নিশায়;
জোছনা পরশে প্রাণ
ডুবে কোথা যায়।

দূর হ'তে শৃগালেরা
উঠিছে ডাকিয়া;
বাদুড় পেচক এরা
ডাকিছে থাকিয়া।

কি এক ঔদাস্যময়
স্বপন মাধুরী
ছড়াইছে এ হৃদয়ে
সঙ্গীতের ঝুরি।

সবাই ঘুমাবে যবে
একা রব জেগে;
অনন্তে মিশিতে হবে,
চিত্ত র'বে লেগে।

পথিকেরা দূরে যায়
গান গেয়ে গেয়ে;
দূর আকাশে কোথায়
উল্কা পড়ে ধেয়ে।

প্রাণে শুধু জাগে ধ্যান
মিলনের নেশা ;
নাহি কোন কাণ্ড জ্ঞান—
দিবানিশি মেশা।

এ নেশা পেয়েছি আমি
পরশে তোমার—
এ নেশা যে অন্তর্যামি !
অমৃতের সার।

কোলাহল।

কোলাহল দিবারাত
সহিতে পারি না ;
জীবনের সুপ্রভাতে
ফুটিয়া উঠিনা।

বিষাক্ত কীটের ঠাঁই
লোকালয় হেথা ;
নীরবতা যেথা পাই
চলে' যাই সেথা।

লোকালয় ছেড়ে যাই
যা থাকে কপালে ;

চলিতেছে মরিতেছে
লোক পালে পালে।

নীরব প্রশান্তি কোলে
রচিব আবাস;
যেথা দেখা পাব তাঁর
যিনি অবিনাশ।

কথা কহা।

(গান)

অনেক দিনের পরে হ'ল দেখা সাথে
কহিনু না কিছু কথা;
ঘুচাইয়া শ্যামলতা
অনুতাপে দহে প্রাণ—ফল হাতে হাতে।
কেন কথা কহিনু না—হইত কি তাতে?

কহিলে ভাল করে' আরেকটু
হইত জীবনের আদান প্রদান;
সহিলে ভাল করে তিত কটু
অমৃত আসে ধীরে জীবন নিদান।

আসুক না।

(গান)

যে জন আসিবে কাছে
ভাল আসুক না।
সে—তো আমারি আছে
ভাল বাসুক না।

কাছে আসিলেই হ'ল
কারেও দিইনা বাধা ;
ঠিক বুঝিলেই হ'ল
মনটী রাখি যে সাদা।

যে জন আসিবে কাছে
ভাল আসুক না
হাসিতে প্রচুর আছে
এসে হাসুক না।

বেশী কথা কহিব না।

বেশী কথা কহিব না
বলিলে যদি কেটে যায় সময় ;
হয়ে আমি একমনা
কাজ ক'রে চলে যাব—নাহি ভয়।

কিছুতেই টলিব না
টলিলে যদি ভেঙ্গে যায় হৃদয়—
বেশী কথা বলিব না
না না বেশী কথা বলা কিছু নয়।

আশা।

ক'রেছে পূর্ব্বপুরুষ কত তোমাদের তরে,—
আরো খাট' আরো কর তোমরা তাদের চেয়ে;
সুখে নির্ভরিবে দেশ তবে তোমাদের পরে,
উঠিবে স্বর্গের পানে তোমাদের বেয়ে বেয়ে;
অনন্তের মহাপথে শোনো কি উঠিছে স্বর!—
অনাহত সুগভীর জাগ্রত অবিনশ্বর,—
কহে সে ধ্বনি বাঁধিতে সংযমের সৈন্যবল,
উন্নত জীবন পথে করিবারে চলাচল।
ওঠ ওঠ উঠে পড় বিলম্ব নয় রে ভাল,
প্রকৃত প্রেমিক হ'য়ে জগতেরে কর আলো;
জীবন সঁপিয়া দাও মহা জীবনের মাঝে,
ছাড় সঙ্কোচন লাজ এই জীবনের কাজে;
কনক কিরীট পরি' উদার অমর সাজ,
ভারত উন্নত শির বিশ্বে করিবে বিরাজ।

পার্ব্বতীর প্রতি ছদ্মবেশী মহাদেবের উক্তি।

শিখাইল কে তোমায় তপস্যা ঈদৃশ
তপস্যা করিয়া ঘোর, হয়ে গেছ কৃশ,
গিয়েছো বিবর্ণ হ'য়ে দিবাশশীসম,
দেখিয়া থাকিতে নারি হয় কষ্ট মম ;
প্রখর এ রৌদ্র ঘোর অকাতরে সহ
চরাচরে কার বলে ? কহ মোরে কহ;
রূপস্পৃহা ছিল আগে বৃথা অলঙ্কার,
আছিল যদি বা কিছু মোহ অহঙ্কার,
তাহাদের গন্ধ নাই প্রাণে তব এবে,
দিবারাত ভাব' বুঝি সেই দেব দেবে,—
তাঁহারেই অবিরত সমর্পিয়া ভক্তি
পাইয়াছ বিশ্বমাঝে তপে হেন শক্তি;
তাঁরি সহবাস তরে বুঝি এ তপস্যা —
ঘুচাইতে জীবনের বিরহ সমস্যা।

পার্ব্বতীর সখীদের কথা।

যে সে বর হইবে না, আমাদের উমা
চায় সেই ভোলানাথে, শিব সেই ভূমা।
তাঁরে বিশ্বে লাভ করা কি সামান্য কথা-

তাঁহারে করিলে লাভ যায় দুঃখ ব্যথা;
আমরা সামান্য লোক, তুষ্ট পেয়ে অল্প,
মোদের সখির আশ উচ্চ, তাঁর গল্প
শুনিবে করিবে ধ্যান জীবনে তাহার,
তারি তরে নাই নিদ্রা নাইকো আহার;—
দেখিতে বড়ই সাধ সেই ভোলানাথে
প্রাণ ভ'রে সহবাস চায় তাঁরি সাথে;
অপর বরের কথা তার কাছে বল
অমনি ক্রন্দন করে অশ্রু ছল ছল;
কিন্তু ভাবি মহাযোগী সে লো, সেই শিবে
কিরূপে মোদের সখী বরমাল্য দিবে?

ঝটিকা রাক্ষসী।

কি সৌন্দর্য্য প্রকৃতির, গাছপালা সব স্থির,
উত্তর পশ্চিমে ঘোর মেঘ—
ঝড় হবে ঝড় হবে, বুঝি দেখে এ 'নীরবে'
এল ব'লে ঝটিকার বেগ।

২

সর্পের মত বিজলি ধায় জলদে উজলি
ঝড় এল ঝড় এল ব'লে';

ওই দূরে ওড়ে ধূলি এখন বেলা গোধূলি
সূর্য্য অস্তাচলে যায় চ'লে।—

৩

মেঘে পড়ে আধ ঢাকা,—মেঘে যেন ছবি আঁকা
ঐ ঢাকা পড়িল একেবারে ;—
একে বেলা গেছে প'ড়ে, তাহে সূর্য্য মেঘক্রোড়ে
ঘোর ক'রে এল চারিধারে।

৪

ওঃ কি মেঘ নীল কালো—থেকে বিদ্যুতের আলো
বায়ু বেগে বহে, এল ঝড়।—
গরজায় রুদ্র রোষে গাছ সব হেলে দোলে
ঘন ঘন বজ্র কড়মড়।

৫

ওড়ে চীল ওড়ে কাক ভাবি' ঝটিকাবিপাক
উড়ে যায় ঝটিকার আগে ;
পশু পাখী ত্রাস পায়, বুঝি' ভাবী ঝটিকায়
দেখিয়া তাহার রুদ্ররাগে।

৬

শুষ্কপাতা ঝ'রে পড়ে চৌদিকে প্রবল ঝড়ে
নুয়ে পড়ে গাছ বড় বড় ;
নদী করে তোলপাড় ধ্ব'সে পড়ে নদীপাড়
ভয়ে তরী তীরে জড়শড়।

৭

পড়ে হুদ্দাড়িয়া ঘোর, সারসী জানালা দোর
পথিকেরা চীৎকারিয়া ধায় ;
ভয়ানক গরজন কম্পিত করে ভুবন
বারি ঝরে প্রবল বাত্যায়।

৮

উড়ে যায় কত চালা ভেঙে যায় ডালপালা
যেতে যেতে ভাঙে যাহা খুসি ;
বজ্রদন্তে কড়মড়ি ডালপালা মড়মড়ি
যায় যেন ঝটীকা রাক্ষসী।

কতদিন দেখিয়াছি।

কতদিন মুখ তার দেখিয়াছি
এখনো পড়িতেছে মনে,
সেই তারে দিয়েছিনু মালাগাছি
খেলেছিনু তাহার সনে ;
এখনো পড়িতেছে মনে।
জুঁইফুল এনে দিত কত মোরে
করিতাম আঘ্রাণ তাহা,
দোঁহে মোরা উঠিতাম কত ভোরে
শুনিত বলিতাম যাহা ;
উপবনে নদীতীরে বসিতাম
দেখিতাম লহরী রাশি।
কাছে সে আসিত ; ছিল কি আরাম—
মধুর মনে পড়ে হাসি।

রমণীর নেত্র।

ডরি আমি রমণীর রমণীয় নেত্রে,
কি জানি এ প্রাণপাখী যদি উড়ে যায়—
ছাড়িতে না যদি চায় সে নয়ন-ক্ষেত্রে
চিরমুগ্ধ হ'য়ে সুধা পাবার আশায়।
পরে, ধরো, না পাইলে কি হবে তাহার ?-

চঞ্চল হইবে শুধু, হইবে আতুর.
ভাল লাগিবে না আর আহার বিহার,
অন্তরে বাজিবে সদা শোকময় সুর;
বল শোভা সব তার হবে ছিন্ন ভিন্ন
কটাক্ষের বাণে মর্ম্মে পেয়ে ক্ষত চিহ্ন।
সে দুঃখ চায় কে বল, ভেবে ভয় আসে
যদি কীট প্রবেশে রে নিতে ফুলবাসে!
যদিও যে আঁখি ঢালে প্রণয় আশীষ
তবু ডরি, ভয় হয় যদি ঢালে বিষ।

কূপ-মণ্ডূক।

নবজ্ঞান নবপ্রেমে উঠে পড়ে কত জাতি,
মোরা শুধু মিথ্যা খেলা ল'য়ে করি মাতামাতি;
নাই কোন কাণ্ড জ্ঞান, ছেলে খেলা দিবানিশি—
কূপের মণ্ডূকসম অন্ধকারে আছি মিশি।
কোথায় প্রাণের বল কোথায় বলিষ্ঠ দেহ,
আলস্যের কোলে ব'সে ভাবিবে না তাহা কেহ;
লইয়া আমোদ বৃথা বিলাস ইন্দ্রিয়-সুখ
সবে ম্লান অবনত, বিমর্ষ মলিন মুখ।
অতীতের গর্ব্ব ল'য়ে বৃথা করি কোলাহল,
বর্ত্তমানে স্বপ্ন দেখি পান করি হলাহল।

কি দুর্দ্দশা আমাদের একি ঘোর অন্ধকার,
অকর্ম্মণ্য বসে' আছি প্রাণে কোন নাহি সার ;
নিশিদিন অবসাদে হইতেছি শীর্ণকায়
তবু মোহে যাপি দিন, যেন কত সুখে হায় !

বালিকা সরল।

ধীরে অস্ত যায় রবি
বহিছে মলয়,
সাঁঝের মধুর ছবি
রাঙা স্বর্ণময়।
পরিমল আসে ধীরে
উপবন দিয়ে,

স্বপ্ন ঢালে হিয়ে।
ঘাটে ব'সে ব'সে গান
গাহে এক বালা—
কুসুমের প্রতিমাণ !—
কোলে ফুল ডালা।
মালা গাঁথে এক মনে
নিয়ে কত ফুল,
ঘুরে অলি উপবনে
হেথায় আকুল—

মৃণাল বাহুটি তুলে
তাড়ায় ভ্রমর,
ঝিকিমিকি খেলে চুলে
সান্ধ্য রবিকর।
ভাবনা নাইকো মনে
মুখটি মধুর,
গাহে ব'সে নিরজনে
মধুময় সুর।
চাঁপাগাছ শিয়রেতে,
ব'সে আছে তলে,
সূর্য্য ডোবে ওপারেতে
আলো কাঁপে জলে ;
দেখে তাহা থেকে থেকে
মালা হাতে ক'রে,
উঠিয়াছে ফল পেকে
কত গাছ ভ'রে।
ফল ফুল যত পারে
রাখে সে আঁচলে,
এত নিয়ে দেবে কারে—
যায় ঘরে চ'লে।
ঝরে ফুল, পড়ে ফল
পথে যেতে যেতে,—
ভরিয়া গেছে আঁচল
ফুলেতে ফলেতে।

অবোধতা।

১

নিজের নিভৃত কক্ষে
রাখি' কর গলে বক্ষে
ভাবিতেছি সংসারের মায়াময় কোলাহল,
যা কিছু মমতা মায়া
সকলি যেন রে ছায়া
জীবনের সাথে সাথে করে সদা চলাচল।

২

কি কহিছে এ নিশ্বাস—
নশ্বরতা অবিশ্বাস,
এই আছি এই নেই, শুধু দুদিনের তরে ;
স্তব্ধ বায়ু ব'হে যায়,
শুনি উদাসীর হায় ;
ভাবি পরস্পরে কেন এত পরিচয় করে।

৩

বিশ্বে আমি জীব সৃষ্ট,
অধিকাংশই অদৃষ্ট ;
কত আছে কি দেখেছি কিবা জানি, হায় হায় !
এত লোক এ আকাশ,
কেন রহস্য বিকাশ—
বুঝিয়াও, কি বুঝেছি বোঝানো নাহিক যায়।

ধ্যান ব্যাকুলতা।

মধুর ডাকে ওই টিট্টির
সুবাসে ললিত শৈলতীর
নিম্নে স্রোতস্বিনী ব'হে যায় ;
দূরে বট শাল তাল তরু
কাছে দোলে তৃণগুলি সরু
বহে' যায় প্রশান্তির বায়।

স্তব্ধ দাড়াইয়া রাখালেরা
কিবা যায় ধীরে পথিকেরা
গ্রামের স্বপন সুধা ভরা ;
একা মাঠেতে দাঁড়াই যদি
শুনি কল কল বহে নদী
শান্তিময় ধ্বনি মনোহরা।

শুনি সাথে তরুর মর্ম্মর
কিবা বিজন বিহগস্বর—
সাধ হয় এবে ধ্যান করি,
যাই এ আরাম ধরি হিয়ে
মনোমন্দিরের মাঝে গিয়ে
তাঁরে পূজি যাতনা পাশরি।

জীবনসংগ্রাম।

১

ভয় শোক তন্দ্রাসনে
দিবারাত করি রণ,
আশা ও ভরসা মনে
যুদ্ধ করি আমরণ;
জীবনের প্রয়োজনে
এতখানি জাগরণ;
সংসারের রণক্ষেত্রে
বীর্য্যপরিপূর্ণ নেত্রে
চাহি দূরি' আবরণ,
জীবনের আয়োজনে
রক্ষা করি আজীবন।

২

অন্তহীন এ রক্ষণ
এরি তরে চির যুদ্ধ,
সারাদিন অনুক্ষণ
যুদ্ধ ক'রে হই বুদ্ধ,
দৃঢ় বলী, বিচক্ষণ,
মলিনতা-মুক্ত শুদ্ধ।

দূর হোক সমুদয়
ভয় শোক এ সংশয়
পাপে রহিব না রুদ্ধ,
বুঝিয়াছি বিলক্ষণ
কি যে প্রকৃতি-বিরুদ্ধ।

শীকারীর প্রতি

শীকারে বাহির হও লইয়া বন্দুক,
শীকার তোমার কাছে ক্রীড়ার কন্দুক,
ও হেন যন্ত্রটি লয়ে কত হত্যা কর;
ওই শোনো পত্ররাজি করে মর মর,
গাহিতেছে সুগভীর কি উদাস গাথা,
বৃথা তুমি ভ্রম' লয়ে মৃত মুণ্ড মাথা—
কত প্রাণ ছট ফট করে যাতনায়;
কষ্ট সেই বেঁধে নাকো তব প্রাণে হায়,
সুখে হত্যা কর জীব বনে উপবনে,
হয় নাকি একটুও দয়া তব মনে?
পবন ফুসিয়া যায়,—ধর্ম্ম শুনি কাণে,
সুখ বৃথা মেরে জীবে বাণে অগ্নিবাণে;
কি কারণে ভাল বল হত্যা এ শীকার—
ভাল বলো, এ অন্যায় করো না স্বীকার;

সত্যের আলোক।

তাঁহারে ছাড়িয়া হয়ে রিপুর অধীন,
দিন দিন হয়ে যাই মোরা দীন হীন ;
মোদের বিকৃত হয় বিচার আচার
সহজে পাইনা আর শুভ সমাচার,
সত্যযুগ কেটে যায় জীবনের তবে ;
রচিয়া মিথ্যার.জাল বিষয় বিভবে,
ভাবি তাহে ধনী কিন্তু হই যে দরিদ্র,
ধন যাহা পড়ে যায় দিয়ে শত ছিদ্র।
মিথ্যামাঝে কত ছিদ্র, দেখায় না অরি,
মিথ্যায় ডুবিয়া তাই পণ্ডশ্রম করি ;
শেষে শুধু অশ্রুপাত বিষাদ- বদন,
সংসারে জাগিয়া ওঠে শমন সদন ;—
মনে হয় কতক্ষণে ছেড়ে মোহলোক
পাইব গো এ জীবনে সত্যের আলোক।

মিলন উচ্ছ্বাস।

ঈর্ষা অভিমান শোক কলহ বিষাদ,
সব ভুলে গেছি লভি' মিলনের স্বাদ ;
নূতন উচ্ছ্বাস তার যেনরে বিজলি,
হৃদয়ে প্রণয় মেঘে ওঠেরে উজলি'।
রঙ্গভূমি ক'রে তোলে বিচিত্র বিলাসে
সাধের পরাণখানি হরষ উলাসে।
বিপদ সম্পদ, ল'য়ে প্রণয় বিনয়—
ভ্রমিয়া ভ্রমর সম করি অভিনয় ;
নারীর নয়ন সুধা ভাবিয়া চঞ্চল,
সেই রে মৃণাল বাহু বসন অঞ্চল
মুদ্রিত নয়ান সেই স্বপন মুরতি,—
মনে পড়ে সুমধুর সেই প্রেম রতি ;
এবে শুধু চাই, সাথে মধুর মিলন—
বাঁধিতে মূর্ত্তির পাশে মূর্ত্তি অতুলন।

—০—

একঘরে।

একঘরে করিবারে চায় উহারা আমায়,
সে ত সুখের বিষয়,
একঘরে হওয়া জয়,
অনেক ঘরেতে হয় কলহ বিবাদ প্রায়,
তায় প্রাণ নাহি চায় নাহি মোর সাধ তায়।

একঘরে করিবারে চায় উহারা আমায় ?
করুক না একঘরে,
চরাচরময় মোর মুক্ত প্রাণ ছুটে যায়,
কভু যাইব না মরে।

একঘরে হয় যারা
বেশ সুখে থাকে তা'রা,
একতার গান রচে চারিদিকে তাহাদের,
ফুটে উঠে রূপগুণ,
জাগে প্রেমের আগুন,
প্রেম নিয়ে জেগে উঠে জগতে হয় রে বের ;
অভাব ঘুচিয়া যায়—অর্থ প্রচুর ঢের।

একঘরে করিবারে চায় উহারা আমায় ?
তাহে করিনাক ভয় ;
অনন্তের লোক লোকান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়
মোর উদার হৃদয়।
একঘরে করুক না মোরে আমি বেঁচে যাই।

সত্য।

এরে ওরে উপদেশ দিই,
জানি না নিজে কি ;
আপনারে গুরু মেনে নিই—
জগতে বুঝি কি ?

ছেড়ে দিয়ে সমুদয় আগে
সামলাই নিজে ;
প্রাণ কভু কারো নাহি জাগে
বিনা সত্য বীজে।

এ আঁধার নিয়ে আমি ছুটি
শিষ্য করিবারে ;
অনৃতে কেমনে রব ফুটি
ডুবিয়া অসারে ?

সত্যেরে ধরিয়াছে যে
যথার্থ গুরুজন সে
নেওয়া যায় আদেশ তাহার,
সত্যের যে বল পায়,
নবীন আকার ভায়
সত্য আনে প্রাণের বাহার।
সত্যের চমক পেলে
সকলি জীবনে মেলে

সার্থক জীবন হয় আপনারে জেনে ;
তখন দূরিবে গ্লানি
চরাচরে মোর বাণী—
সবাই চলিবে মোর উপদেশ মেনে।

ভালবাসা।

ভালবাসা মোর
ফুলের বাতাস
হৃদয়ে হৃদয়ে
ছড়ায় সুবাস।
ভালবাসা তরে
মধুকর ফিরে,
ফুটে রবিকরে
কমলিনী ধীরে।

ভালবাসি ভালবাসি সকলেই কহে
ভালবাসেনা তেমন।
কামনা লইয়া ভাল সকলেই বাসে ;
নিষ্কাম প্রেমের তরে কয়জন আসে ?
ভালবাসেনা তেমন।

ভালবাসা মোর
ফুলের বাতাস

হৃদয়ে হৃদয়ে
ছড়ায় সুবাস।
ভালবাসা এই
ঘিরে চরাচর;
ভালবাসা এই
সুধার আকর।

বরষা।

বহিছে পূরব বায়ু;
ঝর ঝর ঝর ঝর অনিবার বারিধারা।
স্নিগধ রুধির স্নায়ু,
ওড়ে হেথা হোথা পাখী ডেকে ডেকে হয় সারা।
ঘোর নিদাঘের পরে
বরষার ঝর ঝরে
মন প্রাণ হইতেছে আহা কোথায় রে হারা।
গম্ভীর গরজ স্বরে
কাল মেঘ ঘোর ক'রে,
দেখে দেখে গাহিতেছি গানগুলি মেঘপারা।
মেঘেরা কাঁদিয়া সারা,
ঢালে করুণার ধারা,
ধরার নীরস ক্ষেত পাছে হায় যায় মারা।

নিদাঘের হাহাকার
কি ভীষণ আকার,
ফেলিয়াছে শুষ্ক ক'রে জীবন্ত আছিল যারা।
বরষা পড়েছে এবে
বৃষ্টি বারি পড়ে নেবে,
প্রেম বরষিছে প্রাণে দুই বরষার ধারা।

মা।

মা! তুমি মোর প্রাণ নিয়ে থাক;
তব কোলে মোর মাথা রাখ,
এ প্রাণ বাড়িয়া যাবে তবে।
এ প্রাণ তোমারি কাছে রবে।
তোমারি স্নেহেতে আছি বেঁচে,
তব কোলে গাহি আমি নেচে;
তব পরশে সুখ আমার,
বাহিরয় পরিমল সার।
তুমি মোরে চিরদিন রাখ;
তব কোলে মোর মাথা রাখ।
পেতে চাই তোমার আকার;
দৃষ্টি তব জীবন আধার।

শক্তি।

কিসের শকতি নাই ?
শক্তি ডাকিলেই পায়।
ভূত ল'য়ে এই পঞ্চ
গড়ে' যদি উচ্চ মঞ্চ
প্রাণের সহিত চায়,
শক্তি ডাকিলেই পায়।

কিছুই ত বাধা নাই,
বাধা মনে করিলেই বাধা।
কোথাও আঁধার নাই
মনে করিলেই লাগে ধাঁদা ;
জেগে আছে পূর্ণ শক্তি
তায় কর প্রীতি ভক্তি।

কিসের শকতি নাই ?
শক্তি ডাকিলেই পায়,
প্রাণ ভরে যারা চায়।
শক্তি না ডাকিয়া বলে সবে
শক্তি নাই শক্তি নাই।
তবে বল আর কি—হবে ?
শক্তি পায় যদি চায়।
শক্তি বল কোথা নাই ?

শক্তি ডাকিলেই পায়
যদি প্রাণ ভরে চায়।

ভণ্ড।

কেন কাছে আসে তারা ?
বিরক্ত করিবে মোরে ;
যাক একেবারে সরে’।
ভণ্ড তারা গায় কেন ?
কেহই শোনেনা যেন।
নিষেধ মানেনা তারা।

পড়িয়াছে কলিকাল
ভণ্ড বাড়িছে দিন দিন ;
সব হইছে বেতাল
খণ্ড খণ্ড জীব হীন।
ধ্যান চাই যোগ চাই,
চাই তপস্যা নিষ্কাম ;
কাজে কারো কিছু নাই
মুখে লয়ে হরিনাম।
ধ্যানের যোগের ছলে
করে পাপের সাধন ;

অধর্ম্মের কউশলে
করে দলের বাঁধন।

কেন কাছে আসে তারা?
ঘোর কলঙ্কের পারা?
কত যেন ভক্তি রস,
কত যেন প্রেমধারা;
সব কামনার বশ
বাজায়রে একতারা।

বাজাইয়া বাজাইয়া ফেরে পথে পথে,
সাধিতে দুরভিলাষ দুষ্ট মনোরথে।
ভীষণ কুটীল সব বিশ্বাস ঘাতক—
ছুঁলে পরে উহাদের মহান পাতক।
কেন কাছে আসে তারা?
বাতাসেতে উহাদের বাড়ে কাম ক্রোধ;
হৃদয়ের ধ্রুব তারা!
কোথা তুমি দাও মোরে অনন্ত প্রবোধ।

বৈরাগ্য।

(গান)

যে যা নিতে চায় মোর
সব নিক।
রাখিবার কিছু নাই,
বিষয়ের ভস্ম ছাই
সব নিক।
কার কি করিতে পার
করে' যাও উপকার,
তবে ঠিক।
যে যা নিতে চায় মোর
সব নিক।
মুক্ত রাখিয়াছি দোর,
সব নিক।

সুন্দর।

চির কলুষিত প্রাণ আমাদের,
কেমনে হইব মোরা সুন্দর ?
দুর্দ্দান্ত দূষিত ধ্যান আমাদের
অন্ধকারে ঘেরা হৃদি-কন্দর ;
কেমনে হইব মোরা সুন্দর ?

হিংসা দ্বেষ নিয়ে মত্ত বেশ পরে'
বিলীন রয়েছি জঞ্জালের মাঝে ;
ভাল ছেড়ে দিয়ে মন্দ নিই ধরে'
শেষে ঘোর ক্লেশ কুকর্ম্মের লাজে।
কেমনে হইব মোরা সুন্দর ?
আগে ভাল দেখা চাই অন্তর।

তাঁহার আমি।

একদিনে চলে যাব,
ছুটে যাবে মোর প্রাণ ;
তাহার পানেতে চাব
তাঁহার লইব ঘ্রাণ।
তাঁহার হেরিয়া মুখ
গাহিব তাঁহার গান ;
মিশে যাবে সুখদুখ
লইব তাঁহার দান।
তাঁহার হয়েছি আমি
রব তাঁর চিরদিন ;
তিনিই আমার স্বামী
কেন তবে দীন হীন ?
এই বয়ান মলিন ?

নদী কূলে

বসে আছি নদীতীরে ;
শুনি বসে মাঝিদের গান ;
ধীরে ভেসে যায় তরী,
কোথাও নাইরে অরি,
নিস্তব্ধ নদীর তীরে
কুলু কুলু নদীনীরে
ভেসে যায় গীতিময় প্রাণ।
দূরে ডাকে দাঁড়কাক,
হোথা খেলে চক্রবাক,
স্তব্ধতার মাঝে করি ধ্যান।
একাকী বসিয়া আছি,
কেহ নাই কাছাকাছি,
চারিধারে স্বপ্ন রেখা—
জলদের শুভ্র লেখা
নীলাকাশে রচে কত গান।

একাকী বসিয়া আছি—
গ্রামের স্বপনগুলি
আসিতেছে একে একে,
বেশ আছি বেশ আছি—
প্রাণ মন গেছে খুলি
কে কারে চাহিয়া দেখে।

একা আসে একা যায়,
মিলে মিশে প্রাণীগুলো
ছুদণ্ডের খেলা ধূলো
করে যায়, চলে যায় ।
পূর্ণতার মাধুরীতে
ভরাট হৃদয় মোর,
নদীর মৃদুল গীতে
পরাণ হয়েছে ভোর ।
ভাবনা গিয়াছি ভুলে,
আবেশে পড়েছি ঢুলে,
দু একটী ঘুঘু এসে
গেয়ে যায় বিজনতা,
বেঁচে আছি ভালবেসে
বিজন প্রাণের কথা ।
হেলিয়া তরুর মূলে
একা বসে নদীকূলে ।

সাধ আর হয় নাকো
যেতে লোকালয়ে ফিরে,
প্রাণে আর সহেনাকো—
সেথা কোলাহল ঘিরে ।
হেথায় কাটাই দিন,
ছাড়ি ভাব ক্রূর হীন
শুনি কুলু কুলু নীরে,



ঝুরু ঝুরু তরুশিরে,
স্নিগ্ধ বায়ুর সনে
ওঠে কত তান মনে
বসি' হেথা নিরজনে।

সেথা যাই

হেথা হ'তে পলাইয়া যাই ;
কাহাদের বন্ধু বলি ভাই ?
দুর্দ্দান্ত চতুর সব,
স্বার্থের কেবলি রব
কাছে গেলে শুধু চাই চাই ;
পরাণ কাহারে নাহি চায়।
ছেড়ে দি এ সব বন্ধুভার,
ঘুচিবে কলহ হুহুঙ্কার
মিলিবে পরাণে গন্ধসার
হৃদয়ে বহিবে নন্দধার—
নীরবতা শুধু আমি চাই।
সেই সেথা পড়ে আছে
বড় বড় শাল গাছ ;
গ্রামগুলি কাছে কাছে,

কৃষকেরা ধরে মাছ ;
স্বপ্নময় লোক সেথা যাই।
সেথা দূরে মেঘ ভেসে যায়—
স্বপনে কাটিয়া যায় দিন,
সেথা প্রাণে প্রাণে মিলে যায়—
অনন্ত আনন্দ চিরদিন।

সেথায় করিলে বাস
এ প্রাণে ফুটিবে হাস,
ফুটিবে সুরভি শ্বাস
ধ্যানে রব বার মাস।
লতা বেয়ে তরু বেয়ে
কাঠবিড়ালী যায় ধেয়ে—
উড়ে নদী পার হ'তে
ভেসে যায় স্রোতে স্রোতে
ডেকে ডেকে কত পাখী,
সাধ হয়রে একাকী
সেথা গিয়া বসে থাকি।

বুলবুলি।

ওই ডাকে বুলবুলি,
মনে পড়ে গ্রামগুলি,
মনে পড়ে ঘর সেই তরুলতাময় ;
সেখানে জাগেরে আহা নীরব অভয়।
সহরের মত নাই
লোকজন সেথা ;
মাঠ ময় চরে গাই
নাহি কোন ব্যথা।

হেথা সহরে চলিছে
ঘড় ঘড় গাড়ী ;
কষ্টে লোকেরা জ্বলিছে,
সব ঠাসা বাড়ী।
শঠতা বঞ্চনা নিয়ে
করে কোলাহল ;
মদ্য গঞ্জিকা পিয়ে
হয় দুরবল।
মারামারি কাটাকাটি
করে লোক হাঁটাহাঁটি—
বিরাম নাইরে তার,
কত যেন কার্য্যভার।

হাঁসফাঁস যোঝাযুঝি
অবিরাম খোজাখুঁজি,
সব ঠাঁই চলে বুঝি
সহরের গলিঘুঁজি।

ডেকে গেল বুলবুলি—
প্রাণ মন গেল খুলি।
চন্দ্র সূর্য্য দেয় আলো
গ্রামেতেই ঠিক ;
বলে গেল বুলবুলি—
সহরেরে ধিক
বেঁচে আছে গ্রামগুলি।

কি দশা হবে।

যেরূপ অশুদ্ধ বায়ু ঘুরিতেছে চারিধার,
কিরূপে বাড়িবে আয়ু কিরূপে পাইব সার ?
কথা কাটাকাটি শুধু মারামারি কোলাহল,
মিছে কে রহিবে হেথা ঘোরে তীব্র হলাহল।
দুর্বাস এমনি হেথা আসে যেন উদগার,
অগাধ পাপের মাঝে হবে কিরূপে উদ্ধার ?
একটী কথার তরে কত কলহ বিবাদ,

হিংসা দ্বেষ জানে সবে করিতেরে অপবাদ ;
অসৎ চরিত্র ঘোর, করে না শিবের স্তব,
হেথায় রহিতে আছে ! ছিন্ন প্রাণ এরা সব।
বিশুদ্ধ বাতাসে গিয়ে কেমনে পাইবে প্রাণ,
শান্তির সুবাস টুকু কেমনে লইবে ঘ্রাণ,
এসব ভাবেনা এরা, শুধু ভেবে ভেবে সারা,
লোকালয় বোঝেনাকো—সব লোকালয় হারা।
গেয়ে সুখ নাই হেথা, হইরে এ দেশ ছাড়া,
যাইবার কালে যাব দিয়ে দেশ নাড়াচাড়া।
উঠুক তুলিয়া শির, দাঁড়াক উঠিয়া খাড়া,
অবনত ঘোর তাপে নিয়ে রাশি অপমান,
উঠুক এখনি এরা করুক সুধায় স্নান।
এদের কি দশা হবে ? কিছু কি হয় না মনে,
ঘুরিয়া বেড়াতে চায় ঘোর প্রলয়ের বনে।

ঝটিকায়।

ঝড় উঠেছে—ঝড় উঠেছে ভরা গাঙ্গমাঝে,
নাউ ত্বরা নিয়ে যা—মাঝি কিনারার কাছে।
কি ভীষণ তরঙ্গ
করে কি ভীষণ রঙ্গ,
কি—ভয়ানক ঝড়
তরাশে কাঁপেরে ধড়,
সব তোলপাড় করে দেয় যেথা যাহা আছে।

নদীর মাঝেতে পড়ে
কত নাউ যায় ব'লে যায় মারা;
যাত্রী সব আছে চ'ড়ে,
আহা তারা ভয়ে একেবারে সারা।
ওই গেল বুঝি ডুবে,
উত্তর পশ্চিমে পূবে
ঝড় উঠিয়াছে—ধূলিকার ধারা!
বায়ু বহে বিশৃঙ্খল,
নৌকাগুলি টলমল—
বাঁচুক বাঁচুক বাঁচে যেন তারা।
এ—বিপদের মাঝে
এ—ঝটিকার মাঝে
দেব! তুমি আছ সম্পদের পারা।

বনে।

১

বনময় ফুটে ফুল
যাই মাঝ দিয়ে;
কতক গাছের পরে
কতক গিয়াছে ঝরে
যাই ফুল নিয়ে।

২

বহিছে মলয় বায়
ঝুরু ঝুরু স্বর;
পাখীরা গাহিছে দুলে,
মধুকর ফুলে ফুলে,
উঠিছে গুঞ্জর।

৩

এ বনে কোথাও যেন
নাহি কারো দুখ;
বনের পাদপরাজি
ফুলরেণু গন্ধে সাজি
।

এ বনে কোথাও যেন
নাহি কারো দুখ।

ফুলরাণী

কুসুমের মালা দোলে কনক হস্তকে,
কুসুম কবরী বাঁধা শোভিছে মস্তকে।
ভ্রমর গুঞ্জরে ভ্রমি চারিদিকে তার,
ফুলরাণী বসে' গায় বাজায় সেতার।
মধুর সঙ্গীত সুধা ধ্বনিছে তাহায়,
চৌদিকে ঝরিয়া পড়ে ফুলের পরাগ,
তারি সাথে পড়ে ঝরি রাগিণী ও রাগ;
শুনে প্রাণ পুলকিত কি মাধুরী হায়!
মধুর মধ্যাহ্ন শেষে মধুগন্ধ গীতি
মিশায় আকাশে কত অনুরাগ প্রীতি।
সম্মুখে তটিনী এক যাইছে প্রবাহি,
গুঞ্জর গানের সনে চলিয়াছে গাহি
কুলু কুলু কুলু কুলু—কুলু কুলু গান,
শুনিতে শুনিতে হ'ল দিবা অবসান।

সন্ধ্যার মাধুরী।

দেখিতে কি মনোহর হৃদয়-তোষণ—
তাহারে হৃদয়ে আমি করেছি পোষণ।
তপন কিরণজাল হইল লোহিত,
আকাশে হইল ধীরে সন্ধ্যার উদয়,
নদীতীরে কথা হ'ল তাহার সহিত,
মিলে গেল প্রাণে প্রাণ হৃদয়ে হৃদয়।
তারে ছেড়ে দিতে মোর হ'লনাকো সাধ
আমার মিলন তৃষা হইল অগাধ।
মগন হইনু তাহে, বলিলাম 'রোসো
যেওনা যেওনা প্রিয়ে আরেকটু বোসো।
চলে যেও চন্দ্রতারা ফুটিলে আকাশে,
আরেকটু যাও বসে থেকে মোর পাশে।
সন্ধ্যার মাধুরী তুমি হেরি গো তোমায়,
দেরী নাই বেলা গেল বেলা চলে যায়।'

ছুদিনের তরে।

দেখিয়া ভাবিতেছি কি—সব যেন শূন্য,
যেতে হবে পরলোক লয়ে পাপ পুণ্য ;
ছেড়ে যেতে হবে সব ছুদিন পরেই,
বাস্, তবে স্তব্ধ সব আর কিছু নেই।

ওই শূন্যে মেঘ দেখি কার্ত্তিকের শীতে
ভেসে যায় সুধীরে এ নীরব নিশীথে,
যেতে যেতে পথে তারা যায় মিলাইয়া,
মাঝ পথে শূন্যে প্রাণ দেয় বিলাইয়া ;
বলে যায়, দুদিনের তরে সব শূন্য—
কেন মোরা লয়ে আছি খলতা পৈশুন্য

শিবরাত্রে তপস্যা।

ছিল গাছের মাথায় উঠিল উপরে
কি উজ্জ্বল তারা, ওটী জ্বল জ্বল করে।
গাছ পালা ঘোর কালো শূন্য ঘোর ছাই,
তাহে কত তারা জ্বলে সীমা তার নাই।
শূন্য হৃদে একা বসে জ্বলে মোর প্রাণ
ভাবনা জ্বালায়। পাব কিসে পরিত্রাণ ?
আর সহ্য হয় নাকো মোর দুঃখ তাপ,
কেমনে ঘুচিবে মম সমুদয় পাপ ?
যত চিন্তা করি তত হইগো আকুল,
অন্তহীন পারাবারে কোথা উপকূল ?
পাইনা দেখিতে কিছু যাব কার কাছে,
এ আঁধারে ধ্রুবতারা কে আমার আছে ?

অন্ধকারে এ জীবন বিষম সমস্যা—
অমাবস্যা শিবরাত্রি করি গো তপস্যা।

বৃথা কাল কাটে।

কাটিছে জীবন হায় আহারে বিহারে,
মনের দুখের কথা কহিব কাহারে।
আহার নিদ্রা আর গো হিংসা পরনিন্দা,
এরি তরে দিবারাত্র মোর শুধু চিন্তা।
এদিকে যে দিন যায় তাতে নাহি হুঁষ,
হায় এ সংসারে আমি কেমন মানুষ।
বিষয়ে ডুবিয়া আছি হইয়া আসক্ত,
তাঁর কাজে মন দেওয়া বড়ই যে শক্ত
তাঁর জন্য এই সব—তাহা গেছি ভুলে,
নিজের কর্ত্তৃত্ব মহা বসিয়াছি খুলে।
হয়েছি যথেচ্ছাচারী বিলাস চপল
তাই এত ভয় দুঃখ জাগে প্রতিপল,
এ সংসারে সদা তাই শূন্য মনে হয়,
মনে হয় কিছু নয় সব মায়াময়।

কোথাকার যাত্রী।

পান্থ যায় গ্রামে কোন দূর হতে দূর,
সন্ধ্যাকালে বর্ণ নীল পীত ও সিন্দুর।
হাম্বা রব করে যায় দলে দলে গাই,
চারিধারে চেয়ে দেখি লোক কেহ নাই।
কেবল ঐ পথিকটী একা চলিয়াছে,
আঁকাবাঁকা সরু পথ কতদূর গেছে।
যেতে যেতে রাত্রি হবে, উঠিয়াছে চাঁদ,
স্তব্ধ এবে মাঠে ওঠে ঝিল্লীর নিনাদ।
তেবান্তর মাঠপারে কোথায় কুটীর—
পূবে নদী আছে, সেথা ডাকিছে টিট্টির।
ধূ—ধূ—করে মাঠ, যায় পান্থ পূবদিকে,
ক্রমশ সন্ধ্যার বর্ণ হয়ে আসে ফিকে।
উঠিল রে চন্দ্র তারা হয়ে এল রাত্রি
একেলা পথিক ওই কোথাকার যাত্রী।

আকাশবাণী

শূন্যে গ্রহ উপগ্রহ তারকা নক্ষত্র
দূর হ'তে দূরে তারা মারিতেছে উঁকি।
মর্ম্মরিছে ধরামাঝে শত তরু পত্র ;
চৌদিকে আঁধার দৈত্য রহিয়াছে ঝুঁকি

নিকটে নদীর তীরে দুএকটী দীপ
ঘোর আঁধারের মাঝে করে টিপ টিপ।
ওপারে মহা শ্মশান—জ্বলিতেছে অগ্নি,
দেখে মনে হয় বাপ মা স্ত্রী ভাই ভগ্নী
সব এই আছে এই নাই, অবসান—
দেখিতে দেখিতে হায় নিভে যায় গান।
তটিনী বহিয়া যায় কুলু কুলু গানে
সে গান মিশিয়া যায় কোথায় কে জানে।
নিশীথে নীরবে একাকী বসিয়া ধেয়ানে
শুনিরে আকাশবাণী যেন সেই গানে।

নিরহঙ্কারী।

কোন কথা তব মুখে হয় না বাহির
অথচ তোমার নাম বাহিরে জাহির।
তোমায় সবাই চায় নীরবে নীরবে,
আকুল তোমার তরে হয়ে আছে সবে।
দূর উপবন হ'তে পরিমল সম
মনোভাব তব লোকে দূর হ'তে লভি'
তোমাকে করেছে তারা গো অন্তরতম ;-
তোমায় করিছে ব্যক্ত, তোমার সুরভি
সবার হৃদয় পুষ্পে র'য়েছে সঞ্চিত ;
তাহা হ'তে কেহ হ'তে চায়না বঞ্চিত।

তোমার মধুর ভাব জেনেছে সবাই
তোমার মতন লোক কেহ দেখে নাই।
অহঙ্কার নাই তব অন্তরে বাহিরে,
তাঁরে ভোলো নাই তুমি ভুলেছো 'আমি'রে।

কারে খুঁজিতেছ।

(গান)

কারে খুঁজিতেছ তুমি
কাননের মাঝে ?
বুঝিয়াছি কারে চাও,
হেথা নাই সে ত,
গিয়াছে অনেকক্ষণ ;—
এ মধুর সাঁঝে
তুমি আসিবে জানিলে
সে কি চলে' যেতো ?

কাতর হইয়া ডাকি।

মনের কষ্টের কথা বলিব কাহারে ?
বাহিরে দেখাই যেন কত সুখে আছি,
কালটা কাটিয়া দিই আহারে বিহারে,
ঘুরিয়া বেড়াই যেন পরাধীন মাছি।
এ জীবন অতি দীন হ'য়ে আছে তাই,
কে বাঁচিতে যায় যেথা স্বাধীনতা নাই।
চারিধারে ষড়রিপু করে জয়লাভ,
যুদ্ধ করে মোর সাথে রাগে রক্তিমাভ ;
হাহাকার করে প্রাণ, হাহা করে কাল,
দিন যেন উড়ে যায় ফেলিয়া কঙ্কাল ;
যে দিকে চাহিয়া দেখি শূন্য—শূন্য—শূন্য
—যেতে হবে পরলোকে লয়ে পাপ পুণ্য ;
আমি অতি দীনহীন পরাজিত রণে,
কাতর হইয়া ডাকি সে শান্তি শরণে।

রমণী।

হে রমণি ! বিশ্বমাঝে তুমি অলৌকিক—
সুন্দর তোমার প্রেমে জাগে চারিদিক।
বিশ্ব তব রূপে গুণে হয়ে আছে বশ,
তোমারি জগৎ মাঝে গাহিতেছে যশ।

কি মাধুর্য্য উথলয় ওই মধুমুখে!
কি আলোক ছটা ভায় তোমার সম্মুখে!
এ ধরায় সার রত্ন পায় তোমা হ'তে,
তুমি পূর্ণ কর সবাকার মনোরথে;
তোমার কটাক্ষে সবে হয় শরবিদ্ধ,
তোমার মিলনে সবে হয় লক্ষসিদ্ধ।
তোমারে লইয়া করে কতই কল্পনা—
হৃদয়ের মাঝে তব আসন রচনা—
তোমাকে ছাড়িয়া বিশ্ব রহিবে কেমনে?
তোমার প্রতিমা চিত্র হেরে সর্ব্বজনে।

প্রকৃতির শোভা।

সংসারে দরিদ্র কেহ ক্ষুদ্র অভাজন,
কেহবা বিভবশালী ও ভক্তিভাজন,
কেহবা চঞ্চল, কেহ নির্ম্মম অটল,
করুণায় কারো চক্ষে ঘন বহে জল।
পরহিত তরে কেহ লালায়িত ঘোর,
কেহবা দস্যুর মত প্রবঞ্চক চোর;
নানারূপ লোক দেখি বিচিত্র সংসারে
দেখে শুনে ভাবি তায় ত্যজি জনতারে।
বিজন প্রদেশে কোন যাই চলে ত্বরা,
হেরি গিয়ে প্রকৃতির শোভা মনোহরা।

স্নেহ প্রেম সেথা সব স্বভাব সুন্দর,
কোথাও নির্ঝর ঝরে ধ্বনিয়া কন্দর,
কোথাও পাখীরা গাহে নিরিবিলি বনে,
এ সব দেখিব গিয়া বসি নিরজনে।

পরমার্থ।

আকাশে জ্বলিছে তারা শত শত গ্রহ,
মাঝখানে ছায়া সম শোভে ছায়াপথ,
যত চাহি ততইরে চাহিতে আগ্রহ
ভ্রমিতে অনন্ত শূন্যে ধায় মনোরথ।
উঠিছে ঈশান কোণে পূর্ণিমার চাঁদ,
প্রকৃতির কিবা শোভা আঁধারে আলোকে!
দূরে কোথা ঘণ্টা বাজে মধুর নিনাদ—
মিলে যায় যেন তাহা কোন্ পরলোকে।
ঘুচে যায় সমুদয় অহঙ্কার দম্ভ,
নিজে তুচ্ছ মনে হয় হীন অপদার্থ।
অনন্তের অন্ত কোথা কোথায় আরম্ভ
স্তম্ভিত হইয়া ভাবি সেই পরমার্থ।

উৎসব।

হইরাছে রাত্রি এবে ঘরে জ্বলে আলো,
কাননের দিকে চাহি দেখি ঘোর কালো।
ঝিল্লী ডাকে ক্রমাগত এ আশ্বিন মাসে,
দূরে কার ছেলে কাঁদে, কোথা বাঁশী বাজে,
কত কথা মনে হয়—উৎসব যে আসে।
কত কি সামগ্রী আনে, লোকে ব্যস্ত কাজে।
দিন নাই রাত নাই পূজার বাজার,
হর্ষে উল্লসিত লোক হাজার হাজার।
কিন্তু আর লাগেনাকো ভাল এ উৎসব,
ভারতে অকালে ফেরে কাল ভূত সব—
সব যেন প্রেতাকার ঘুরিতেছে দেশে,
দুর্ভিক্ষ ও মহামারি পিশাচের বেশে।
মনে হয় কি হইবে করিয়া উৎসব,
দেশ যেন হইয়াছে শ্মশান ও শব।

কালক্ষেপ।

বৃথা কালক্ষেপ করি করি অদ্য কল্য
সদাই উন্মত্ত লয়ে ইন্দ্রিয় চাপল্য।
দুর্ম্মতি খলতা নাহি করি সম্বরণ,
সংসারে মলিন হ'য়ে করি সঞ্চরণ;

পক্ষ তুলি কীট সম থাকি উৎকণ্ঠিত,
বিষয় পাবকে চাই হ'তে বিলুণ্ঠিত ;
হুঁষ নাই লজ্জা নাই, এরূপ কি জন্য
মলিন পামর ঘোর কুৎসিৎ জঘন্য ?
বিশাল এ বিশ্বরাজ্যে ক্ষুদ্র কীট আমি
কোন্ নরকের পানে যেতেছি হা ! নামি।
দীর্ঘসূত্রতায় শুধু বৃথা করি গৌণ,
হ'য়ে আছি ম্রিয়মান ভাবনায় মৌন।
ভাবনার স্রোতে বহে হতাশার ছন্দ,
প্রাণে অবসাদ আসে—দুঃখী নিরানন্দ।

হেয়জ্ঞান।

আজ কাল কাছে এলে দেখি দ্বার বন্ধ,
আমারে দেখিলে যেন হ'য়ে ওঠো অন্ধ।
আর প্রেমে তব মোর নাহি প্রয়োজন,
বেশ বুঝিয়াছি তুমি গো কিরূপ জন।
থাকুক আছে যা তব পরাণে বাসনা,
জেনো আর করিব না তব উপাসনা।
বড় দর্প হইয়াছে উঠিয়াছে পাখা,
প্রণয় পাদপে কত শাখা ও প্রশাখা—
নৃত্য কর মাঝে আর করি মোরে তুচ্ছ,
পলকে পলকে সুখে নাচাইছ পুচ্ছ।

থাক সুখে তুমি, পুচ্ছ নাচাও নাচাও,
এত সাধিলাম তবু না চাও না চাও !
তোমার প্রেমের আমি নহি উপযোগী,
এই ভাব তুমি হায়—হইব রে যোগী।

হরিনাম।

দিবারাত ল'য়ে আছি পরিহাস হাস্য
ভুলে তাঁরে যিনি মোর দেবতা উপাস্য।
পূজিনাকো তাঁরে, তাঁর করিনাকো নাম,
ভাবিনাকো অন্তিমের দশা পরিণাম।
এখন সম্পদ আছে, প্রমত্ত গরবে,
এখন তাঁরে কি হায় আর মনে রবে ?
একটু বিপদ হোক অমনি ডাকিব,
বলিব তোমার কাছে সতত থাকিব ;
বিপদ চলিয়া গেলে বাস্ ভুলে যাই,
তিনি যে আমার পিতা আর মনে নাই।
এমনি কৃতজ্ঞ বটে যার খাই পরি,
বিষয়ে মাতিয়া তাঁরে মনে নাহি করি।
না, না এইবার আমি পাপ পরিহরি'
দিবসে নিশীথে জপি সেই নাম হরি।

ভরসা।

কত শত শাস্ত্র, বেদ, পড়েছি বেদান্ত,
হয় নাই তবু প্রাণ হায় শান্ত দান্ত।
করিলাম পাঠ কত বিজ্ঞান দর্শন,
তবু পাইনু না আমি তাঁহার দর্শন;
হায় তবু কত গর্ব্ব জ্ঞান-অভিমান,
কাহারেও নাহি দেখি নিজের সমান।
তুচ্ছ করি উপহাস করি ঘৃণা পরে,
নিজের মূরতি নিজে পূজি চরাচরে।
এই ত অবস্থা মোর দুঃখ হয় ভেবে,
কাতর হইয়া ডাকি সেই দেবদেবে।
আমারে উদ্ধার কর এ আঁধার হ'তে,
ভেসে যাইতেছি কোন্ অসীমের স্রোতে।
না পাই কিনারা কূল—কি জানিব আমি,
অকূল পাথারে তুমি ভরসা গো স্বামি!

স্তব।

তুমি মুক্তি তুমি ভক্তি তোমায় নমস্কার।
তুমি আদি মহাশক্তি তোমায় নমস্কার।
তুমি বাক্য মহাশব্দ তোমায় নমস্কার।
তুমি রাজ' মহাস্তব্ধ তোমায় নমস্কার।

তুমি হর্ষ মহানন্দ তোমায় নমস্কার।
তুমি বিশ্বে মহাছন্দ তোমায় নমস্কার।
তুমি পূর্ণ মহাকাব্য তোমায় নমস্কার।
তুমি খেল মহাখেলা তোমায় নমস্কার।
তুমি স্তব্ধ কি একেলা তোমায় নমস্কার।
তুমি সত্য কি বাস্তব তোমায় নমস্কার।
নিত্য তব করি স্তব তোমায় নমস্কার।

চরণ।

আমি জানি ধরে' থাকা তোমার চরণ
জীবনে ইহাই সার তপশ্চরণ।
তোমারি চরণ ধরি রব এ সংসারে,
যাইব সংসার হ'তে সংসারের পারে।
যেথা থাকি যেথা যাই তোমারি চরণ
ধরি চরাচরে যেন করি বিচরণ।
তোমারি চরণ হ'তে বিচিত্র বরণ
কবিতা সঙ্গীত ঝরে ছন্দ ও চরণ।

ছবি।

তুমি মোরে হেথা নাথ করেছ প্রেরণ,
তোমা কোলে পুষ্পসম আছি আমি ফুটে,
মোর পরে পড়ে তব আশীষ কিরণ,
তোমারি করি গো পূজা সদা করপুটে।
সুবাস সৌন্দর্য্য সম তোমারি আলোকে
সকলি জগত মাঝে হইছে প্রকাশ,
বিশ্ব পূর্ণ কলরবে লোকারণ্য লোকে,
এমন মহিমাময় অসীম আকাশ।
আশ্চর্য্য হইয়া আমি হেরি চারিধার
বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড মাঝে নব নব খেলা,
নূতন কি পুরাতন সকলি তোমার,
দেখিতে দেখিতে দৃশ্য কেটে যায় বেলা।
অন্তহীন দৃশ্য মাঝে তোমার যে ছবি
তাহার তুলনা নাই—কি অমৃত লভি।

সংশয়।

যে আত্মা সংশয়ী
হয় না সে জয়ী
সংসারের সংগ্রাম ক্ষেত্রে ;
ক্ষীণ-বৃন্ত ফুল

সদাই আকুল,
ঝরিয়া পড়িবে তৃণক্ষেত্রে।
বিশ্ব দেখে বটে,
নহে অকপটে,
সদাই সন্দেহ তার মনে ;
পূর্ণ কিম্বা শূন্য
পাপ কিম্বা পুণ্য—
দোদুল্যমান সে ক্ষণে ক্ষণে।
যতই সে ভাবে
সন্দিগ্ধ স্বভাবে,
ডুবিয়া যায় সে ভাবনায় ;
সংশয় আঁধারে
কি দেখিবে হা রে,
দেখিতে নারে সে আপনায়।
পদে পদে হয়
তার পরাজয়
ক্ষমতাবিহীন হয় ক্রমে ;
বিষ এ সংশয়
প্রাণে নাহি সয়,
কি যে ব্যাকুলিয়া প্রাণ ভ্রমে
ঘূর্ণিময় সংশয়ের ভ্রমে !

দয়াময় নাম।

বাস্তবিক
চারিদিক
অন্ধকার দেখিতাম,
মনে হ'ত শূন্যধাম,—
সমুদয়
নিরদয়,
না যদি গো শুনিতাম
তাঁর দয়াময় নাম।

শুনে তাঁর
করুণার
কথা পাইরে সুমতি—
পাপ হইতে বিরতি।
যবে ধর্ম্মে
শুভ কর্ম্মে
দয়াময় নামে মতি,
তবে হয় শুভ গতি।

বাজিছে মাদল।

কেটেছে বাদল—
নীরব নিশীথে ওই
কোথায় মাঠের মাঝে
বাজিছে মাদল।

সাঁওতাল পাড়া
আমোদিত আজি কিবা!
মাঠেতে কুটীর ওই,
গাছগুলো খাড়া।

নাচে গাহে তা'রা,—
পূরণিমা নিশি আজি,
জ্যোস্নাস্নিগ্ধ জল স্থল,
শূন্যে শোভে তারা।

কোথা তিনি।

কতদিন হ'ল পিতা গিয়াছেন চলে'
সেই, শ্মশানে আসিনু করে দেহ তাঁর দাহ;
ধারে ব'য়ে যেতেছিল মৃদু কলরোলে
সেই, ভাগিরথীর শীতল সলিল প্রবাহ।—

একা গৃহে ফিরিলাম দেখে শেষ দেখা,
সেই পিতার মধুর মুখ এখনো ভুলিনি ;
এ পার্থিব জীবনের তাঁর শেষ রেখা
সেই, এখনো আছে গো মনে ;—এবে কোথা তিনি।

দয়া ভিক্ষা

আমাকে দিয়াছ প্রেম দিয়াছ যে ভক্তি,
আমাকে দিয়াছ স্নেহ দিয়াছ যে শক্তি,
এদের সফল কর দয়া করে' প্রভু
আর তব কুসন্তান হইব না কভু।
ক্ষমা চাহিতেছি নাথ আমি তোমা কাছে,
এ মন ইন্দ্রিয় দেহ মোর যাহা আছে
সকলি দিয়াছ তুমি ; আমিই তোমার
আমিই তোমার নাথ কণা করুণার ;
আমিই তোমারি জীব যে ভালবাসার।
তাই বলি মোরে তুমি তোমার সন্তানে
বঞ্চিত করোনা কভু তব কৃপাদানে।
মোরে যা দিয়াছ তাহা করহ সফল,
গতি নাই প্রভু ! বিনা তব কৃপাবল ;
গতি নাই নাথ ! বিনা ও চরণ তল।
তব কৃপা বিনা কিছু না হয় সফল।

দিয়াছ যে প্রেম ভক্তি স্নেহ-শক্তি মোরে,
না পেলে প্রসাদ তব যাবে তারা ম'রে।
যদি দোষ করে থাকি করিব না আর—
অনুতাপ হইয়াছে বড়ই আমার।
অনুতপ্ত প্রাণে কাছে আসিয়াছি তব,
মোর দুঃখ কথা আর তোমারে কি কব?
সকলিই জানো তুমি দয়া কর মোরে;
না পেলে তোমার দয়া যাব আমি মরে'।
না পেলে তোমার দয়া বৃথা পাপ পুণ্য,
না পেলে তোমার দয়া সংসার এ শূন্য,
না পেলে তোমার দয়া বৃথা এ আকাশ,
অন্ধকারে এ আলোক বৃথাই প্রকাশ,
না পেলে তোমার দয়া বৃথা সব মায়া,
মনে হয় সমুদয় স্বপনের ছায়া,
সবেতেই জেগে ওঠে সংশয় সন্দেহ,
বৃথা মনে হয় এই মন প্রাণ দেহ।
না পেলে তোমার দয়া সকলি বিফল,
হয় চিত্ত ভয়াকুল জীবন বিকল।
তুমি মোরে দয়া কর করহ সবল—
ভীত যে, দেখে নির্দ্দয় কালের কবল।

ক্ষমাই আশ্চর্য্য ক্ষমতা।

(ক্রোধ ও শমের কথাবার্ত্তা)

ক্রোধ কহে "তুলি শস্ত্র, মুষ্টি ও মূষল
অপরে হানিতে চাই তবে সুখ হয়,"
শম কহে "আমি করি কামনা কুশল,
সকলের প্রাণে চাই দিইতে অভয় ;
ক্রোধ কহে "তুমি ভীরু ক্ষীণ প্রাণ অতি,"
শম কহে "ভ্রম তব ভাল নয় মতি,"
ক্রোধ কহে "প্রতিশোধ লওয়াই ধর্ম্ম
আঘাত করিতে সুখ অপরের বক্ষে ;
শম কহে "দুঃখ দিয়ে সুখ পাপ কর্ম্ম—
মহাসুখ এ ইচ্ছায়—'সবে পা'ক রক্ষে' "
প্রতিশোধ ছাড়ি জানি রক্ষা করা সার,
ক্ষমা যে করিতে পারে ধন্য বল তার ;
ক্ষমাগুণে আছে দয়া স্নেহ ও মমতা,
ক্ষমাই বিশ্বের মাঝে আশ্চর্য্য ক্ষমতা।

বনে।

বনে কত ফুল ফুটিয়াছে,
কত ফল ফলিয়াছে গাছে,
এখনি উঠেছে পেকে, মোর মনে হয় থেকে
সব পেড়ে লই যাহা আছে।

কোনটা দেখিতে রক্তবর্ণ,
কোনটা সুচারু পীত স্বর্ণ,
নানারূপ ফুল ফল, কি তাদের পরিমল
কিবা বিচিত্র পল্লব পর্ণ।

কুঞ্জে কুঞ্জে পাখী গায় গান,
মিলে যেন বাজে একতান।
নীরব বনের মাঝে সুধাসম কাণে বাজে—
ঘিরে আছে লতার বিতান।

যোগী।

নির্ম্মল নীলিমা জাগে, নাহি বায়ুবেগ,
শারদ আকাশে শুধু একখণ্ড মেঘ
ভাসিছে আপন মনে যেন উদাসীন;
শূন্যতলে গিরিপরে রয়েছে আসীন

আঁখি মুদি জটাধারী এক যোগীবর;
পর্ব্বতের সানুদেশে স্বচ্ছ সরোবর—
বন্য হংসীদল তাহে করে সুখে খেলা,
কোন কোলাহল নাই—নীরবে একেলা
যোগীবর সঁপি নিজে অনন্তের পদে
ধ্যানমগ্ন, লভিবারে অসীম সম্পদে।

শ্রম চাই

ইহাতেও তৃপ্তি নাই,
তৃপ্তি কেমনে পাই?
আরো শ্রম চাই।
এই টুকুতে হবে কি?
অল্পে হবেনা কিছুই
কাজ করে যাই।
কত কাজ আছে বাকি,
চলিবেনা দিলে ফাঁকি
শ্রম করা চাই।
এই টুকুতে হবে কি
কাজ করে যাই।
আমাদের চারিধারে
ছুটে সবে খাটিবারে;
নাহি শক্তি মোর?

কথা কেন বার বার,
কাজে উঠি এক বার,
নাহি মনে জোর ?
শ্রম করিব গো যত—
জগত আয়ত্ত তত—
হব অগ্রসর।

দমন।

এই সমুদয় করিনু দমন,
আমার আয়ত্ত হইল শমন,
করিতে পারিনু সর্ব্বত্র রমণ
করিতে পারিনু সর্ব্বত্র ভ্রমণ।
কামনা নাহিরে আর,
নিষ্কাম অমৃত ধার
মানসে আমার হইছে ক্ষরণ।
দমনে জাগেরে জয়,
দমনে মরিবে ভয়,
দমনে কম্পিত হয় গো মরণ।
এই সমুদয় করিনু দমন।
আমার আয়ত্ত হইল শমন।
করিতে পারিনু সর্ব্বত্র রমণ,
করিতে পারিনু সর্ব্বত্র ভ্রমণ।

পুণ্য নাম।

প্রতিদিন ডেকো তোমরা আমায়
গাহিবারে পুণ্য নাম;
প্রতিদিন থেকো তোমরা সবাই
যেথা রাজে পুণ্য ধাম

আলসেতে কেন কাটাও গো দিন ?
আলসে কি আছে সুখ ?
আলসেতে কেন হয়ে থাক দীন ?
আলসে শোভে কি মুখ ?

উঠে পড় ত্বরা উঠিয়া যাও গো
নিজের মহিমা লয়ে ;
নিজের বিক্রমে উঠিয়া, গাওগো
অনন্তের মহালয়ে।

কেটে যাক পাপ কেটে যাক শোক
ধর প্রকৃতির আলো ;
চিনে ফেল সবে আপনার লোক—
ত্বরা সুকৃতিরে জ্বালো।

প্রতিদিন ডেকো তোমরা আমায়
গাহিবারে পুণ্যনাম;
প্রতিদিন থেকো তোমরা সবাই
যেথা রাজে পুণ্যধাম।

অর্থ।

যখনি রে অভিলাষ—
এসে পড়ে অর্থ;
সে ধন রে অবিনাশ—
নহে তাহা ব্যর্থ।
ভেবেছ দরিদ্র মোরে?
নহে নহে নহে।
অর্থ আসে প্রাণ ভরে
মন্দাকিনী বহে।
ধনে ধন জমিতেছে
জমিবেরে আরো;
সকল অভাব গেছে
ধারি নাকো কারো।
পূর্ণ মোর ধনাগার
অক্ষয় বিভবে;
অনন্ত সম্পদসার—
চিরকাল রবে।

কার নাম!

(গান)

কার নাম কার নাম
(সখি) বলনা বলনা।

দেখে আসি তারে চল
নাহিরে তুলনা।
নদীতীরে সেই ঘর —
যেথা বাঁশী বাজে ;
নাহি সেথা আত্মপর —
সবে মধু সাজে।
সেথায় বাতাস এসে
লতারে দুলায়,
সেথায় কল্লোলে ভেসে
সুতান মিলায়।
নদীধারে ওঠে চাঁদ
জলে পড়ে আলো
সেথা নাহি দুখ-ফাঁদ
হৃদয়টি আলো।

এক দিনে।

ও ভয় দেখায় কি —
একদিনে হইব বড় মানুষ।
একদিনে তুলিবরে অর্থ,
একদিনে ঘুচাব অনর্থ,
একদিনে মলিনতা শুদ্ধ,
একদিনে হইব প্রবুদ্ধ।

ও গর্ব্ব করিছে কি —
একক্ষনে আসে অমৃত পীযুষ।
বিষয়েতে বড় আছে মেতে
বিষয়েতে গর্ব্ব ঘোর;
আছি আমি ঠিক নিয়মেতে,
পাপ রাশি খর্ব্ব মোর।
ও ভয় দেখায় কি—
একদিনে হইব বড় মানুষ।
হৃদয়ে এনেছি পুণ্য,
নাহিরে কিছুই শূন্য ;
প্রাণ কোষ পরিপুর্ণ,
মলিনতা করি চুর্ণ;
একদিনে সঙ্কল্প হইবে সিদ্ধ।
একদিনে বিশ্বে হইব প্রসিদ্ধ।

সহজ ভাব।

বীর্য্যহীন হ'য়ে প'ড়ে থাকি
ধৈর্য্যহীন এরে ওরে ডাকি
রাখিতে আমায়।
আলসেতে বসে থাকা কেন ?
অধীনতা অপরের কেন ?
কে আছে সহায় ?

ছেড়ে দিনু আমি এইবার
আলস্যের ঘোর তমোভার;
বিক্রমে উঠিব জেগে,
বিশ্বে এ ছুটিব বেগে,
চকিতের মাঝে পাইব সার।
সহজ পথটী পেয়ে
সহজ গীতটী গেয়ে
দুঃখ শোক তাপ অপসার।
সহজ ভাবেতে মুক্তদ্বার—
বহে পরাণেতে পুণ্যধার।

মুখখানি তার

(গান)

মুখখানি তার দুখের আকার—
মুখখানি তার সুখের আকার—
দেখিলে, খুঁজিয়া পাই
যেন কি হারানো তান।
মুখখানি তার হাসির আধার
মুখখানি তার বাঁশীর আধার
দেখিলে পরাণে মোর
জাগে কত মধু গান।

—— —

হতাশ।

১

কতবার হতাশ হ'য়ে পড়ি,
মনে করি মোর হবে না কিছুই ;
প্রকৃতির লেখা কেননা পড়ি ?
বিকৃতিরে ল'য়ে চলেছি পিছুই।
লাজ নাইরে ইহাতে
ফল পড়ে' হাতে হাতে,
আলসে ভাবিনা আমি
চলেছি নরকগামী
বিকৃতিরে লয়ে চলেছি পিছুই !

২

আনন্দ আকার মোর,
আনন্দে রহিব ভোর
আনন্দের কথা শুনে যাব আমি গলে'।
হতাশ কিসের তরে ?
দাঁড়াই নিজের ভরে
সমুদার বক্ষ তুলি জগতের কোলে।
হতাশ কিসের তরে ? ফেলিলাম দলে'।

সৌন্দর্য্য।

আমি যদি রহি ঠিক
সৌন্দর্য্য সবেতেই ফুটিবে আমার ;
সাজসজ্জা আবরণ
অলঙ্কার আভরণ
কিছু আবশ্যক নাই,
ঠিক যদি রহি ভাই।
সৌন্দর্য্য সবেতেই ফুটিবে আমার।
মলিনতা রহিবে না
ফুটিব রে চরাচরে,
দুঃখ আর রহিবে না—
প্রাণ হ'তে যাবে সরে,
আনন্দ সবেতেই জুটিবে আমার।
আমি যদি রহি ঠিক
সৌন্দর্য্য সবেতেই ফুটিবে আমার।

যাও সব খেটে।

কথা কহিতে না কহিতে
তোমরা যাও সব খেটে ;
আপনিই জুটিবে হিতে
সাহসে পথ যাও কেটে।

বাধা বিপদ যদি ডর
পড়িতে হইবে চরণে ;
বাঁচা কেন রে ? তবে মর
সুহৃদ জানিও মরণে।

নীচ কল্পনা নীচ ভাব
জড়িয়া ধরিবে সবায় ;
পায়ে বাজিবে ভাঙ্গা ধাপ
উঠিবার পথ কোথায় ?

যাও সকলে কাজ করে
কিছুই হবে না ডরিতে ;
পাবে সকলি প্রাণ ভরে'
কোথাও হবেনা মরিতে।

কথা কহিতে না কহিতে
তোমরা যাও সব খেটে ;
আপনিই জুটিবে হিতে
সাহসে পথ যাও কেটে।

জাগাও।

করুণাময় পরমেশ্বর! তোমা হ'তে আমি সকলি করেছি লাভ,
ভাবিনা তোমায়।
অনন্তদেব জীবনদাতা! তোমা হ'তে আমি পেয়েছি হৃদয় প্রাণ,
ভাবিনা তোমায়।
আনন্দরূপ প্রেম-প্রকাশ! তোমা পানে চেয়ে তৃপ্ত হোক প্রাণ মোর,
দরশন দাও।
অনন্তস্বরূপ স্বপ্রকাশ! তব গান গেয়ে গলে' যাক শুষ্ক প্রাণ,
উৎস ছুটাও।
সৌন্দর্য্যময় পূর্ণবিকাশ! তব মুখ দেখি মিটে যাক সব আশা,
পিপাসা ঘুচাও।
চিরপ্রশান্ত মাধুর্য্যরূপ! চির শান্তিমাঝে ফুটাইয়া সুধা হাসি
আমারে জাগাও।

কদম্ব তলে।

মাথার পরেতে ঝরে
কদম্বের ঝুরি;
উপবনে বায়ু করে
পরিমল চুরি।

নদী বহে কলকলে
দিগদিগন্তরে ;
সূর্য্য হেসে মুখ খোলে
জলদের স্তরে।

সৌন্দর্য্যের আলো পায়
ঘুমন্ত জগৎ ;
খেলা করে আলো ছায়—
নবীন শরৎ।

উপবনে বসে আছি
কত আসে ভাব
ভ্রমরেরা কাছাকাছি
গুঞ্জরে আলাপ।

আর নয়।

১

আর নয় আর নয়—
অলস বিলাস ল'য়ে কাটাইয়া দিই দিন,
আসে তাই ত্রাস ভয়
পদে পদে পরাজয়,
সবার চরণতলে পড়ে থাকি দীনহীন।

২

পদতলে পড়ে থাকা
ভাল লাগেনাক আর, উঠিয়া পড়ি রে ত্বরা,
ঝাপটিয়া ভগ্ন পাখা
নিজেরে যায় না রাখা,
উড়ে যেতে চায় প্রাণ বিষম লাগিছে ধরা।

৩

দিই ঠেলে বাধা সব—
আপনার মুক্তাকাশে আপনি উঠিব সুখে,
দিই ফেলে ক্রূর রব,
সরল হ'করে ভব,
বাঁচিয়া উঠিব তবে উঠিব উদার বুকে।

একবার দেখা দাও।

অনেক দিনের পর এসেছি হেথায়
একবার দেখা দাও।
কতদিন হ'ল হায় ছিলাম সেথায়।
দিন পল ধীরে ধীরে গেছিল কাটিয়া,
কত ক্লেশে কত পথ আসিনু হাঁটিয়া,
পঁহুছিনু এতদিনে শেষে গো হেথায়—
একবার দেখা দাও।

কেহই ছিলনা সেথা কথাটী কহিতে
একা একা রহিতাম ;
কেহই ছিলনা সেথা ব্যথাটী সহিতে
একা একা সহিতাম।
জ্বালাময় শোক তাপে
কত যেন অভিশাপে
হৃদয় হইয়া যেত দগধ অথির।
গাছপালা ছিল এক
জুড়াইত হিয়া ;
শত শত বনপাখী
যেত কাছ দিয়া।
হরিণ হরিণী মিলে
আসিত রে কাছে ;
তবু ঘুচিত না জ্বালা
অন্তরের মাঝে।
তবুও ভাবনা রাশি
ঘোরাইত শির ;
জীবন যাতনা বশে
হইত অথির—,
যদি তব দেখা পাই
যন্ত্রণা ভুলিয়া যাই
জীবনে ফিরিয়া আসে নবীন জীবন ;
হৃদয়ে রচিবে চারু স্বর্গ উপবন।

কোথা বাঙ্গালীর প্রাণ ?

এই জগতের মহাকাজে
কোথা—কোথা বাঙ্গালীর প্রাণ ?
এই জগতের মহাসাজে
কোথা—কোথা বাঙ্গালীর মান ?

হায় আদেশেরে মানিনাকো
ল'য়ে শুধু অহঙ্কার ঘোর ;
জীবনে সত্যেরে জানিনাকো
নাচি শুধু গরবেতে ভোর।

চোরের মতন ঘুরি ফিরি,
স্থবিধায় করি দস্যুবৃত্তি ;
আলস আবেশ রহে ঘিরি,
মরণের জাল রচি নিত্তি।

এই জগতের মহাকাজে
কোথা—কোথা বাঙ্গালীর প্রাণ ?
এই জগতের মহাসাজে
কোথা—কোথা বাঙ্গালীর মান ?

কি কথা।

কি কথা—কি কথা
এত যে আবেগ ?
হাতে ফুল নানা রঙ্গা—
হাসিগুলি অনিমেষ !-
প্রণয়ের নানাঢঙা
বাঁশরীর মৃদু লেশ
খেলে ও আবেগ মাঝে
রঞ্জিত মধুর লাজে !
কি কথা—কি কথা
এত যে আবেগ ?

২

হাসি মাঝে জাগে হিয়া,
রূপ ওঠে উছলিয়া,
মরমে মরমে ছায় প্রণয় তড়িত ;
পরিমল বারিকণা
ঢালে মধু অতুলনা,
মুখখানি দোলা দোলা সৌন্দর্য্যের রীত।
চরণে চরণ খেলে,
নয়ানে নয়ান মেলে,
প্রাণে কিবা জাগে ধীরে আনন্দের গীত।

ভাব এই বেলা।

(গান)

ভাব এই বেলা—
বিশ্বমাঝে কত ছন্দে চলে কত খেলা।
ঘোর পেঁচ বক্রপথ ছাড় এই বেলা—
দূর হবে অবিশ্বাস তরকের জ্বালা।
নিজের আনন্দ লয়ে দেখ মহামেলা,
কোন কিছু ভয় নাই—ভাসাইয়া ভেলা
কর্ণধার কর তাঁরে—পাবে সুধা বেলা।
ভাব এই বেলা।

বড় সুমধুর।

সখি তার দেখেছি চরণ দুখানি
বড় সুমধুর।
আহা তার কেমন কোমল মু'খানি
হাসি ঝুরুঝুর।

দেখি তার বয়ান লাজে সুমধুর
যেন শতদল ;
কাছে তার ঝরে রে প্রেম শতধারে-
রাগে কল কল।

আধ আধ ভাষাটী আধ আধ হাত,
হাতে হাত দেই ;
জাগে তায় আশাটী, ফুটি তার সাথ
মধু মিলনেই।

হয়েছে কি ?

কেন কেন এত হাসি কেন ?
হয়েছে কি ?
মুখেতে ধরে না হাসি
ফুলের সুরভি রাশি—
হয়েছে কি ?

অধরটী রাগে মিলায় মধুর
হাসি দোলে মাঝে ;
কার তরে প্রাণে বাজে কোন সুর
হৃদয়ের মাঝে ?
হাসিমুখে চির নাচিছে চিকুর
কিবা চারু সাজে !

কেন লইনা তোমার কোল?

১

সংসারের এ বিপদ ভয়মাঝে
কেন লইনা তোমার কোল?
মা লইনা তোমার কোল?
হায় তাইত বিষাদ বোল।
সংসারের এ সম্পদময় সাজে
কেন গাহিনা তোমার গান?
মা গাহিনা তোমার গান,
হায় তাইত এমন প্রাণ।

২

সংসারের লয়ে তাপ অভিশাপ
কেন তোমারে ভুলিয়া যাই?
মা তোমারে ভুলিয়া যাই—
হায় তাইত কিছুই নাই।
সংসারের ব'য়ে রাশি রাশি পাপ
কেন বিলাসে ডুবিয়া যাই?
মা তোমারে ভুলে না চাই,
হায় তাইত মৃত্যুরে পাই।

৩

সংসারের সার সুখ বুঝিনাকো—
আগে তোমারে বুঝিতে হবে,

মা তোমারে বুঝিতে হবে ;
জানি তুমিই আমার রবে।
সংসারের প্রলোভন লাখো লাখো
কেন তায় ঢেলে দিই প্রাণ—
মা চাইনা তোমার পান—
তাই বিষাদে মগন প্রাণ।

কাজ

১

কথায় কথায় কাটাইরে কাল
কোথায় গেলরে কাজ ?
প্রতিদিন মোহ বিলাসের চাল
প্রতিদিন সুখসাজ।

২

প্রাণ পাব কিসে ? প্রাণ চাই কই
তাড়াইয়া দিই তারে ;
চলিবারে পথে অসমর্থ হই
যাই মরণের পারে।

৩

প্রতিজ্ঞা রোজই নাহিরে বিরাম
শ্রাদ্ধ করি প্রতিজ্ঞার,

কাজে মন নাই নাইরে আরাম
প্রাণে নাই কোন সার।

৪

তবে আর বল জিতিব কেমনে
পরাজয় চারি ঠাঁই ;
জয় যদি চাই লাগি প্রাণপণে
কাজ ক'রে চলে যাই।

৫

বিনা কাজে হায় সকলি অসার
সকলি নীরস হীন ;
আলসে মৃত্যুর বাড়িবে প্রসার
প্রাণ হ'য়ে যাবে ক্ষীণ।

কোথায় জননী তুমি।

কোথায় জননী তুমি
কেন ভয়ে মরে' ?
তুমিতো রয়েছো মোর—
কেন মরি ডরে ?
কোলাহল ঝঞ্ঝাবাতে
পাথারে অকুল

যখন ভীষণ তরঙ্গাঘাতে
ভাবিয়া আকুল,
মা তুমি ত জান মন
লয়ে যাও কূলে ;
জেগে আছ অনুক্ষণ ;
সকলের মূলে।
তোমায় ছাড়িলে প্রাণে
আসে অন্ধকার,
সংসারের হাসি গানে
হয় ছার খার।

মেঘের অভিষেক।

সুনীল ঘোমটা টানি—
আধঢাকা মুখখানি—
আসিতেছে মেঘ ;
চমকে বিজলিছটা,
বাদ্য বাজে ঘনঘটা,
নব অভিষেক।
সমস্ত আকাশ ছেয়ে
সাগর তরঙ্গ বেয়ে
আনন্দ তুফান ;

বনে বনে হর্ষভরে
দ্রুমদল ঝরঝরে,
উঠে নব তান।
ধরার আসন মাঝে
মেঘরাণী চারুসাজে
বসিল রে যবে,
ময়ুর ময়ুরী ডাকে
উড়ে পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে
পুলকিত সবে।
বিমল স্ফটিক পারা
বহে নব জলধারা
অভিষেক বারি;
মুমুর্ষু করিয়া পান
পাইল নবীন প্রাণ—
ফুল্ল নরনারী।
সারস সারসী যত
গাহে গান হর্ষে রত
কিবা সুমধুর;
ফুলের মালার মত
বলাকার শ্রেণী কত
আসে হ'তে দূর।—
উৎসব করিছে তারা
আনন্দেতে মাতোয়ারা
যেথা বিল খাল;

জয়ধ্বনি হংসীদল
করে ভেক কোলাহল
দিয়া করতাল।

একান্ন।

একান্নেতে রহি মোরা
করি যদি শ্রম ;
তা না হ'লে বালি চোরা-
মিছা তাহা ভ্রম।

একান্ন কেমনে র'বে
আলস্যের মাঝে ?
একান্ন কেমনে স'বে
বিলাসের সাজে ?

একান্ন একতা আনে
অনেকের মাঝে,
যদি সে একান্ন-ভাবে
পুণ্য ধর্ম্ম রাজে।

এক প্রাণ এক মন
একতার টান ;
একান্ন বন্ধনে কিবা
উন্নতি সোপান।

ঘন ঘোর ঘটা।

ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্
অন্ধকারে চারিধার ঘন ঘোর ঘটা ;
বায়ু বহে সন্ সন্,
ভাবিতেছি আনমন্,
বজ্র হানে কড়মড়—বিজলির ছটা।

খট্ খন্ থর্ থর্
কত প্রকারের স্বর—
গাছ পালা উড়ে যায়—শব্দ পটপটা ;
প্রখর গ্রীষ্মের তাপে
যেন কার অভিশাপে
ধরাতল হয়েছিল শুষ্ক প্রায় চটা।

সুশীতল বাতাসেতে
শীতল বৃষ্টির সাথে
স্নিগ্ধ হল প্রাণ মন বাজে রাত নটা।
কত কথা ভেসে আসে
ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে—
সম্মুখে বিরাজে গিরি শিরে ধরি জটা।
দেহ করে ছম ছম
অন্ধকারে চারিধারে ঘন ঘোর ঘটা।

ঘুম তাড়াও

এল এল ঘুম এল,
প্রাণ শ্লথ হয়ে এল,
দাঁড়াও পায়ের জোরে দাঁড়াও নিজের ভরে
তন্দ্রাবেশ ভেঙ্গে ফেল।

ঘুম এলে, রুদ্ধদ্বার
ভেঙ্গে ফেলো গৃহ তার ;
ঘুমের আলস-রসে ডুবিওনা মৃত্যুবশে
প্রাণে রহিবে না সার।

রক্ত কমে' থাকে যদি
বহুক রক্তের নদী,
অন্তরে রুধির জপ প্রাণতরে প্রাণ সঁপ'
কর্ম্মে লাগ নিরবধি।

নাচ কর্ম্ম-উন্মাদে,
ছিঁড়িয়া নিদ্রার ফাঁদে
উড়ে যাও মুক্ত পথে—কে রুধিবে মনোরথে
কেন পড়ে' প্রাণ কাঁদে।

এল এল ঘুম এল,
ঘুমে আঁখি ঢুলে এল—
এখনি শিথিল প্রাণ রচিবে মৃত্যুর স্থান—
ফেল ঘুম ভেঙ্গে ফেল।

ঘুমেরে প্রশ্রয় দিলে
শরীর হইবে ঢিলে,
সকলি হইবে নাশ   হারাইবে ধনরাশ
মরে যাবে তিলে তিলে।

আগে হইতেই দাও,
ঘুম ভেঙ্গে ফেলে দাও—
ঘুম আসিবার আগে   উঠে পড় কাজে লেগে
ঘুমের ঘোর তাড়াও;
সোজা হইয়া দাঁড়াও।

গাহ গান।

ভেবে ভেবে কেন কাটে কাল?
ছুট গো অনন্তে;
ঢাল্ প্রেম ঢাল্ ঢাল্ ঢাল্
কুসুম সুগন্ধে;
গাহ গান, হাতে হাতে তাল
বাজাও আনন্দে।

সব পা একঠাঁই।

(বালকদিগের নিয়মিত পদচারণা শিক্ষার জন্য)

এক পা এক পা সব পা একঠাঁই,
ধা ধা ধিন তা তেরেকেটে সব ভাই।
চল চল—এক খেলা,
চল চল—এক মেলা—
এক পা এক পা সব পা এক ঠাঁই,
ধা ধা তিনতা তেরেকেটে সব ভাই।
এক মিলে যাও চলে'
এক লক্ষ্য হৃদে জ্বলে;
এক পা এক পা সব পা এক ঠাঁই
ধা ধা ধিনতা তেরেকেটে সব ভাই।

তেহি নো দিবসা গতাঃ।

যেরূপ পড়েছে কাল
জীবন আধার যেন,
ছাড়িয়া দিয়াছি হাল
আর মিছে ভাবি কেন?
যতদিন আছি বেঁচে
একরূপে যাবে কেটে;

সাধ নাহি নেচে নেচে
যাইবারে পথ হেঁটে।

প্রিয়জন ছিল যারা
বলীয়ান ছিল তারা,
কেমন উঠিত হাসি গৃহময় এই ;
তারাও গিয়াছে চলে',
সকলি পড়িছে টলে',
সে হাসি তেমন আর নেই কোথা নেই।
শুধুরে কঙ্কাল সার
ধূলিময় অপচার
ব্যেপে গেছে গৃহে ঘোর, খেলা কোথা সেই ?
আলো ছায়া মেশামিশি
হ'ত কত হাসাহাসি
হ'ত কত কোলাহল হৃদয়ের মেলা ;
বালকের স্থবিরের
আলোকের আঁধারের
লীলায় পূরিয়া যেত কেমনরে খেলা।
ভাবিলে জুড়ায় প্রাণ—
জাগিয়া উঠিত গান
জীবন বহিয়া যেত মৃত্যু করি হেলা।

সব—সব—সব গেছে চলে,
সব—সব—সক গেছে ছ'লে'—
কেন তারা দিল দেখা ?

দহিতে বুঝিরে একা
কেন তারা গেল নাহি কিছু বলে' ?
আর লাগেনারে ভাল,
প্রাণে আর নাহি আলো,
আঁধার জীবন নিয়ে করিব কি ?
জীবন উৎসর্গ দিয়ে মরিব কি ?
সেথা গেলে পরে বুঝি
সবারে পাইব খুঁজি
তাহাদের সাথে হবে সাক্ষাৎ আবার-
দুখের জীবন শেষ হইবে আমার।

কঠোর ব্রত।

১

জীবনের একদিন হ'ল অবসান—
নহে অবসান ;
যুঝিয়া যুঝিয়া আমি চলেছি জগতে
ধরি' রূপ মান।
নহে অবসান।

সকলের কথাতেই হেসে দিই কাণ-
দিইনাক কাণ ;

করে যাই নিজ কাজ কর্ত্তব্যের টানে
ঢালি দিয়া প্রাণ।

৩

শীতের ধুমিকাতলে বসন্ত বয়ান
থাকেরে লুকায়ে;
তেমনি কষ্টের পরে সুখের সমীর
লাগিবে রে কায়ে।

৪

কণ্টক মাঝারে ফুল ফুটে থাকে জানি
অতুল সৌরভে;
ধরিলে কঠোর ব্রত দূর হবে গ্লানি
ফুটিব গৌরবে।

কে আসিবে এস।

এস বঁধু কে আসিবে এস
ওই বাতাসের মাঝে ঢেলে দিই প্রাণ;
এস বঁধু কে লইবে এস
বন-কুসুমের মাঝে সুরভি আঘ্রাণ।

বৃথা বিলম্ব করো না আর,
কুসুমের সৌগন্ধ যদি যায় উবে।

কি হবে সে ফুল লয়ে ? যার
লুটিয়াছে মধু মধুকর চুপে চুপে।

কোন প্রাণে দেখাইব মুখ ?

১

কোন প্রাণে আমি সখা দেখাইব মুখ
নির্লজ্জ কঠোর হ'য়ে ?
আমি তারে করিয়াছি অত্যাচার ;
কোন্ সুখে ফুটিবে গো বিমল ময়ুখ ?
কর্কশ পরাণ লয়ে'
আমি তারে কাঁদায়েছি কতবার।

২

দেখা হলে ডাকে মোরে কত ভালবাসে,
অশ্রু বহে সুবিমল ;
কেমনে গো আমি তারে ফেলে আসি
কি নিদয় হৃদয় রে নাহি গায় হাসে—
নাহি বোঝে পরিমল
অকলঙ্ক প্রেম ভালবাসাবাসি।

হলেম কি কালে আমি কোথা পড়িলাম—
কেন এ নির্দয় প্রাণ ?

প্রেমেরে ফেলিনু দূরে—প্রাণ নাশা
কঠোরতা হৃদি মাঝে কেন গড়িলাম ?
মোর নাই পরিত্রাণ—
শিখিনাকো কেন আমি প্রেমভাষা ?
প্রেম হ'তে দূরে থেকে কোথা আশা ?

হৃদয়ের বাণী।

সুবাস সৌন্দর্য্য ল'য়ে
কত ছন্দ কত লয়ে
কত ফুল ফুটে ওঠে
বিলায়ে সৌরভ ;

ল'য়ে মধু পরিমল
বায়ু বহে সুবিমল—
এরা সবে আমারি যে
বাড়ায় গৌরব।

চৌদিকে আমারি কথা
কহে যেন তরুলতা,
ধ্বনিত আমারি বীণা
কাননে কাননে।

পাইয়া আমারি স্নেহ
ওরা সবে পুষ্ট দেহ ;
গাইছে আমারি গান
বিহগ গগনে।

ঝক্‌ঝকে কোটী তারা
আমারি আনন্দ পারা—
সারা নিশি চেয়ে থাকে
মোর মুখপানে ;

এ বিশ্ব বিপুলা ধরা
আমারি সঙ্গীতে ভরা—
হৃদয়ের বাণী লেখা
জগতের গানে।

অবাধা।

আমারে নিতে কি হ'য়েছে সাধ ?
নেবে নাও ;
আমারে দিতে কি হ'য়েছে সাধ ?
দেবে দাও ;
নাহি কোন কিছু বাধা—
হৃদয়ে হৃদয় বাঁধা
যা করিবে কর।

প্রেমে প্রেমে টানে টানে
কোন বাধা নাহি মানে
নাহি আত্মপর।

আনন্দ দুয়ার।

ওই দেখ জীবনের আনন্দ দুয়ার ;
হোথায় নিবাস মোর, খেলি হোথা সুখে,
হোথা বহে হৃদয়ের সউন্দর্য্য-ধার,
হোথা জাগে শুভ্র আশা চির ফুল্ল মুখে।
হোথা ফুটে জগতের ললিত মাধুরী,
গাহে সব সুরবালা মধুময় তান ;
হোথা বাজে মরমের রসময় তুরী ;
হাসে ফুল—সুরভির আদান প্রদান।

তোমরা করিছ কি ?

কাল যে বহিয়া যায়
তোমরা করিছ কি ?
নিজেরে চেননি হায়—
মরণে ডুবিছ কি ?

২

গল্পে কাটাইছ কাল—
মুখভঙ্গী কতরূপ;
সব যেন মেষপাল—
মরণের অনুরূপ।

৩

পড়ে' আছে মহাকাজ
কিছুই রে হুঁষ নাই;
নিয়ে অলঙ্কার সাজ
মগন হইয়া তায়।

৪

কুৎসিৎ আমোদে বল,
এখনি মাতিবে সব;
বিলাসেতে ঢলঢল
রসাতলে যায় সব।

গুপ্ত মিলন।

এই যে বসিয়া আছি—
শুধু তাঁরে দেখিবার তরে;
সান্ধ্য ঘণ্টা দূরে বাজে—
এই যে বসিয়া আছি
শুধু পূজা আরতির তরে।

আলোক আঁধার মাঝে
এই যে বসিয়া আছি,
তাঁর ছবি লিখিবার তরে।
বিরাম সঙ্গীত মাঝে
এই যে বসিয়া আছি,
তাঁর নাম গাহিবার তরে।

চির উদয়াস্ত মাঝে
এই যে বসিয়া আছি,
মহিমায় বুঝিবার তরে—
স্তব্ধ চরাচর মাঝে
এই যে বসিয়া আছি,
সঙ্গোপনে মিলিবার তরে।

এ গান কোথা হ'তে শিখেছ ?

১

বল তুমি
এ গান কোথা হ'তে শিখেছ ?
কারে চুমি
এ গান ধীরে ধীরে শিখেছ ?

২

প্রাণে মোর
বড়—বড় লাগিয়াছে ভাল গো ;
ঘুম ঘোর
গীতিময় পরশেতে ঢাল গো।

অধরেতে
জাগে তব সুমধুর গানটী ;
দিনেরেতে
মুগ্ধ, শুনি আমার পরাণটী।

গুপ্ত কথা।

১

হৃদয়ের মাঝে এস,
তোমারে নির্জ্জনে আমি
একটী বলিব কথা—
"আমারে গো ভালবেসো
যেমন সাগর-গামী
নদী বহে অনুগতা।"

২

রব সাথে চিরকাল,
শুনিয়া সঙ্গীত তব
পুলকিত হবে প্রাণ;
জাগিবে রে ছন্দ তাল—
সুর লয়ে অভিনব
কত রাগ মূর্ত্তিমান।

৩

সুধা ঢাল পলে পলে—
যা'ক মৃত্যু হলাহল
মুছে যাক সব দুখ।
তোমার লাবণ্য দলে
জাগে শুভ্র পরিমল—
জীবনে ফুটায় সুখ।

কোথায় কে আছে।

যখনি চাহিয়া দেখি শূন্যে শত তারা,
মনে হয় গেছে যারা—কোথা গেছে তা'রা ;
কত প্রিয়জন ছিল গেছে কোন্ লোকে,
মনে পড়ে তাহাদের তারার আলোকে।
চারিদিকে ব্যেপে আছে এই মহাশূন্য,
চলে গেছে কে কোথায় লয়ে পাপ পুণ্য—
ভাবিলে হইয়া পড়ি স্তব্ধ উদাসীন ;
অনন্ত আকাশে এক আছেন আসীন
নীল সিংহাসন পরে অনন্ত বাসব—
তিনিই জানেন, আছে কোথায় কে সব ;
জানিছেন জগতের অনন্ত ব্যাপার—
বিশ্বব্যাপী শক্তি তাঁর বিচিত্র অপার।
এ লোক লোকান্তরের বার্ত্তা তাঁর কাছে—
তিনিই বলিতে পারেন কোথায় কে আছে।

প্রেম

বসে' আছি—প্রেমরস ল'য়ে বসে আছি,
কোন দুঃখ নাই,
কোন ব্যথা নাই,
ভালবাসা দিই সবে নাহি কিছু বাছি।
যারা সুখী প্রাণ
যারা দুঃখী প্রাণ
প্রেমের টানে সকলে আসে কাছাকাছি।

যে যাহা ভাবুক
নির্দয় সদয়,
আছে মোর বুক
সূক্ষ্ম প্রেমময়।
মানিয়াছি সবে ভাই,
ডাকিয়াছি আয় আয়;
হিংসা দ্বেষ গেছে দূরে,
সবাই প্রেমের সুরে—
প্রেমের কোলের মাঝে সবে টানিয়াছি—
প্রেমের আনন্দ মাঝে লাজ ছেড়ে নাচি।

কোন ফুলে লব তুলে।

হৃদয়ের উপবনে
ফুটিয়াছে ফুল কত জুড়াই নয়ন।
মৃদু প্রেম-সমীরণে
জুটিয়াছি করিবারে মাধুরী চয়ন।

চারিদিকে ফুলখেলা ;
সুললিত ফুলগন্ধ করে ভুর ভুর—
কিবা কুসুমের মেলা—
নানা বর্ণে ফুলবালা ফুটেছে মধুর।

মধুময় স্বপ্ন জাগে,
শূন্য শূন্য মনে হয় যেন কার বিনা ;
কোন ফুলে অনুরাগে
লব তুলে—কে আসিবে ধরি প্রেম-বীণা।

পরিচিত সুর।

কে আমারে গাহিবারে গান
ডাকিল আজিকে ?
কে আমার খুলি দিল প্রাণ
মুক্ত চারিদিকে ?

কার সাথে অন্তরের টান
হইল আমার ?
কার প্রাণে মিলিবারে প্রাণ
ছুটিল এবার ?

প্রেমের ঘূর্ণির মাঝে পড়ি—
পারি না রুধিতে ;
প্রেমের মূরতি খানি গড়ি
বসি গো পূজিতে।
সে যে চির পরিচিত সুর
বাজিতেছে কাণে ;
সে যে নিকটের নহে দূর—
সে যে প্রাণে প্রাণে।

পরিপাক

আমি যাহা করিব আহার—
তাহা হয় যেন পরিপাক ;
আমি যেথা করিব বিহার—
রাখিব না মলিনতা পাঁক।

প্রকৃতির মাঝারে চলিব,
নাড়ী শিরা চলিবে রে ঠিক ;
বিকৃতিরে দূরে তাড়াইব
নিয়মের বলে অনিমিখ।

৩

চরাচরে হ'লে পরিপাক
হয় তবে রসের সঞ্চার ;
তা না হ'লে বল পাবনাকো
সকলি হইবে অসার।

জলযাত্রা।

কি এক সুরেতে এল
সহসা বাতাস হেথা,
প্রাণ যেন ভেসে গেল
পুরাণ অতীতে কোথা—
ভেসে গেনু শৈশবের জলযাত্রা-কোলে।
তরঙ্গিত বায়ুময়

স্মৃতিগুলি আয়ুষ্মান
এখনো বাঁচিয়া আছে—মনোমাঝে দোলে।
গ্রামগুলি আছে সেই,
সেই স্বপ্ন আর নেই,
বাপ মা—কাকাকাকি—একসঙ্গে থাকা ;
জলপথে কত কথা,
জলপথে কত ব্যথা,
কত ভাবে ডাকাডাকি—প্রাণে প্রাণ মাখা।
অতীতের মাঝে পড়ে'
হ'য়ে গেছে পুরাতন ;
বাতাসের মাঝে পুন
গড়িছে চির নূতন :
বিশ্বে নূতন হাসির পড়িয়াছে রেখা।

এখনো পড়িয়া চর,
চিকন কাদার থর,
ঝিরিমিরি গাছগুলি
জলে প'ড়ে কোলাকুলি,
বহিয়া চলেছে নদী—সেই এঁকা বেঁকা।
মুছে গেছে তার মাঝে—সেই স্বপ্ন রেখা।
নিদাঘের কালে সেই
গেছিনু,—আর সে নেই—
ঝঞ্ঝা ঝটিকা মাঝে

সফেন তরঙ্গ সাজে
সেই সে তরণী পাশে বসি অগ্নি পোড়ে
ভাসিয়া যেতাম চলে'
তরঙ্গেতে দুলে দুলে
মরালের মত বিরুদ্ধ নদীর স্রোতে।
মৃদু স্বপনের মত
অতীতের সুখ কত
চলে গেছে কত দূরে আজি প্রাণ হ'তে।
কত কথা পড়ে মনে
বসি যবে নিরজনে
মনে হয় ফের যাই ভেসে জলপথে।

কে কোথা—কোথায়!

গাছ পালা অন্ধকার,
পাখীরা গিয়াছে বাসায়;
ঘণ্টা বাজিতেছে দূরে
যেন অনন্তের সুরে,
গিয়াছে কে কোথা—কোথায়।
তারকারা একে একে
ফুটিতেছে থেকে থেকে,
গিয়াছে কে কোথা—কোথায়।

গান যেন বন্ধ কা'র—
ঘনাইয়া অন্ধকার,
কি জানি প্রাণ চমকায়।
হেথা বসে আছি একা,
পথহারা পাখী একা
নৈরাশ্যে খুঁজিছে বাসায়।
দূরেতে কে কারে ডাকে,
জোনাকীরা থাকে থাকে
জ্বলিছে আঁধারে নিশায়।
গিয়াছে কে কোথা—কোথায়।

মিথ্যায় ভয়

এস নাচিতে নাচিতে যাই চলে,'
জানি ভয়রে কিছু না—যাই বলে'।
যত জাগে ভয়
তত পরাজয়,
অভয় মূরতি পূজ গো সকলে।
এস নাচিতে নাচিতে যাই চলে'।

মিথ্যারে কাটিয়া ফেল সত্যবলে,
এক সত্য প্রাণ

ধরগো নিশান,
কিছুতেই ছাড়িওনা কোন ছলে।
মিথ্যার ছুর্বাসে
প্রাণে ভয় আসে,
সমুদয় পড়ে যায় মরণের তলে।

কিছু ভয় করিওনা।

কিছু ভয় করিওনা
আপনার পথ আপনি করে নাও।
ভয়ে কিছু মরিওনা
আপনার রথ নিজে ঠিক চালাও।
আপনিই খেলে খেলে
চলে যাও হাসিমুখে;
বাধা বিঘ্ন যাও ঠেলে,
কারেও ফেলোনা ছুখে।
কেহ যদি করে পাপ
মুছাইয়া দিও তায়;
কেহ যদি পায় তাপ
দিও তারে স্নিগ্ধ ছায়।
কেঁদে এসে কাছে তব
কেহ যদি নত হয়,

পুণ্যের মহত্ত্বে তব
তারে দিও বরাভয়।
কিছু ভয় করিওনা
আপনার পথ আপনি করে নাও ;
ভয়ে কিছু মরিও না
আপনার রথ নিজে ঠিক চালাও।

কিছুতেই হারিব না।

ভেবেছ পাইয়াছি ভয়
কিছুতেই ছাড়িব না ;
ভেবেছ বুঝি পরাজয়
কিছুতেই হারিব না।
থাকিতে প্রাণ হারি কেন
হারিতে ত আসি নাই ;
এক লক্ষ্য করেছি জেনো
লক্ষ্যহারা হই ন্যাই।
আসুক শত বিঘ্ন বাধা
সব কেটে যেতে হবে ;
জীবনে এক মন্ত্র সাধা
যাবজ্জীবন রবে।

ভেবেছ পাইয়াছি ভয়

কিছুতেই ছাড়িব না ;

ভেবেছ বুঝি পরাজয়

কিছুতেই হারিব না।

কোন কথা কহিতে চাহি না

কোন কথা তারে কহিতে চাহিনা,

কথা সে বোঝে না কিছু ;

ল'য়ে গর্ব্ব মান, লয়ে খর্ব্ব প্রাণ

কথা সে বোঝে না কিছু।

মিছে যাই তার পিছু।

অর্থ ল'য়ে টানে, অর্থ ব'য়ে আনে,

ঠিক অর্থ জানে না সে ;

অনর্থের কূপে অনর্থের স্তূপে

সব চাপা পড়ে থাকে।

সুখের কামনা তার পদে পদে

করে তায় ধূমধাম ;

বিলাসগঠিত চির মোহ মদে

বলে শুধু হরি নাম।

সার কথা তারে বুঝায়ে কি ফল ?

কথা সে শোনে না কিছু ;

ল'য়ে গর্ব্ব মান, ল'য়ে খর্ব্ব প্রাণ
কথা সে বোঝে না কিছু।
মিছে যাই তার পিছু।

ধ্যান-বল।

আপনার ভাষা বুঝে
আপনিই সুখে আছি,
কারো ভাষা আবশ্যক নাহি জানিবার।
চারিদিক দেখি বুঝে
যেন নৌকার মাঝি—
কেন্দ্রে আমি বসে থাকি হ'য়ে কর্ণধার।
কোথা কে কি কহে সব,
রাখি না সম্বাদ তার—
কারো কথা আবশ্যক নাহি শুনিবার।
অন্তরেতে আসে সব
সকল সম্বাদ সার;
ধ্যানে বসে সক্ষমতা সব জানিবার।

অভিমান।

১

কোন কথা চাহিনা কহিতে,
অভিমান কিসে?
কিছুই যে চাওনা সহিতে
সখি চারিদিশে—
জর্জ্জরিত বিষে।

২

গরবেতে মাতিয়া শুধুই—
ভালবাসা কোথা?
বল সখি তোমারে স্বধুই
কিসে তব ব্যথা?

৩

কেন বৃথা আসিয়া ধরায়
বসি শূন্য প্রাণে?
ভালবেসে জাগ গো ত্বরায়
সুমধুর গানে।

৪

বিষময় ভাব ছাড় প্রিয়ে
তোল মুগ্ধ আঁখি;

ভালবাসা সুধাবিন্দু পিয়ে
বিহর রে পাখী।

অসীমের মেলা।

অসীম কালের স্রোতে সবে যায় আসে,
কত রূপ কত বর্ণ চারিদিকে ভাসে।
নীলাকাশে কিবা শুভ্র জাগায়ে আলোক
গ্রহ তারা সারি সারি কোটী কোটী লোক।
পরিপূর্ণ চারিদিকে অণুপরমাণু;
উদয়াস্তে খেলা করে চন্দ্র তারা ভানু।
কত বন উপবন কত দৃশ্য শোভা,
কত গিরি নদী নির্ঝরিণী মনোলোভা,
আকর্ষণ বিকর্ষণ কত আনা গোনা,
নিত্য যায় আর আসে ফিরে কত জনা।
প্রেমে প্রেমে কতদূরে চলে যোগাযোগ;
মহাযজ্ঞে সকলেই পাইতেছে ভোগ।
জ্যোতির গোলক লয়ে চলিয়াছে খেলা—
বিশ্বে কিবা বসিয়াছে অসীমের মেলা।

ঐক্যতান।

হাসি কান্না মেলা মেশা
বাতাসের ঘন ঘন প্রশ্বাসের তলে
শুনিতে পাই বিশ্বের ঐক্যতান ;
অনন্তের আসে নেশা,
ছায়া হ'য়ে মাঝে তার সুধা পরিমলে
বিশ্ব মাঝে কিবা খেলে মোর প্রাণ
কত গীত বাজে তায়,
তালে তালে সুমধুর সুরে সুরে মিল—
চরাচরে বাজে সদা এক মহা বীণা
ডুবে আছে যার গানে আনন্দে নিখিল।
এত মিঠে কে বাজায় !
পরাণ নীরস হয় যে সঙ্গীত বিনা।

প্রার্থনা।

প্রাণ যেন অন্ধকার মসী-বিলেপিত,
কিছুই বুঝিতে নারি—কি বুঝিব পিত !
অন্ধকারে অবিরত হইয়া শঙ্কিত
কত দুঃস্বপ্ন দুশ্চিন্তা করিছি অঙ্কিত।
জীবনে কি এক যেন মোহ যবনিকা—
কোথা পাব স্বরগের আলোক কণিকা ?

পরিহরি হাহাকার এই আধিব্যাধি
কেমনে করিব তব আনন্দ সমাধি ?
দুঃখে শোকে এ আঁধারে পড়িয়া একেলা
বসে আছি মুহ্যমান—ভেঙ্গে গেছে খেলা।
কি আলোকে কি পুলকে কত লোক ভ্রমে,
আমি শুধু পড়ে' আছি অন্ধকার ভ্রমে ;
আলো দাও, বলে দাও দয়া করে পিত !
কোন দিকে ঠিক পথ করি নিরূপিত।

গোয়াল পাড়া।*

১

অদূরে গোয়াল পাড়া ;
পূবদিকে তালবন পশ্চিমে শালের বন
গাছগুলো খাড়াখাড়া।

২

একা চলিয়াছি পথে ;
কাঠুরিয়া কাটে কাঠ, দূরে দেখা যায় মাঠ,
ছবি গ্রাম অবসথে।

* বোলপুর শান্তিনিকেতনের মাঠ পারে গোয়াল পাড়া গ্রাম

৩

পথে কত শুষ্ক ঘাস
তাড়া করা হেথা হোথা রেখে কে গিয়াছে কোথা
আঁটি বেঁধে রাশ রাশ।

৪

প্রকাণ্ড ছাতিম গাছ
পথের ধারেতে জেগে, বায়ু বহে মৃদু বেগে,
পুকুরে কে ধরে মাছ।

৫

জন কোলাহল নেই—
বেশ ছায়া গাছে গাছে ফুল ফল ফলে' আছে
বনপথে দুধারেই।

৬

লয়ে শষ্প দধি দুগ্ধ
কাছে বনপথ দিয়ে যায় কারা ফুল্ল হিয়ে-
যত দেখি, হই মুগ্ধ।

৭

কিবা এ স্থানের শোভা!
কুব কুব রব করে বসে কুকো তরুপরে
মধুরিমা মনোলোভা।

৮

নাহি রে চক্র ঘর্ঘর—
পথটী লোহিত পীত   হেথায় গুঞ্জর গীত
বনের পত্র মর্ম্মর।

৯

বিজনে সমীর বয়;
দুএকটী মেয়ে যায়   কলস লয়ে’ মাথায়
নীরবে কি কথা কয়।

১০

দেখা যায় খন্দ খাল,
উত্তর পশ্চিম দিকে   জলে আলো ঝিক্‌মিকে,
দাঁড়ায়ে দুটী রাখাল।

১১

বাঁশবনে শব্দ হয়—
বাজিছে বাঁশরী যেন   দেখি নাই স্থান হেন,
গ্রামগুলি স্বপ্নময়।

নিশীথ মাধুরী।

১

নিস্তব্ধ আকাশ
নিস্তব্ধ সহর ;
দূরে নানা সুরে
বাজে দ্বিপ্রহর।

২

বসে আছি আমি
একা কেদারায় ;
থেকে প্রহরীরা
হাঁক দিয়ে যায়।

৩

নারিকেল গাছে
মৃদু থর্‌থর্‌ ;
শূন্যে জ্বলে তারা
রজত আথর।

৪

নিদ্রিত চৌদিক
সমুদয় লোক ;

কেবল জাগিয়া
　　তারার আলোক।

৫

মধু বহিতেছে
　　মলয় সমীর ;
স্নিগ্ধ হ'য়ে যায়
　　ক্লান্ত এ শরীর

৬

দূরে ওই যায়
　　বাষ্পীয় শকট,
ছন্দে ঘট ঘট
　　ঘট ঘট ঘট।

৭

দ্বিপ্রহর নিশি
　　নিশুতি গভীর,
স্তব্ধ চারিদিশি
　　ভাঙ্গা নদীতীর।

৮

দূরে থেকে শিবা
　　ডাকিছে কুকুর,

টুটি নীরবতা
কি কর্কশ সুর।

৯

পুনরায় শান্ত
সুগম্ভীর সব ;
একা বসে শান্তি
করি অনুভব।

১০

পুন পাখী এক
ওঠে দূরে ডেকে,
মধুর ধ্বনিতে
কোন্‌খান থেকে।

১১

সহসারে দূরে
শুনি ঘণ্টা রব ;
মৃদু মৃদু বেজে
হয় রে নীরব।

১২

শুনে যায় যেন
লোকান্তরে চলে'

ইহে ছাড়ি মন
উদাসীন বোলে।

১৩

হেরি বসে রাত্রে
যেন স্বপ্নময়
চলে চারিধারে
সৃজন প্রলয়।

পথিক।

পথে যেতে যেতে এক এনু নদীতীরে,
ভাঙ্গা ভাঙ্গা শিলা মাঝে বহে খরতর ;
সহসা কি হইল মনে বসি সেথা ধীরে
দেখিতে লাগিনু দূরে দৃশ্য মনোহর।
অগ্নি বেগ্নি রক্ত শ্বেত শিলা নানা বর্ণ,
ক্ষুদ্র নদী উচ্চ পাড় তীরে তরুবর্গ,
সুশ্যামল শ্যামলতা কত শষ্পপর্ণ,
কিবা শোভা দেখি, যেন শান্তিময় স্বর্গ।
তক্ তক্ করে জল, দেখা যায় বালি
অদূরে ঝরিছে বেগে সলিল প্রপাত—
সাধ হয় সেথা বসে চেয়ে দেখি খালি
গ্রহতারা রবি শশি সায়াহ্ন প্রভাত।

কল কল ধ্বনি মাঝে প্রাণে সুধাপূর্ণ
সুগভীর ধ্যান আসে—দর্প হয় চূর্ণ।

ফটিকজল।

১

ফটি—ক জ—ল
ফটি—ক জ—ল
মাঠের কোথায় থেকে ওঠে কি মধুর ডেকে-
তৃষা অতল,
কোথায় জল।

২

গরম ভারি
সহিতে নারি
যত শুনি ডাক ওই মনে হয় জল কই-
জলদ বারি—
গ্রীষ্ম নিবারি।

৩

পড়িয়া ডাঙ্গা
চৌদিকে ভাঙ্গা,

'খোয়াই' পড়িয়া সব কেমন স্তব্ধ নীরব
ধূসর রাঙ্গা
পীত নারাঙ্গা।

৪

'খোয়ায়ে' থাকি
উঠিছে ডাকি
জলের তরে কাতর——রৌদ্রের উত্তপে ঘোর
উঠিছে ডাকি
ও কোন্ পাখী?

৫

ফটি—ক জ—ল
ফটি—ক জ—ল
যত শুনি যেন মন আর্দ্র হয় রে কেমন
রৌদ্রে উজ্জ্বল
কোথায় জল?

ক্ষমা কর প্রভু।

প্রাণ করে ধুক ধুক ভয়ে কাঁপে সদা বুক,
সহ্য হয় নাক্কো আর রোগ শোক দুঃখ ভার;
ভেবে ভেবে হই কৃশ, হই কঙ্কাল সদৃশ,

মূর্চ্ছা প'ড়ে যাই যেন কাতর হয়েছি হেন,
ঈশ্বর করুণা কর এই দুঃখ তাপ হর।
রব ঠিক পথে আমি পাপে গিয়াছিনু নামি,
আর ডুবিব না পাপে দগ্ধ তাপে অনুতাপে ;
পাপ করিব না প্রভু আর, ক্ষমা কর প্রভু।

ঘাটে।

প্রাতঃকাল জ্যৈষ্ঠ মাস,
অল্প মেঘলা আকাশ,
তাল চড়ায়ের দল
শূন্যে করে কোলাহল ;
কুটীরে আপন ঘরে
কে গাহে মধুর স্বরে ;
ঈশানে ফিকে পিঙ্গল,
পূবে গাছের জঙ্গল,
নানাবর্ণ গেছে খুলি,
ডাকিতেছে বুলবুলি,
কপোত উড়িয়া যায়,
চীল গাছের মাথায়—
ঈশানে ধূসর বর্ণ
ক্রমশ হয় সুবর্ণ,

আছিল পিঙ্গল কটা
ধরিল কনক ছটা ;
কত পাখী থেকে কোথা
উড়ে যায় হেথা হোথা ;
ব্যস্ত বড় বায়সেরা
চতুর পাখীর সেরা
দলে দলে বসে থাকে
উড়ে যায় আর ডাকে।
ডাকে পাপিয়া ও পিকে
জাগে শব্দ চারিদিকে।
আলোক বাড়িল ক্রমে,
নিদ্রা ত্যজি সবে ভ্রমে
আপন আপন কাজে,
সহসা কি যেন লাজে
উঠিল চৌদিকে চেয়ে—
কি সুন্দরী কার মেয়ে।
পুষ্করিণী ঘাটে আজি
লইয়া ফুলের সাজি
বসেছিল ফুল তুলে
মৃদু করে তুলতুলে।
প্রত্যুষ হইতে মালা
গাঁথিছিল ধীরে বালা,
এত মগ্ন ছিল তায়
দেখে নাই কে কোথায়—

গাঁথিতেছিল নীরবে।
কত কি পাখীর রবে
ভাঙ্গিল স্বপন তার,
হেরে চেয়ে চারিধার,
দেখে সূর্য্য ঝক্‌মকে,
জ্বলে আলো চকমকে,
শোভিতেছে নীলাকাশ,
শোভে গাছ পালা ঘাস।
দেখিয়া চলিল ত্বরা
মালা লয়ে মনোহরা
ভাবিলরে কি আলোক,
দেখে পথে কত লোক।
লাজে বালা গৃহে ফিরে
চলে গেল ধীরে ধীরে।
রৈল তু একটী ফুল
প্রাণে করিতে আকুল।

পথে।

(রঙ্গের খেলা)

একেলা চলেছি পথে সাথে কেহ নাই;
মাঠে কত বরণের ফুল ফুটে আছে,
লোহিত পাটল পীত কত না শোভাই,

দূরে কালো নীল বন ঘন গাছে গাছে।
পথে যেতে যেতে হেরি ক্ষেতে ফুলকপি,
নানা শস্য তারি মাঝে প্রকাণ্ড বিটপি;
কোথাও গাছের গুঁড়ি খয়েরের বর্ণ,
উপরে পল্লব শোভে শ্যামল সুবর্ণ;
কোথাও প্রকাণ্ড গাছ কালো ফিকে ছাই,
সরু সরু পাতা তার ঝুরু ঝুরু ভাব
দোলে বায়ুভরে, দেখি মুগ্ধ হ'য়ে যাই;
কত বর্ণ কিবা শোভা—রঙ্গে রঙ্গে ছাপ।
উপরে জাগিয়া আছে আকাশ সুনীল,
কোলে তার প্রকৃতি এ চির ক্রীড়াশীল।

ফুল ও মধুপ।

তোমায় হেরিয়া করি সময় যাপন
হৃদয় মাধুরী তুমি আমার আপন।
তুমি যদি ফুল হও আমি যে মধুপ,
মুগ্ধ! যবে হ'তে তব দেখিয়াছি রূপ।
কটাক্ষ কমল সম নয়ন রঞ্জন,
তারপরে করে প্রাণ সতত গুঞ্জন।
যবে তুমি বস গিয়া বনে কি কাননে
লজ্জা পায় ফুল যত দেখি ও আননে;

তোমারে ভুলিতে নারি প্রেয়সি তরুণি !
নূপুর পায়েতে বাজে রুণি রুণি রুণি ;
কিবা মধুরিমা জাগে কিবা চারু ছন্দ,
ঢল ঢল বিকশিত পূর্ণ মকরন্দ ;
দুলায়ে চিকুর বহে মলয় সুমন্দ,
ফুটে আছ হৃদিমাঝে হৃদয় আনন্দ।

বিরহীর খেদ

কিঙ্কর ব্যজন করে আমায় চামর,
রম্য নিকেতনে বাস কত সুখ সুধা,
তবু সুখ নাই ; আমি অধম পামর—
মনে হয় দুঃখে যেন পূর্ণ এ বসুধা।
নিরস্ত পাদপ যেন হয়েছে হৃদয়,
তার মাঝে সুখ এই এরণ্ড উদয় ;
কি এক যাতনা হায় বহে নিরন্তর,
ম্রিয়মাণ হ'য়ে আছে মোর এ অন্তর।
ডাকিছে ওই অদূরে নিকুঞ্জে কোয়েল,
নিকটে কামিনী গাছে নাচিছে দোয়েল ;
ডাকুক নাচুক তাহে কি আসে আমার—
আঁধার বিরহে সব সে প্রিয়তমার।

যবে হ'তে চলে গেছে মোর প্রিয়তমা
তব হ'তে ছাইয়াছে প্রাণে ঘোর অমা।



সামান্য ভাব।

তুচ্ছ করি জগতের গর্ব্ব দর্প মান্য
রহিবারে চাই আমি হইয়া সামান্য।
আছে মোর বুদ্ধিবল আছে মোর অর্থ,
হায় এই অহঙ্কার ঘটায় অনর্থ;
পরশে তাহার উঠে কাঁপিয়া মানস
শূন্যে উড়িবারে চায় যেন গো ফানস;
আকাশ কুসুম সম ক্ষণকাল তরে
আকাশে উড়িতে থাকে দর্প বাষ্প ভরে।
কখন পড়িয়া যাবে ঠিক নাহি তার
হায় হায় আমাদের বৃথা অহঙ্কার।
যখনি গো ভালরূপে বুঝি এ জগতে
দূরে যায় অহঙ্কার;—রৈতে কোনমতে
আর চাহেনাকো মনে, পলায় লজ্জায়—
বলে' যায় শান্তিসুখ সামান্য সজ্জায়।

বীতরাগ।

কড়া ক্রান্তি কাক তিল গণ্ডা আনা টাকা
চিরদিন এই নিয়ে যায়নাক থাকা।
বিষয়ের সঙ্কলন ব্যবকলনেতে
কতদিন হায় আর থাকা যায় মেতে ?
এক একবার সেই পরকাল এসে
যেন প্রাণে দেখা দেয়—ভাবি, কোথা ভেসে
চলে যেতে হবে শেষে ছাড়িয়া এ সব,
এ সব বিষয় ফেলি হ'তে হবে শব।
উদাস বিরাব শুনি গাছ পালা হ'তে,
মনে হয় ভেসে এসে ভেসে যাব স্রোতে।
কিন্তু এ অনন্তে পুনঃ কোথা যেতে হবে
জীবনে জাগিয়া উঠে সে প্রশ্ন নীরবে।
মনে হয় এই সব ভাড়া করা যেন,
তবু হায় এ বিষয়ে এত মত্ত কেন ?

মুটে।

শ্রমজীবী আমি ভাই খাই গো খাটিয়া,
বিশ্রামের তরে এক এই যে খাটিয়া।

ভবে নানারূপ ভার বহি আমি মুটে,
কাল কাটাইয়া দিই সুখে খেটে খুটে ;
মোটা থান মোটা ভাত যা' কিছু বিলাস
তাতেই আমার সুখ তাতেই উলাস ;
বহিয়া বেড়াই আমি সংসারের মোট
বহে' যাহা পাই তাই গো সম্বল মোট।
জীবন ধারণ করি নির্ভরি তাহায়
প্রতিদিন খেটে খাই নৈলে হায় হায়।
রৌদ্র সহি বৃষ্টি সহি আর সহি ভার,
এতেই কাটিয়া যায় জীবন আমার।
বহিয়া সহিয়া বহে দর দর ঘর্ম্ম,
তাহে সুস্থ সুখী আমি করে' করে' কর্ম্ম।

সদারঙ্গ।

সিংহাসনে মোমদশা বাজিছে সারঙ্গ,
বসিয়া গায়কবৃন্দ—মাঝে সদারঙ্গ।
মুগ্ধ করি সম্রাটের মহা দরবার
গুঞ্জরে সারঙ্গধ্বনি সেথা বারবার।
আউলিয়া মোষায়েখ শেখ কত পীর
এসেছে চৌদিক হ'তে রাজন্য আমীর ;
জলদ নির্ঘোষ সম বাজিছে মৃদঙ্গ,
তারি সনে নানা যন্ত্রে খেলিছে তরঙ্গ।

অবসরে বীণকার বাজাইছে বীণ
গায়ক বাদক কত নবীন প্রবীণ
ঝঙ্কারিয়া চারিদিক ;—আকুল সম্রাট।
চলে সঙ্গীতের কত বিচার বিভ্রাট।
সহসা বাজিল যন্ত্র—উঠে মহারঙ্গ,
খুলিল মোহন কণ্ঠ—গাহে সদারঙ্গ।

স্মরণ।

কাননে দেখিনু আজি একটী গো লতা
স্মরাইয়া দিল সেই সুধা কোমলতা।
লতিয়া বেড়াত সেও সুন্দর সরমে
চির পরিমলময়ী মধুর মরমে।
সে মোর এখন হায় কোথা গেছে চলে
অজানা দেশেতে কোন অসীমের কোলে।
কহিত সে আমারে গো কত ভালবাসে ;
একবার স্বর্গ হ'তে যদি নেবে আসে।
দেখিবারে তারে পুন বড় সাধ হয়,
প্রাণে মোর ঢালিত সে সরল প্রণয়,
বাঁচিত পাইলে যেন আমার শরণ,—
দেখিয়া লতাটী সব হইল স্মরণ।

চতুর্দ্দশী।

বারান্দায় বসে' আছি আজি চতুর্দ্দশী,
পূর্ণিমার মত হয়ে ফুটে আছে শশী।
আষাঢ়ের হ'ল শেষ ছাইপারা মেঘ,
মুহুর্মুহু বহিতেছে সমীরের বেগ।
চাঁদ ঢাকা পড়ে মেঘে চাঁদে মেঘে খেলা,
দেখিতেছি বারান্দায় বসিয়া একেলা।
জোছনায় গাছ পালা করে চক চক,
অদূরে উড়িয়া গেল একটী পেচক।
চারিদিকে স্বপ্নময়ী মধুরা প্রকৃতি
দেখে দেখে জেগে ওঠে কত স্বপ্ন স্মৃতি।
প্রাণের বিজন কথা পাই শুনিবারে,
মেঘেরা ভাসিয়া যায় শূন্যে পারাবারে।
জোছনায় দেখিবারে হয় সাধ এই
প্রকৃতির লীলাখেলা বসি বিজনেই।

কমল আঁখি

কাননে সরসীতীরে দেখে আসি রোজ
সুললিত কমনীয় বদন সরোজ।
তীরে একা বসে' বসে' দেখে সে কমল,

বায়ুসাথে ব'য়ে আসে মধু পরিমল ;
ভ্রমর বেড়ায় উড়ি সেথা গুঞ্জরিয়া,
দেখে শুনে প্রাণখানি উঠে মুঞ্জুরিয়া।
তাহারে দেখিয়া আসি, শুনি অলি গায়—
পরাণ আকৃষ্ট হয় সুন্দর শোভায়।
নীরবে বসিয়া থাকি গাছের তলায়,
সমীরে ফুলের গন্ধ চারিদিকে ছায়।
কিবা সে কমল আঁখি চাহে সে কেমন,
দেখিবারে সারাদিন আকুল এ মন।
প্রতিদিন সেথা গিয়া দেখে আসি তারে
ডুবে যাই নন্দনের সুধা পারাবারে।

মদ্যপায়ীর আক্ষেপ।

অর্থ করেছিনু ঢের করি নাই জমা
উড়ায়েছি মদে সব, কর মোরে ক্ষমা।
দরিদ্র হয়েছি পড়ে' এখন কি করি;
এসেছি তোমার কাছে দয়া কর হরি।
যাহারা আসিত আগে আমার নিকটে
এখন দেখি যে তারা তুচ্ছ করে হটে।
তাদের বন্ধুতা এবে বুঝেছি মৌখিক,
বিপদ দেখিয়া মোর সরেছে চৌদিক।

বুঝিয়াছি, ঘৃণা হয় দেখিয়া এ সব,
সরে যাবে সকলেই যবে হব শব।
যতক্ষণ এ সংসারে রহে মোর কিছু
বন্ধুতা করিতে লোকে ধায় মোর পিছু।
বিপদ দেখিলে নাথ পলাইয়া যায়,
স্বপ্নসম এ সংসার বন্ধু কে কোথায়।

এণেক্ষণা।

দেখেছি ঢের দেখিনি হেন এণেক্ষণ,
পিই সুধা যবে তারে করি নিরীক্ষণ।
দেখিতে কি রমণীয় কিবা সেই আঁখি
অধরোষ্ঠে কথাগুলি কহে যেন পাখী।
পাখীর মতন মধুর অস্ফুট সে ধ্বনি,
সুভাষিনী সুলোচনা মাধুরীর খনি।
সতত প্রণয়ে যেন রয়েছে বিকলা
সঘন যৌবনময়ী জঘন চপলা।
কাননে বকুল তলে রোজ ব'সে থাকে,
কুড়ায়ে কুসুমরাশি কত মালা গাঁথে,
চারিদিকে গাছে গাছে কত পাখী ডাকে
কত ফুল বাঁধা আছে আঁচলের সাথে।
কপোলে কুন্তল ঝুরে দেখি তার পানে,
যত চাহি হই যেন মত্ত মধু পানে।

সতীত্ব মাধুরী

পথে যেতে যেতে দেখি নূপুর চরণ,
তাহে কি সঙ্গীত খেলে কি ছন্দ চরণ।
সরমের ছবি মুখে আধ আবরণ,
করে ও কুণ্ডলে তার স্বর্ণ আভরণ।
দেখিতে দেখিতে সে যে চলে গেল ত্বরা,
নয়ন আনত লাজে চারু মনোহরা।
কে তার হয়েছে প্রিয় প্রাণে আমরণ?
জীবনে কাহারে সে যে করেছে বরণ।
সুমধুর মুখে শোভে সতীত্ব মাধুরী,
খেলেনাকো আঁখি পরে কটাক্ষের ছুরি।
সতীত্ব সৌন্দর্য্য লয়ে চলিয়াছে ছন্দে
কাননে কুটীর পানে পতির আনন্দে।
সতীত্বের অতুলনা দেখে যাও ছবি,
মধুর সরমময়ী মরম সুরভি।

তোমারে কি ব্যথা দিতে পারি?

১

তোমারে কি ব্যথা দিতে পারি?
প্রণয়ের নব ঘর

গড়িয়াছ, নহ পর
প্রণয়ের কথা সারি সারি।
তোমারে কি ব্যথা দিতে পারি?

বাহু মোর চায় তব বাহু;
প্রাণ বাঁধা তব প্রাণে,
প্রেম বাঁধা তব গানে,
ভয় কি আমায়—নহি রাহু;
বাহু মোর চায় তব বাহু।

হৃদি মোর তোমারি ত আছে;
সুললিত অধরেতে
সৌরভে আসি গো মেতে
লুটিবারে মধু যত আছে;
হৃদি মোর তোমারি ত আছে।

৪

এ মিলন তোমায় আমায়—
সাধ্য কার করে ছেদ,
কোথা ভয় কোথা খেদ
প্রণয়ের হিল্লোল খেলায়।
এ মিলন তোমায় আমায়।

৫

নয়নে লাবণ্য খেলে কিবা!
হাসিতে উজলে দিক
চেয়ে দেখি অনিমিখ
চারিদিকে ফুটে চারু বিভা।

কিছুই গো চাহিনা বলিতে
যদি তব লাগে ব্যথা,
সুকুমারী কোমলতা—
ডুবি গো সৌন্দর্য্য সুললিতে
কিছুই গো চাহিনা বলিতে।

৭

তোমায় কি ব্যথা দিতে পারি?
প্রণয়ের নব ঘর
গড়িয়াছ নহ পর
প্রণয়ের কথা সারি সারি;
তোমারে কি ব্যথা দিতে পারি?

আনন্দ।

১

আনন্দের মাঝে রয়েছি ফুটিয়া
আনন্দের উপবনে ;
আনন্দের মাঝে উঠি বিকশিয়া
আনন্দের সমীরণে।

২

নাহি পাপ তাপ, নাহি দুঃখ শোক
সব কথা গেছি ভুলে ;
আসিয়াছি হেথা ছাড়ি মৃত্যুলোক,
আনন্দের উপকূলে।

৩

আনন্দের হাসি ফুটে রাশি রাশি,
সৌন্দর্য্যে খেলিছে খেলা ;
আনন্দে বিহগ নাচিতেছে চিত্ত
গাহিয়া সঙ্গীত মেলা।

৪

আনন্দের মাঝে রয়েছি ফুটিয়া
আনন্দের উপবনে ;
আনন্দের মাঝে রয়েছি লুটিয়া
আনন্দের সমীরণে।

শুভ বুদ্ধির তরে প্রার্থনা।

আমার সামান্য বুদ্ধি কি বুঝিব আমি
দেহ মনে আপনারি পারি না বুঝিতে,
অন্ধকারে উঠি স্বর্গে কি নরকে নামি
জানি না, চলেছি পথ খুঁজিতে খুঁজিতে।
চলিয়াছি ভয়ে ভয়ে দণ্ড ধরি করে,
প্রত্যেক মুহূর্ত্ত মোর আবৃত সন্দেহে,
যথার্থ অভয় কোথা পাব চরাচরে
কত শত্রু কোলাহল করে মন দেহে।—
শত্রু মিত্র কি বুঝিব কেবা শত্রু মিত্র,
কিছুই বুঝিতে নারি সংসারের মাঝে,
সর্ব্বদর্শী তুমি জান সবার চরিত্র,
তুমি দেখ সকলের পাপ পুণ্য কাজে।
দয়া করে আমাদের দাও শুভ বুদ্ধি
বলে' দাও শুভ পথ যেথা শান্তি শুদ্ধি।

সার দৃশ্য।

তুমি মোরে হেথা নাথ করেছ প্রেরণ,
তোমা কোলে পুষ্পসম আছি আমি ফুটে,
আমায় পড়িছে তব আশীষ কিরণ
তোমায় পূজি গো সদা কৃতাঞ্জলিপুটে।

সুবাস সৌন্দর্য্য যত তোমারি আলোকে
সকলি জগৎ মাঝে হইছে প্রকাশ,
বিশ্ব পূর্ণ কলরবে লোকারণ্য লোকে,
এমন মহিমাময় অসীম আকাশ।
আশ্চর্য্য হইয়া আমি হেরি চারিধার
বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড মাঝে নব নব খেলা,
নূতন কি পুরাতন সকলি তোমার
দেখিতে দেখিতে দৃশ্য কেটে যায় বেলা।
এ অনন্ত দৃশ্য মাঝে তোমার যে দৃশ্য
নাই তার চরাচরে কোথাও সাদৃশ্য।

নববর্ষ।

নববর্ষ বৈশাখের প্রথম দিবস,
পুরাতন বর্ষ গেছে হইয়া অতীত—
কি আনন্দে পিই আজি নব সুধা রস.
নূতন উৎসাহে আজি গাহি নব গীত।
ফুটে আছে কত ফুল ফলে আছে ফল,
মধুকর ফুলে ফুলে ফিরে ঝাঁকে ঝাঁকে,
বিহগেরা গাহে গান বসে' তরুশাখে,
জলে স্থলে নভোতলে হর্ষ কোলাহল।
নীলাকাশে উড়ে যায় নব মেঘদল,
আলোকে ছায়ায় ধরে বিচিত্র বরণ,

রবিকরে কিসলয় করে ঝলমল,
নূতন বৎসরে সব নূতন ধরণ।

হাস্নুনা-হানা।

পুকুরের ধারে
বসিতে আমারে
কোরোনা মানা;
কি সুবাস আসে,
চারিধারে হাসে
হাস্নুনা-হানা।
ঝরিছে জোছনা
স্বপন মগনা
বসিয়া থাকি;
মধু উপবন,
মৃদুল পবন
বহিছে থাকি।
হেথা শুনি বসে
মধুর আলসে
বাজে সাহানা,
ঝরিছে ফোয়ারা
গন্ধে মাতোয়ারা
হাস্নুনা-হানা।

দিব্য লেখা।

দূর গিরিশৃঙ্গে পড়িয়াছে
তপনের আলো;
নিম্নে ঘোর বন গাছে গাছে
অন্ধকার কালো।
জাগে যেন নিজ মহিমায়
গিরি অভ্রভেদী ;—
তপোলোক কাহার হোথায়
হিরণ্ময় বেদী ?
ধীরে নীলিমায় মিশে যায়
সুমেরু শিখর ;
লেখা যেন কি দিব্য লেখায়
সোনার আখর।

কে।

কাননে কে নদীতীরে—
ডুবে যায় রবি ;
হৃদয়ের পটে ধীরে
হেরে কার ছবি ?

কুলু কুলু নদীনীরে
মর্ম্মরে অটবী।

২

কাহার স্বপনে ভোর
কারে ভাবে সুখে?
প্রাণে লাগিয়াছে ঘোর
রা'টী নাই মুখে,
মোহন প্রণয় ডোর
ধরিয়াছে বুকে।

৩

বহে মৃদু সমীরণ
দুলিছে চিকুর,
খেলে সাঁঝের কিরণ
ললাটে মধুর;
করে ছটা বিকীরণ
চরণে নুপুর।

৪

কি লাবণ্য সুবিমল—
ফুটে আছে সাঁঝে।
ফুল রাশি সুকোমল
চৌদিকে বিরাজে—
যেন তারা সখিদল
মধুময় সাজে।

৫

বসে আছে নিরজনে
কার তরে হায় ?
কে যেন রে স্থলগনে
চারু প্রতিমায়
এঁকে রেখে উপবনে
গিয়াছে কোথায়।

জীবন কুসুম।

তোমার আলোক পেয়ে
মোর
ফুটিবে জীবন,
শুভ্র পরিমলে ছেয়ে
ফুটে
কুসুম যেমন।

এ বিশাল বিশ্বভূমে
আমি
ফুটিবারে চাই ;
আশাদল টুটে যায়—
যদি
তোমারে না পাই।

সম্পদ যা কিছু আছে
তাহা
তব করুণায়;
প্রাণ তরু টানি রস
কিবা
নব দলে ছায়।

হৃদয় শ্যামল হয়
শুধু
তোমার পরশে,
অমৃত সলিল ঝরে
প্রাণে
নবীন হরষে।

আমি ফুটে আছি ফুল
এই
বিশ্ব উপবনে;
ধরে আছ পদ বৃন্তে
কিবা
প্রসাদ পবনে।

কেন।

কেন এই সাদা কালো, কেন এই ছায়া আলো,
কেন এই পূরণিমা, কেন এই অমাবস্যা,
বুঝিতে পারিনা ভাল—
এ এক মহা সমস্যা।

কেন এই রবি সোম, জেগে আছে মহা ব্যোম,
কেন এই সমুদ্র নদ, কেন এই গ্রহতারা—
কেন তিনি সেই ওম
সৃজিলেন বিশ্বধারা?

বুঝেছি না বুঝিয়াই, এইরূপ বুঝে যাই—
কতটুকুই বা জানি, না জানিয়া কত মানি—
জানি কি তাই জানাই?
যেন জানি কত খানি।

কেন পাখী উড়ে যায় ভর দিয়ে দু পাখায়,
গান গায় কতরূপ বসে' গাছের শাখায়,
ফল মূল কীট খায়,
তাদের বেশ দেখায়।

আমাদের নাই ডানা, উড়িতে মোদের মানা
কে করিল মানা ভাই—মানার প্রমাণ হাত
উড়িতে পাব না জানা,
উড়িলেই মহাপাত।

কেন আসি' কেন যাই তার কিছু ঠিক নাই,

কোথা আছি কোথা যাব আসিলাম কোথা হ'তে,
কিছু বুঝিনাক ভাই,
ভাসি ক্ষুদ্র জ্ঞানপোতে।



মথুরায়।

মুরলী মধুর মৃদু বাজে মথুরায়,
মুরারি মোহন আসে হইল প্রচার ;
হাসি হাসি রূপসীরা সবে ছুটে যায়
রাধিকারে দিতে ত্বরা শুভ সমাচার।
চরণে মঞ্জীর বাজে করুণ চঞ্চল,
কৃষ্ণ কবরীর মাঝে শোভে নানা ফুল,
ঝরে পড়ে, খসে' পড়ে সমীরে অঞ্চল,
সবাই সম্বাদ দিতে হ'য়েছে আকুল—
আধ লাজে আধ সাজে সবে সখি ধায়।
নাচিছে কুন্তল কেশ—সবে সুবসনা
দ্রুত গিয়া হেসে হেসে কহে রাধিকায়,
রঙ্গরসের কথা—রোধে কে রসনা !

বিরহের গান।

ওপারে নদীর তীরে কে গো তুমি গাও গান ?
সুধাময় স্বপ্নসম ভেসে আসে অবিরত,
মৃদু মৃদু পরশনে আকুল করয় প্রাণ ;
নীলাকাশে মিশে যাই শারদ মেঘের মত।
প্রেমের আলোক ছায়া রোমাঞ্চিত করে হিয়া,
শ্যামল গ্রামের মাঝে বিরহ মিলন দোলে
কি এক মধুর মায়া ফেলে হৃদি আবরিয়া
মনে হয় বিরহিণী ভাসে বুঝি আঁখিজলে।
মলয় বহিয়া যায় একাকী বসিয়া গায়—
লোকজন নাহি কাছে নদী গায় কুলুতান।
প্রখর মধ্যাহ্নকালে সুমধুর তরুছায়ে
কে তুমি সরল প্রাণে বসে বসে গাহ গান ?
ঘুঘু দুটি ডেকে ডেকে কথা কয় প্রণয়ের,
তারি মাঝে কে গো তুমি গান গাহ বিরহের ?

একা।

একা যাব মরে'
কেহ কি রহিবে কাছে ?
একা যাব করে'
যাহ! মোর সাধ্য আছে।
একা আছি ধরে'
শত প্রতারণা মাঝে।
একা দূরিব রে
মিথ্যার মোহন সাজে।
একা চরাচরে
স'পিব তাঁহার কাজে।

প্রেম।

বাধাবিঘ্ন চলে যাক' দূরে সমুদয়,
অবাধ প্রেমের টানে ভাসাই হৃদয়।
খুটি নাটি সঙ্কোচন ফেলি করে' চূর্ণ,
প্রেমের বন্যায় বিশ্ব হোক পরিপূর্ণ।
বলুক যে যাহা খুসি যাই শুধু শুনে,
বহিছে আনন্দ অগাধ প্রেমের গুণে
কে আসিবে এসো এবে ভাসায়েছি তরী
যদি পারে যাবে যেথা বিরাজেন হরি।
